উপন্যাস।

আলোচনা সম্পাদক—

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার শীল
১২১নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শীল-প্রেস,
৬৩৩নং আপার চিৎপুর রোড, ক
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীলদ্বারা মুদ্রি
১৩২৬

উপহার পৃষ্ঠা।

মার

করকমলে সাদরে প্রদত্ত হইল।

ক্ষর

উৎসর্গ।

স্বনামধন্য কবিরাজ—

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন

মহাশয় করকমলে।

কবিরাজ মহাশয়!

নিজ প্রতিভা বলে আজ আপনি বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, কুষ্ঠ চিকিৎসায় আপনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইলেও অপরাপর রোগের চিকিৎসারও যে আপনার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে এবং আশু তাহার প্রতীকারে আপনি সমর্থ, তাহা আমার গৃহ চিকিৎসায় বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। বহু চিকিৎসায় যে রোগ আরোগ্য হয় নাই। আপনি অষ্টাহ মধ্যে মন্ত্রশক্তির ন্যায় তাহা আরোগ্য করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, আজ সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমার অভাগিনীকে আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম,—ইহাকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন ইহাই প্রার্থনা। কিমধিক মিতি—

আলোচনা কার্য্যালয়।
হাওড়া।
২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল।

ভবদীয়—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
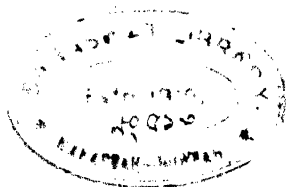
অভাগিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বসুবাটী

পূর্ব্ববঙ্গের উত্তর-পশ্চিম সীমায় নস্করপুর নামক একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে দুর্গাদাস বসু নামক জনৈক ধনবান জমীদার বাস করিতেন। তিনি বিদ্যাবান, বিচক্ষণ ও প্রজাগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়াবান ছিলেন। দুর্গাদাস বাবু, কায়স্থকুলোদ্ভব একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া তাঁহার অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, সে-সময় তাঁহার একমাত্র আদরের স্ত্রী সৌদামিনী ভিন্ন আর কেহই বর্ত্তমান ছিল না। সৌদামিনীর গর্ভে প্রমোদ নামে তাঁহার এক সন্তান হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পুত্র কিম্বা কন্যা আর কিছুই ছিল না। বৃদ্ধ বসুজা মহাশয় সন্তানকে উপযুক্ত দেখিয়া, যথা-সময়ে ও যথা-নিয়মে আপনার পরম-মিত্র রজনীকান্ত বিশ্বাসের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া, একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। পরে

প্রমোদ বাবু জমীদারী কার্য্যে পারদর্শী হইলে, সমস্ত জমীদারীর ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া, দুর্গাদাস পরকাল উদ্ধারের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

এখন প্রমোদকুমারই সমস্ত জমীদারীর কর্ত্তা। ইনি আপন পিতার ন্যায় অমায়িক-প্রকৃতি ও প্রজাগণের কুশল-চিন্তায় একান্ত অনুরাগী। জমীদারীতে কোন প্রকার উপদ্রব, উৎপীড়ন বা ভয়ের লেশমাত্র উপস্থিত হইলে নবীন জমীদারমহাশয়কে জ্ঞাত করাইবামাত্র তাহার প্রতিকার হইত। এইজন্য সকলেই নতন জমীদারের অধীনে থাকিয়া, সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

একদা বৃদ্ধ দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মহাসমারোহ হইতেছে। কতশত নিমন্ত্রিতব্যক্তি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আজ বসুবাটীতে সমাগত। দুর্গাদাস বাবু সকলকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেছেন। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি ভোজনসামগ্রী ভারে-ভারে আসিতেছে। শ্রাদ্ধের মহতী ঘটা। প্রমোদ বাবু আজ মহাব্যস্ত। একবার ভাণ্ডারগৃহে যাইতেছেন, আরবার বাহিরে আসিয়া, সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন।

বেলা প্রায়-তৃতীয়প্রহর অতীত। ক্ষুধানল ক্রমে-ক্রমে মৃদুমন্দগতিতে লোক সকলকে ব্যথিত করিতে

লাগিল। সকলে জঠরানল নিবারণার্থ ঔৎসুক্য সহকারে এদিক্-ওদিক অবলোকন করিতে লাগিল।

আজ-কাল আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। যিনি যখনই আসেন, তখনই ভোজন করেন। পুংক্তিভোজন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। ইহা যে সমাজের দোষ—তাহা নহে; আধুনিক চাকুরী-প্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে পুংক্তিভোজন সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে একদিনের পুংক্তিভোজনের সঙ্গে-সঙ্গে চিরকালের জন্য ডানিহস্তের ব্যাপার বন্ধ হইবে, বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হইলে চাকুরী যাইবে। এজন্য এ-প্রথা সহর অঞ্চলে আর নাই। কিন্তু এখনও পাড়াগাঁয়ে পুংক্তিভোজনের নিয়ম অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বসুবাটীতেও আজ সেইজন্য ভোজনে এত বেলা হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে আহারের স্থান হইল। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া গেল। তৎপরে স্বজাতি বা শূদ্র-ভোজন আরম্ভ হইল। আহারীয় দ্রব্যের সীমা নাই। "দিয়তাং ভুজ্যতাং" শব্দে বসুবাটী মহা-কোলাহলে পরিপূর্ণ। আহারান্তে সকলে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, প্রীতি-প্রফুল্লমনে, গৃহস্বামী দুর্গাদাস বাবুকে ও তদীয় পুত্র

প্রমোদ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে-করিতে গৃহে প্রস্থান করিল।

ক্রমে দিবা অবসান প্রায়, দিনমণি অস্তাচল চূড়ায় গমনোন্মুখ হইয়া, একাধারে কম্পান্বিত কলেবরে, পবন-যানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অপরদিকে প্রাণকান্ত শশাঙ্কদেবকে অঙ্কে ধারণ করিবে বলিয়া, যামিনীদেবী হাস্য-আস্যে বাহু প্রসারণ করিতেছেন। নস্করপুরের বসুবাটী এখনও কলরবে পরিপূর্ণ। কোথাও বামাগণের সুমধুর কণ্ঠস্বর, কোথাও দাস-দাসীগণের কলশব্দ, কোথাও দীন দরিদ্রগণের কাতর চীৎকার, কোথাও বালক বালিকাগণ আহারান্তে আনন্দ মনে, বয়সসুলভ চীৎকার ও ক্রীড়া করিতেছে, কোথাও বৃদ্ধগণ তাস, পাশা প্রভৃতি বৃদ্ধজনোচিত ক্রীড়া করিতেছে ও সময়-সময়ে "কচে বার" ইত্যাদি শব্দে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাসমাগমে নস্করপুর অতীব মনোহর শোভায় সুশোভিত। সন্ধ্যাকালীন প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা সকল মহামূল্য হীরকখচিত রত্নমালার ন্যায়, যামিনী সতীর গলদেশে শোভমান হইতে লাগিল। সমস্ত দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেব-

দেবীর সম্মুখে ধূপ, ধূনা, কর্পূর ইত্যাদি আরতীয় গন্ধদ্রব্য সকল ধূমাইত হইয়া, দশদিক সৌগন্ধে আমোদিত করিতে লাগিল। কৃষকগণ দিবসের পরিশ্রম শেষ করিয়া গৃহে ফিরিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে আপন আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিল। চৌকিদার-গণ স্ব-স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল।

রাত্রি অধিক হইতেছে ও তৎসহ অন্ধকারের গাঢ়তা অত্যন্ত ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া, সকলে খেলা ভঙ্গ করিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। বসুবাটী নিস্তব্ধ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিছুই চিরস্থায়ী নহে

রজনী প্রায়-তৃতীয়প্রহর অতীত। তিমির-বসনা প্রকৃতিদেবী মলিন বসন পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়া, যেন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। রজনী-ঘোষী প্রহরী সকল ও পেচকেরা উচ্চরবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। বিহঙ্গমকুল এখন অচেতন, প্রকৃতি-সতীর হরিত কান্তি এখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না,

বিশ্বরাজ্য ঘোর-অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া নস্করপুরের বসুবাটী নীরব, নিস্তব্ধ, সকলেই গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত, কাহারও সাড়াশব্দ নাই। দূর হইতে লক্ষ্য করিলে বাটীতে লোক আছে বলিয়া বোধ হয় না। এতদাবস্থায় কতকগুলি যমদূতাকৃতি ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্রধারী পুরুষ প্রজ্বলিত মশাল হস্তে বসুবাটী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। পূর্ব্বে জমীদারগণ এখনকার মত দ্বারবানের পরিবর্ত্তে বাটীতে পাইক নিযুক্ত করিতেন। দুর্গাদাস বাবর বাটীতে চারি পাঁচজন পাইক ছিল। দস্যুগণ প্রথমতঃ গৃহে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রাতুর পাইক সকলের হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া একধারে ফেলিয়া রাখিল। পরিশেষে দ্বিতল গৃহে, যথায় দুর্গাদাস বাবু প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে সুখে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন, তথায় প্রবেশ করিয়া, অগ্রে তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। তৎপরে নিদ্রিতা কুলকামিনীগণের প্রতি অত্যাচার করাতে, তাঁহারা জাগরিত হইলেন, সতীত্বনাশ ভয়ে ভীত হইয়া কেহ পলায়ন করিল, আর কেহ বা, প্রাণভয়ে দস্যুদিগকে সমস্ত সন্ধান বলিয়া দিল। বৃদ্ধ দুর্গাদাস পলায়ন করিতে যাইয়া, অন্ধকারে ছাদের

উপর হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সৌদামিনী আর অপেক্ষা করিলেন না—ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন। পরে দস্যুগণ অপরাপর গৃহ অনুসন্ধান করিয়া, প্রমোদকে দেখিতে পাইল ও তাহাকে ভাবী গৃহস্বামী জানিয়া যেমন বিনাশ করিতে যাইবে, দৈবযোগে অমনি পশ্চাতে তাহাদেরই একজন সঙ্গীর গ্রীবাদেশে আঘাত লাগিল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া, লুট তরাজ বন্ধ করতঃ আঘাতীত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতে অবসর গ্রহণ করিলে, প্রমোদ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে নিবিড় অরণ্য মধ্যে পলায়ন করিলেন। দস্যুগণ আর হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনকার্য্য না করিয়া, তাহাদের সেই আহত সঙ্গী ও লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিল।

কাহারও সৌভাগ্য, কাহারও দুর্ভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অনন্ত বিশ্ব-সংসারস্থ দ্রব্যমাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল। বিশ্ব-শিল্পি ভগবানের বিশ্বরচনা কার্য্য অতীব আশ্চর্য্যময়, চিন্তা করিয়া, তাহার অণুমাত্র শেষ করা যায় না। যে বাটীতে একদিন লোকজনের কলরবে কাণ পাতা

যাইত না, আজ সেই বসুবাটী দুরাত্মাগণের অত্যাচারে ভয়ানক শ্মশানসদৃশ, লোকজন বিরহীত, যেন চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে। কেবলমাত্র অন্ধকার ঘরের প্রদীপ স্বরূপ তিনটী প্রাণী জীবিত, দুর্গাদাস বাবুর বালিকা বধু, একজন ধাত্রী ও একমাত্র সন্তান প্রমোদকুমার ভাগ্যক্রমে তিনিও আবার পলাতক।

দুর্গাদাস বাবুর বিষয়-বৈভবের অন্ত ছিল না, ক্রমে-ক্রমে ইহা চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায় আজ দস্যুগণ দ্বারা লুণ্ঠিত হইল, তাঁহার দুর্গতীর একশেষ হইল। ধন একদিকে যেমন সম্পদের আস্পদ—সুখের নিদান, অন্যদিকে তেমনি দুঃখের ও বিপদের মূলীভূত কারণ। আজ ধনের জন্যই যে বসুবংশের ঘোরবিপত্তি হইল—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিত্রালয়ে

অনতিবিলম্বেই প্রভাতোদয় হইল। প্রাতঃ সমীরণ ধীরে-ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিবা সমাগমে নিদ্রাভিভূত জীবমাত্রেই জাগরিত হইয়া আপন-আপন কাজ-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু বসুবাটীর তুইটী স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহই জাগিল না, সকলেই চিরনিদ্রায় মগ্ন। ভুবন-প্রকাশক নলিনীনায়ক লোহিত কান্তি ধারণ করিয়া, পূর্ব্বাকাশে আরোহণ করতঃ, চারিদিকে কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে পাড়ার সমস্ত লোক আসিয়া বসুবাটীতে সম্মিলিত হইল এবং তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে, সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। কিন্তু যাহা গিয়াছে—তাহার প্রতিকার নাই, ভাবিয়া তুর্গাদাস বসুর বালিকা বধু ও ধাত্রী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিষাদিতান্তঃকরণে প্রতিবাসীর সাহায্যে শাশুড়ী-শ্বশুরের প্রেতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া, শ্মশান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দিবা তুইপ্রহর। ধাত্রী, বধূকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন,—"মা কুসুম! যা হবার তা ত হয়েছে, এখন কিছু আহার করিয়া, চল আমরা প্রমোদের অনুসন্ধানে যাই, প্রমোদ আমার বেঁচে আছে। ভগবান! প্রমোদকে বাচিয়ে রেখো।" এই বলিয়া ধাত্রী অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কুসুমকুমারী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন,—"ধাই মা! আর আমায় খেতে বলো না, আমি শ্বশুর খাইলাম, শাশুড়ি খাইলাম; এখন আবার আমায় খেতে বল্‌ছো? আর আমার খাওয়ায় প্রয়োজন নাই, এখন চল, যদি তাঁর অনুসন্ধান পাই, তবেই আবার সমস্ত করিব, নতুবা এই শেষ।" এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ধাত্রী নিজে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, কত বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কুসুমকুমারীকে খাওয়াইতে পারিলেন না। অবশেষে বেলা অবসান হইলে, তাঁহারা দুইজনেই অনাহারে নন্দর-পুর পরিত্যাগ করিয়া, অমরপুরে কুসুমের বাপের বাটী চলিলেন। পিতার নিকট গমন করিয়া, এইসমস্ত বিষয় জানাইলে যদি পতির অনুসন্ধান হয়, এই আশায় কুসুমকুমারী ধাত্রীর সহিত পিত্রালয়ে গমন করিলেন। এতদিনের পর মহা-সমৃদ্ধিশালী বসুগোষ্ঠী একদিনের মধ্যে কোথায় লুকাইল, কে বলিতে পারে? বসুবাটী

এতদিনে প্রকৃত-শ্মশানে পরিণত হইল। তাই বলি, "চিরদিন কভু সমান না যায়।" আজি যিনি রাজাধী-রাজ, কাল তাঁহার কি হইবে এবং আজ যিনি দরিদ্র, লোকের পদতলে বিমর্দ্দিত হইতেছেন, কল্য তাঁহারই বা কি দশা হইবে, কে বলিতে পারে? যদি চিরদিন সমভাবে যাইত, তবে পরিণামে প্রাতঃস্মরণীয় নলরাজার দুর্দ্দশার একশেষ হইত না এবং বিপুল রক্ষো-কুলও নির্ম্মূল হইত না। ইহাদের সহিত তুলনায় দুর্গাদাস বাবু কোন ছার!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তীর্থ পর্য্যটন

ইতিপূর্ব্বে প্রমোদের কি হইল, পাঠক মহাশয় জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন, অতএব আসুন, আমরা প্রমোদকুমারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

ক্রমে-ক্রমে যামিনী অবসান হইলে প্রমোদ অরণ্য মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, বাহির হইয়া মনে-মনে ভাবিলেন,—পাষণ্ডগণের অত্যাচারে বাটীর আর কেহ

জীবিত নাই; এক্ষণে আমার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি খরতর হইয়াছে, নূতন জমীদারী গ্রহণই ইহার মূলীভূত কারণ, এক্ষণে প্রাণ দিতে আর কেন গৃহে গমন করিব। গৃহ ত শ্মশান হইয়াছে, আর ত কেহ জীবিত নাই। যতদিন পারি—পাষণ্ডগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেশ পরিভ্রমণ করি, যদি ভগবান কোন উপায় করিয়া দেন, তবে আবার ফিরিব। প্রমোদ জানেন না যে, তাহার প্রণয়প্রতিমা কুসুম ও ধাত্রী এখনও জীবিত। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে, গতরাত্রের ঘটনা স্মরণ করিয়া, দেহ থর-থর কাঁপিতেছে, মন আর কিছুই মানিতেছে না, গ্রামে যাইতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। "হা ভগবান! তোমার কি এই বিচার! তুমি আমার সমস্ত আশা-ভরসা এককালে নষ্ট করিলে? প্রমোদ আক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দেশে শাসন পদ্ধতির এত-দৃঢ়তা হয় নাই, পল্লীগ্রামে দস্যুর তস্কর উপদ্রব, তাই সম্ভ্রান্ত বসুবংশ ছারখার হইয়া গেল।

এখানে আর থাকা কর্ত্তব্য নয়, এই বিবেচনা

করিয়া, প্রমোদ তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করিলেন। তাঁহার প্রাণে আর মায়া নাই, হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, তিনি যেন পাগল হইয়াছেন। প্রমোদ এখন সহায়-সম্পত্তিবিহীন! একদিন যে প্রমোদ মানুষ-যান, অশ্ব-যান ভিন্ন একপদও অগ্রসর হইতেন না, আজ সেই প্রমোদকুমার নিতান্ত অনাথের ন্যায় পদব্রজে নিবীড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। অরণ্যের কণ্টকাদিতে অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, তথাপি প্রমোদের চেতনা নাই, ক্ষিপ্তের ন্যায় অবাধে গমন করিতে লাগিলেন।

কত দেশ, কত নগর ক্রমশঃ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কোথায় যাইবেন, তাহার স্থিরতা নাই। কিয়দ্দিনের পর প্রমোদ জীর্ণশীর্ণ দেহে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত। এখন হইতে প্রমোদ আর সে প্রমোদ নাই, নানাবিধ দুঃখে ও মর্ম্মান্তিক চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। নানাপ্রকার ভাবনা, চিন্তা দূরীকরণ মানসে প্রমোদ প্রথমতঃ সামান্য নেশা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি নেশা করিতেন, তখন যেন কথঞ্চিৎ সুস্থ থাকিতেন। আর কোন ভাবনাই তাঁহাকে যাতনা দিতে পারিত না। তিনি

নেশার বশে বিভোর হইয়া ক্রমশঃ দিন-দিন অবনতির পথে অবরোহণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে বহুপ্রকার মাদক দ্রব্যের প্রচলন ছিল। এখন যে নাই তাহা নহে, তবে অপেক্ষাকৃত কম, সভ্য-সমাজ মাদকদ্রব্যের অপকারিতা বুঝিয়াছেন বলিয়া, দেশের অনেকটা শ্রী ফিরিয়াছে—নতুবা দেশ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মাদকদ্রব্য সমস্তই একপ্রকার; ইহার একটীতেও কোনরূপ গুণ নাই বরং দোষের ভাগ অধিক। তামাক হইতে মদিরা পর্য্যন্ত সমস্তই শরীরের অনিষ্টকর। তবে কম আর বেশী।..নেশায় একবার আনুরক্তি জন্মিলে, তাহা আর ছাড়া দুষ্কর। প্রমোদ ক্রমশঃ নেশায় এতদূর উন্মত্ত হইলেন যে, তাঁহার সেই নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ক্রমে-ক্রমে কলঙ্কিত হইতে লাগিল। এখন তিনি মদ না খাইলে আর থাকিতে পারেন না, মদই যেন তাঁহার আহার অপেক্ষাও মূল্যবান হইয়াছে। কিন্তু তিনি এখন নিঃস্ব, হাতে পয়সা নাই যে, মদিরা ক্রয় করিয়া উদর পূর্ণ করিবেন। প্রথম দুই-একদিন তিনি মদের দোকানের সম্মুখে ঘুরিতেন, মদিরা ব্যবসায়ীদের দুই-একটী কাজকর্ম্ম

করিতেন, তাহারা দোকান বন্ধ করিবার সময় এক আধ গ্রাস করিয়া মদ দিত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আশা মিটিত না, প্রাণের জ্বালা নিবারিত হইত না, কিছুদিন পরে প্রমোদ সুরাপায়ীদিগের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেন। এইবার প্রমোদের অবনতির প্রকৃত সূত্রপাত হইল। প্রমোদ এইবার প্রকৃত মাতাল হইলেন। সমস্ত দিন সঙ্গীগণের সহিত অভদ্রজনোচিত কার্য্য করিয়া কোন দিন লোকের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতেন। সুধাধবলিত গৃহে উৎকৃষ্ট সামগ্রী উদরসাৎ করিয়াও যে প্রমোদের তৃপ্তিলাভ হইত না, হা জগদীশ! তাঁহার এ-দশা কেন করিলে? তাঁহার এমন প্রবৃত্তি কেন জন্মাইয়া দিলে? অথবা এ তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল। তুমি পরম বিচারক, কেমন করিয়া বুঝিব তোমার বিচার লীলা; মূঢ় আমি, জগদীশ!

প্রমোদকুমার দিন-দিন নেশার বশীভূত হইতে লাগিলেন। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, এখন সমস্ত কদর্য্য কার্য্যই করিতে লাগিলেন।

প্রমোদ কাশীধামে আসিয়া যাঁহার বাটীতে ছিলেন, তিনি তাঁহার আচার-ব্যবহার দেখিয়া, ক্রমশঃই বিরক্ত

হইতে লাগিলেন। একদিন তিনি প্রমোদকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু! দিন-দিন তোমার যেরূপ আচরণ দেখিতেছি, তাহাতে তোমাকে আর আমি বাটীতে স্থান দিতে পারি না, তুমি অপর কোনস্থানে বাসার চেষ্টা কর।"

প্রমোদ কোনকথা কহিলেন না, নীরবে বাটীর বাহির হইয়া আসিলেন এবং সঙ্গিগণকে আপন দুরদৃষ্টের কথা বলিলেন। তাহারা বলিল, "তাহাতে আর ভাবনা কি? এখানে থাকিবার জায়গার অপ্রতুল নাই, তুমি চেষ্টা করিলেই পাইতে পারিবে।"

পাঠক! আপনারা জানেন, কাশীধাম হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ। এক পক্ষে ইহা মহাতীর্থ স্থান বটে, কিন্তু অপর পক্ষে, এটী বদমাইসের আড্ডা। এখানে ভাল লোকও আছে, খারাপ লোকও আছে, তবে কুলটা স্ত্রীলোক ও বারবণিতাবৃত্তি এখানে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রমোদ সঙ্গিগণের কথা শুনিয়া, জনৈক নর্ত্তকীর সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। তাহার বয়স প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর হইবে। হাতে কিছু নগদ অর্থও আছে। প্রমোদ তাহার সহিত যুটিয়া, মনের সুখে কাল কাটাইতে

লাগিলেন। এখন আর নেশা করিবার পয়সার জন্য তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে হয় না। অনায়াসে ঘরে বসিয়া, উক্ত রমণীর সহিত অনবরত নেশায় বিভোর হইয়া থাকেন। পাপিনী বেশ্যাটীও মনের মত যুবক প্রমোদকুমারকে পাইয়া আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিল। তাহার যে বয়স হইয়াছে, তাহাতে প্রমোদের ন্যায় যুবা পুরুষের সঙ্গিনী হওয়া, কখনই সম্ভব নহে। এই নিমিত্ত বিনোদিনী পরম আপ্যায়িত হইয়া, প্রমোদকে আপন গৃহে স্থান দান করিল।

মানব-মন রহস্যের ভাণ্ডার। ইহা যে কখন কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যে প্রমোদ এক সময়ে গুণের আধার ছিল, যাঁহার গুণে নস্করপুরের সকলে মোহিত হইত, এখন তাঁহার কুৎসিত আচার-ব্যবহার দেখিলে, পণ্যোচিত হাব-ভাবে অবিরত অনুরক্ত দেখিলে, তাহাকে নিতান্ত নীচ বলিয়া ঘৃণার উদ্রেক হয়।

প্রমোদ একদিন রমণীর চিত্ত পরীক্ষার জন্য এক বোতল সুরা আনিয়া, উভয়ে গলাধঃকরণ করিল। পরে যখন গোলাপী গোছের নেশায় মন-প্রাণ উল্লাসিত হইল, তখন প্রমোদ বলিলেন,—"বিনোদ! আর আমার

এখানে থাকা হইল না। আমার বস্ত্রাদি সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। নূতন বস্ত্র, জামা, জুতা না হইলে বাহির হইতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। এই জন্য আমি স্থানান্তরে যাইবার মনস্থ করিয়াছি। এইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, কেমন করিয়া চলিবে? আমি স্থানান্তরে যাইয়া কোন কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখিব বলিয়া মনে-মনে স্থির করিয়াছি।"

বিনোদিনী মদিরা পানে বিভোর হইয়াছিল, প্রমোদের এই কথা শুনিয়া, উৎকণ্ঠিতচিত্তে শশব্যস্তে বলিল, "প্রাণাধিক! এই সামান্য বিষয়ের জন্য তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে কেন? তোমার যে অর্থের আবশ্যক হইয়াছে, তাহা এতদিন আমায় বল নাই কেন?" এই বলিয়া রমণী কয়েকটী টাকা প্রমোদের হস্তে দিল। প্রমোদ টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রমোদ টাকা পাইয়া কি করিলেন, পাঠককে তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না? ঐ টাকা লইয়া প্রমোদ আনন্দ-চিত্তে পুনরায় মদের দোকানে প্রবেশ করিলেন। সৎকার্য্যে কেবলমাত্র দুই পয়সা ব্যয় হইল। দুই পয়সায় একখানি খাম কিনিয়া প্রমোদ নন্দনপুরে

আপনার বন্ধু অনিল বাবুকে একখানি পত্র লিখিলেন :—

প্রাণের অনিল !

ভাই ! তোমায় আর কি লিখিব, তুমি ত সমস্তই জানিতে পারিয়াছ। যদি আমার জন্য চিন্তিত হইয়া থাক, তাই লিখিতেছি, আমি জীবিত। পাষণ্ডগণ আমাকে হত্যা করিতে পারে নাই। আমি রাত্রে বনের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলাম। প্রভাতকালে পলায়ন করিয়া, কাশীধামে আসিয়াছি। আমার আর কিছুতেই সুখ নাই। আমি সমস্ত হারা হইয়াছি, অতএব এ মুখ আর প্রতিবাসিগণের নিকট দেখাইব না। পত্র পাঠ মাত্র আমার আর কেহ জীবিত আছে কি না লিখিবে। যদি না থাকে, তাহা হইলে এখন আমার বিষয় সম্পত্তি তুমি ভোগ দখল করিবে। কোনরূপ তছরুপাত হইয়া না যায়, এইজন্য তোমার ন্যায় পরম মিত্রের হস্তে ইহার ভারার্পণ করিলাম। বোধ করি, আমি অধিকদিন এ স্থানে থাকিব না। অতএব পত্র পাঠ উত্তর দিবে। ইতি—

তোমার একান্ত বশংবদ—

প্রমোদ।

অভাগিনী

আমার ঠিকানা—

বাঙ্গালীটোলা বিনোদিনীর বাটী,

৺কাশীধাম।

প্রমোদ ডাকঘরে পত্র ফেলিয়া দিয়া, শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিলেন। সংযমের হাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি-বিবেচনার পাল ছিঁড়িয়াছে; তাই তরণী এখন হালচাল; বোধ হয় ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া, প্রমোদ দেহতরী রক্ষা করিতে পারিবেন না। এখন যেরূপ প্রবল বাতাসের মুখে পড়িয়াছেন; যেরূপ তীব্রতেজে তিনি নিজ বুদ্ধিদোষে স্রোতে গা ভাসান দিয়াছেন, অধঃপতনের অতল-তলে হাবুডুবু খাইবার জন্য তিনি যেরূপ আত্মহারা-ভাবে মজিয়াছেন; তাহাতে উত্থানের আশা নাই।

কাশীতেই যে যত মহাপাপীর আড্ডা, এখানে আসিয়া সুপথ ভুলিয়া কুপথে যাইলে কি আর রক্ষা আছে? তবে প্রাণটা এখনও মজে নাই—বংশাবলীর অনুরূপ তেজটা এখনও নষ্ট হয় নাই, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত এখনও জ্বলিতেছে—ইহাতে যদি কৃপাময়ীর কৃপা হয়, পতিতের উদ্ধার হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিত্রালয়ে

কুসুমকুমারী এখন পিত্রালয়ে আসিয়াছেন। এখানে আসিয়া স্বামীর অনুসন্ধান করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাহার পিতা রজনীকান্ত বিশ্বাস, সম্প্রতি একটী মকর্দ্দমায় এতদূর ব্যস্ত, যে তাঁহার বাক্যালাপের অবসর নাই। আর এখন বাক্যালাপ করিলেও কোন ফলোদয় হইবে না। কারণ দুর্গাদাস বসুর জীবিতাবস্থায় যখন তিনি কন্যার বাটী যাইতেন, তখন তিনি কন্যার দ্বারা অনেক সাহায্য পাইতেন। কুসুম কুমারী পিতার অভাব দেখিয়া, প্রতি মাসে সংসার খরচের জন্য ২০।২৫ টাকা করিয়া দিতেন। দুর্গাদাস বসু মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়াও বধুমাতাকে কিছু বলিতেন না, কারণ তিনি পরের দুঃখ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন, পরের কষ্ট দেখিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ বিগলিত হইত, পরোপকারকে তিনি জগতের মহাব্রত বলিয়া জানিতেন; তিনি কুসুমকুমারীকে একদিনের জন্যও এ-বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন নাই। বরং বৈবাহিক-

মহাশয় গৃহে আসিলে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে বধূমাতাকে মাসিক খরচের টাকা, কোনরূপ ছলনা প্রকাশ করিয়া দিয়া আসিতেন। তিনি স্বর্গীয় স্বভাবসম্পন্ন লোক ছিলেন। কুসুমকুমারীও শ্বশুরের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, পিতাকে সংসার খরচের জন্য ঐ টাকা দিতেন। এইজন্য স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেন, "কন্যা যদি পাত্রে পড়ে, তাহা হইলে পুত্রের কাজ করে।" বাস্তবিক ইহা অমোঘ সত্য। কুসুমকুমারী এই সত্য এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তিনিই দরিদ্র, পিতাকে সাহায্য করিবেন কিরূপে? পাটয়ারীবুদ্ধি রজনীকান্ত বুঝিলেন—এখন ত আর সে আশা নাই। তাহাদেরও সমস্ত গিয়াছে, এখন আমার গলগ্রহ হওয়া ভিন্ন তাহাদের আর উপায় কি? ইহার উপর প্রমোদকে অনুসন্ধান করিলে কি রক্ষা আছে? কেবল খরচান্ত—অতএব প্রমোদ গিয়াছে যাক্। মামলা-মকর্দ্দমা করিয়া যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে—তাহাদের প্রবৃত্তি ইহা অপেক্ষা আর কত বেশী হইতে পারে? ইহার উপর ঋণে তাহার চুল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

প্রায় দুই মাস হইল, রজনীকান্ত বিশ্বাস মহা-

জনদিগকে টাকা দিতে পারেন নাই। এইজন্য তাহারা নালিশ করিয়াছে। এ সময় তিনি জামাতার জন্য অনুসন্ধান করিবেন কেমন করিয়া? আর অনুসন্ধান করিলেই বা কি হইবে? পূর্ব্বের ন্যায় আর ত সাহায্যের আশা নাই। এখন জামাতাকে অনুসন্ধান করিয়া আনিলে, তাঁহারই খরচান্ত হইবে। এই বিবেচনা করিয়া, তিনি সে বিষয়ে উদাস ভাবাবলম্বন করিলেন। কুসুমের মাতা এ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলে, তিনি বিরক্ত হন ও রাগান্বিত হইয়া বলেন, 'প্রমোদ কোথায় গিয়াছে, আমি তাহার অনুসন্ধান করিতে কোথায় যাইব? তবে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবকে বলিয়াছি, যদি তাহারা কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারে। আর আমার ত এক জ্বালা নয়, নানাজ্বালায় ঝালা-ফালা হইতেছি, তাহার উপর "কুশো" আবার জ্বালাতে এখানে এল, আঃ! আমি আর পারি না।"

স্বার্থপর জগতের এ কাণ্ড কারখানা আজ নূতন নহে। রজনীকান্ত পিতা হইয়া কন্যার প্রতি কেমন ব্যবহার করিতেছেন। জগতের হাড়ে-হাড়ে স্বার্থ গাঁথা রহিয়াছে। মাতা গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করেন, স্বার্থের

জন্য ; রাজা রাজ্য-পালন করেন, স্বার্থের জন্য ; ব্রাহ্মণ পূজা করেন, স্বার্থের জন্য ; সন্ন্যাসী ঈশ্বর চিন্তা করেন, স্বার্থের জন্য ; আজকাল স্বার্থ ভিন্ন পরার্থপরতার সহিত সম্বন্ধ অতি-অল্প লোকেই রাখিয়া থাকেন। তাই এখনকার লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "আপ্ত রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃলোকের কর্ম্ম।" হা স্বার্থ ! আজ তোমার দ্বারা আমাদের এই শিক্ষা হইয়াছে, আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছি।

কিন্তু পূর্ব্বে লোকে কার্য্য করিত নিঃস্বার্থভাবে, পরের উপকার করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত ; ইহাই পূর্ব্বেকার লোকের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল।

৺দুর্গাদাস বসুর বালিকা বধূ আজ নিরাশ্রয়া অনাথিনী, পিতার নিকটে আসিয়াও তাহার যন্ত্রণার একশেষ। কিন্তু এক সময়ে তাঁহার বালিকা বধূই তাঁহার সংসার চালাইত। বলিতে কি, এখন তিনি দুর্গাদাস বসুর খাতিরেই লোক সমাজে মুখ দেখাইতেছেন। দুর্গাদাস বসু দ্বারা আদিষ্ট হইয়াই কন্যা পিতাকে এতদিন খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন ; সে আজ বেশীদিনের কথা নহে—ইহারই মধ্যে সে সমস্ত উপকার আর মনে পড়ে না—হায় ! স্বার্থ !

পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য এ স্থানে দুর্গাদাস বসু সংক্রান্ত একটী বদান্যতার বিষয় বিবৃত করিতেছি। দুর্গাদাস বসু যখন সৎবিষয়ে অর্থব্যয় করিতেন, তখন কেহ তাঁহাকে সে বিষয়ে বাধা দিলে, তিনি যারপর নাই বিরক্ত হইতেন।

এক সময় গ্রামে অত্যন্ত অন্নকষ্ট হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি দীন-দরিদ্রদিগকে অকাতরে অর্থদান করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার একজন কর্ম্মচারী দুর্গাদাসের অযাচিত দানে বিরক্ত হইয়া একদিন তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে নিম্নলিখিত উপদেশ-পূর্ণ বাক্যটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

"আপদার্থে ধনং রক্ষেৎ"

দুর্গাদাস প্রাতঃকালে গৃহের বাহিরে আসিলে ঐ শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কোন কর্ম্মচারী তাঁহার দান কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ঐ উপদেশ দিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং প্রত্যুত্তরে তাহার নিম্নে লিখিয়া দিলেন :—

"শ্রীমন্তং কথমাপদম্"

মহাত্মা দুর্গাদাস ইহা লিখিয়াই, গ্রাম পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন, কাহাকেও কোন কথা বলিলেন

না। পরে যে কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দিবস ঐ শ্লোকটী লিখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া উহা দেখিলেন। দাতায় দান করেন, তাহা দেখিয়া অদাতা কৃপণের প্রাণ ফাটিয়া যায়। এরূপ দানে অর্থব্যয় হইলে জমিদারী নষ্ট হইবে—তাহাদের কোনপ্রকার প্রাপ্য হইবে না, বরং চাকুরী যাইবে, এই ভয়ে দুঃখিত হইয়া পুনরায় লিখিলেন :—

"কদাচিৎ চঞ্চলা লক্ষ্মী ?"

নিরাশ হইয়া সেদিনও উক্ত কর্ম্মচারী বসুজা মহাশয়কে সতর্ক করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু ধার্ম্মিককে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট করা বড় সহজ নহে। যাঁহার ধর্ম্মে মন-প্রাণ মজিয়াছে, তাঁহাকে মহা প্রলোভন দেখাইলেও ধর্ম্ম-পথভ্রষ্ট করা যাইতে পারে না। দুর্গাদাসের চরিত্রই তাহার প্রকৃত নিদর্শন।

পরদিন প্রভাতকালে বসুজা মহাশয় পুনরায় কর্ম্মচারীর সামান্য বুদ্ধির বিষয় চিন্তা করিয়া হাসিতে-হাসিতে তাহার সেই অসম্পূর্ণ বাক্যটী পূর্ণ করিয়া লিখিয়া দিলেন :—**"সঞ্চিৎধনং বিনস্যতি"** অর্থাৎ "কদাচিৎ চঞ্চলা লক্ষ্মী, সঞ্চিৎধনং বিনস্যতি" এই বাক্যটী

পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার মন কিছুতেই এ সকল সামান্য বাধা মানিতে চাহে না। তিনি জানিতেন, প্রজাগণের প্রাণরক্ষা হইলেই আমার জমী-দারীর যথেষ্ট আয় হইবে, প্রজা মারা যাইলে, জমিদারী লইয়া কি হইবে? প্রজারঞ্জন না করিয়া—যে জমিদার কেবল নিজের উদর পূরণ—প্রজা মারিয়া আপনার সুখৈশ্বর্য্য বর্দ্ধন করে—সে ত পিশাচেরও অধম। কিন্তু এরূপ জমিদার আজকাল কয়জন? কর্ম্মচারিগণ তাঁহার এরূপ সব্যয় দেখিয়া—তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিল এবং তাহাদের উত্তেজনায়ই ডাকাতগণ পরিশেষে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিল। বিধির বিধি কে বুঝিতে পারে—পৃথিবীকে পাপকলুষিত করিবার জন্যই বুঝি কলিতে ধাতার ইচ্ছায় এই সকল কার্য্য সমাহিত হইল?

মৃত দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের সচ্চরিত্রের কথা সকলেই জানিত, সকলেই জানিত—তিনি একজন মহৎ লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিণাম যে এতাদৃশ ভয়াবহ হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। তাঁহার পুত্রবধূর অদৃষ্টে যে এত দুর্গতি ভোগ হইবে, তাহা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়;—তাহার অন্যথা হইবার নহে।

যখন কুসুমকুমারী দেখিলেন, তাহার পিতার দ্বারা কোন উপকারই হইবে না। তখন আর বৃথা তথায় কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে, পিতার ভবনে অবস্থান করিয়া দুই বেলা দুই মুটো আহার করিলে ত চলিবে না? কেমন করিয়া তাহার প্রাণনাথের সন্ধান হইবে, কোথায় যাইলে প্রাণের ধনকে পাইবেন, কুসুমের এখন এই মহা-ভাবনা হইয়াছে। তাঁহার কি হইল, তিনি এখন কোথায়, তিনি জীবিত না মৃত, এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় কুসুম কুমারীর দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। তিনি কাহার কাছে জানাইবেন, কাহার কাছে জানাইলে ইহার প্রতিকার হইবে, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

যাঁহার আশা ভরসা করিয়া নস্করপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন যে, পিতা কন্যার কষ্টে দুঃখিত হইবেন কিন্তু পিতা আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। তবে আর কাহার ভরসা, কাহার আশায় জীবন ধারণ করিবেন? তাঁহার সুখে দুঃখে সমভাগী একমাত্র ধাত্রী ব্যতীত আর কেহই নাই; কিন্তু তিনি ত স্ত্রীলোক, কেমন করিয়া প্রমোদের

অন্বেষণ করিবেন। কুলবধু হইয়া কিরূপে তাঁহারা পর পুরুষের নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিবেন। এইরূপে নানা-চিন্তায় কুসুমকুমারী দিনে-দিনে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। স্বামীর অদর্শন, তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া উৎকণ্ঠায় মর্ম্মে-মর্ম্মে যে ভীষণ যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন; তাহা এক অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিনোদিনীর প্রশ্ন

প্রমোদ এখন কাশীতেই বাস করিতেছেন। এখন তাঁহার মনে আর পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হয় না। এখন তাহাতে আর তিনি নাই। এখন সুরায় প্রমোদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এখন সুরা প্রমোদের বশীভূত নহে, প্রমোদই সুরার বশীভূত হইয়াছেন। সুরা প্রমোদকে খাইয়া ফেলিয়াছে, তাঁহার দিগ্বিদিক বিবেচনা তিরোহিত হইয়াছে। বারবণিতা বিনোদিনী এখন প্রমোদের নিতান্ত অনুগতা—তজ্জন্য অর্থের অভাব নাই। এখন

বিনোদিনী প্রমোদকে না দেখিলে থাকিতে পারে না, প্রমোদও বিনোদিনীকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারেন না।

শাস্ত্র বলেন—"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" তুমি যতই ভাল স্থানে, ভাল তীর্থে বাস কর—সংসর্গ যদি ভাল না হয়—ভাল বন্ধুবান্ধবের সহিত যদি মিলিতে না পার—তাহা হইলে চরিত্র রক্ষা করা বড়ই কঠিন। একদিন প্রমোদ সন্ধ্যাকালে বিনোদিনীর নিকট বিদায় লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। কতিপয় বন্ধুসনে চারিদিক পর্য্যটন করিয়া জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলেন। জটাজুটবিমণ্ডিত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সকলেই তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাদের সকলকে বসিতে বলিয়া এক কলিকা তামাক সাজিতে বলিলেন। প্রমোদ অগ্রেই সন্ন্যাসীর আজ্ঞা পাইয়া তামাক সাজিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী প্রমোদকে দেখিয়া প্রথমে কিছু বলিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদের একজন বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"বাপু! তোমরা কাশীতে আসিয়াছ কেন? তোমাদের এই তরুণ বয়স, কখনই কাশীবাসের উপযুক্ত নহে। আচ্ছা! তোমাদের কি পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নাই?"

প্রথম ব্যক্তি বলিল,—"আজ্ঞে সকলি আছে, কিন্তু আমার তথায় থাকিতে ইচ্ছা যায় না। আমি এইরূপ দেশে-দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসি।" সন্ন্যাসী বলিলেন,—"এরূপ ভ্রমণ করিয়া কোন ফল হইবে না! লোকে বলে, "অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে খণ্ডায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডায়, কিন্তু তীর্থ স্থানে কোন পাপাচরণ করিলে তাহার আর খণ্ডন নাই। সেই পাপে তাহাকে নিশ্চয়ই নীরয়গামী হইতে হইবে। অতএব তোমরা কেন অকারণ এই তীর্থস্থানে গুণ্ডামী করিয়া, লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ, অবিরত পাপ সঞ্চয় করিয়া তাঁহাদের মজাইতেছ, নিজেরাও মজিতেছ? গৃহে যাও, পিতা মাতার সেবা-শুশ্রূষা কর, পরকাল নষ্ট করিও না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী নীরব হইলেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" যাহার মন একবার পাপপথে বিচরণ করিতে অভ্যস্থ হইয়াছে, তাহাকে আর কোনও প্রকারে ফিরাইবার উপায় নাই। প্রমোদ ও তাহার বন্ধুগণের এ কথা ভাল লাগিল না, তাহারা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল। সকলে চলিয়া গেল, প্রমোদ আস্তে-আস্তে বিনোদিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

অভাগিনী

শীতকাল। পৌষ মাসের দারুণ শীতে বিনোদিনী একাকিনী সঙ্গী-বিহীনা হইয়া ভাবিতেছিল, প্রমোদ কোথায় গেল? রাত্রি অধিক হইয়াছে, তথাপি প্রমোদ এখনো আসিতেছে না কেন? প্রমোদ কি অপর কোথায় রাত্রিযাপন করিবে? এরূপ নানা চিন্তা বিনোদিনীর মনোমধ্যে উদিত হইয়া, তরঙ্গের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। এমন সময় প্রমোদ আসিয়া দরজায় আঘাত করিলেন।

বিনোদিনী আস্তে-আস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বলিল,—"কি কালাচাঁদ! চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কি স্থান পাইলে না?"

প্রমোদ বলিলেন,—"কেন? রাধাবিনোদিনী ত মান করে নাই, তবে চন্দ্রাবলীর আবশ্যক কি?" এই বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

বিনোদিনী জল-খাবার আনাইয়াছিল, দুইজনে জলযোগ করিল। পরে বিনোদিনী বলিল,—"প্রমোদ! তুমি ঐ সকল গুণ্ডার দলে মিশিও না, উহারা অতিশয় পাপিষ্ঠ, লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া উহারা জীবন ধারণ করে। তোমার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, আমার নিকট চাহিবে, তৎক্ষণাৎ আমি সমস্ত দিব।"

কান্তি নাই, রূপের সে লাবণ্য নাই, মুখে সে হাসি নাই, নয়নে সে কটাক্ষ নাই,—যেন পলকবিহীনা। যেদিকে চাহিয়া আছেন, নয়ন আর সেদিক হইতে ফিরাইতে ইচ্ছা করেন না। ভাস্বর নয়নে কেবল চাহিয়া থাকন ঘন-ঘন অধরোষ্ঠ দংশন, কপাল-কণ্ডুয়ণ প্রভৃতি যাবতীয় চিন্তার লক্ষণ আজ কুসুমে প্রকাশ পাইতেছে। কীট প্রবেশ করিয়াছে, কাজেই এখন কুসুমে সে লাবণ্য, সে মাধুরী কিরূপে থাকিবে ?

কুসুমকুমারী কিয়ৎক্ষণের পর ধাত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ধাই-মা ! তুমি যে মুখুর্য্যেদের বাটী গিয়াছিলে, তাঁহাদের ছোট বাবু কি কিছু বলিলেন ?"

ধাত্রী বলিলেন,—"মা ! আমি সকালে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ছোটকর্ত্তার সঙ্গে দেখা হয় নাই, তিনি কল্য আসিয়াছেন, সকালে উঠিয়াই, কাহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। একটু বেলা হলে তিনি আসিলে, আবার যাইব। তিনি অনেক দেশ, অনেক তীর্থ বেড়াইয়া আসিয়াছেন, যদি আমাদের প্রমোদকে কোথাও দেখিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা করিব।"

সৌভাগ্যক্রমে, ধাত্রীকে তথায় যাইতে হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখুর্য্যেদের ছোটকর্ত্তা, আপনি দেখা করিতে

আসিলেন। ছোটকর্ত্তা অনিল বাবু, দুর্গাদাস বসুর বাটী প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইলেন। যে বাটী এক সময়ে লোকে লোকারণ্য ছিল, দাসদাসী প্রভৃতির কোলাহলে কাণপাতা যাইত না, আজ সেই বাটীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, যারপর নাই কাতর হইলেন, ধাত্রীকে ডাকিয়া তাহাদের উপস্থিত অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধাত্রী অনিল বাবুকে দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন, পরে আপনাদের সমস্ত দুঃখ জানাইলেন।

অনিল বাবু দুর্গাদাস বসুর পরিণাম দেখিয়া, এত কাতর হইয়াছিলেন, যে তাঁহার আর বাকস্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল মাত্র ছল-ছল নেত্রে বলিলেন,—"মা, আর কাঁদিলে কি হইবে, ভগবানের এই কাজ,—কাহাকেও ভাঙ্গেন, কাহাকেও বা গড়েন। তবে বৃথা শোক করে কি হবে? মানুষের ত কোন হাত নাই, ঈশ্বরই সকলের মূলাধার।"

ধাত্রী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন,—"বাবা! যা হবার তা ত হয়েছে, এখন প্রমোদের সন্ধান না পাইলে ত বউ-মাকে বাঁচাতে পারি না। তিনি কেবল অহোরাত্র কাদেন, কিছু খেতে বল্লে খান্ না, প্রাণের মায়া তিনি ছাড়িতে বসিয়াছেন, আর বাস্তবিকই প্রমোদ যে

আমার কোথায় গেল, তাহার কিছুই ঠিকানা হইল না।”
এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

অনিল বাবু কাশীতে তাঁহার বন্ধুর মুখে প্রমোদের মত যে একজন লোকের আচরণের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখন ভাবিয়া আকুল হইলেন। সুবুদ্ধি প্রমোদ যে শেষে এমন হইয়া পাগল হইয়া যাইবে, তাহা কেহই জানিত না। অনিল বাবু ধাত্রী সমীপে প্রমোদের মতিচ্ছন্নের সমস্ত কথা, তাহার নষ্ট চরিত্রের কথা বিবৃত না করিয়া কহিলেন, “কোন চিন্তা নাই, আমি যখন দেশে আসিয়াছি, তখন প্রমোদকে সন্ধান করিয়া আনাইয়া দিব। শুনিয়াছি সে কাশীতেই আছে, অদ্য আমার এক বন্ধুকে তাহার সন্ধানের জন্য একখানি পত্র লিখিব, তার পর না হয়, আমি নিজে তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যাইব। প্রমোদ জীবিত আছে, সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, তবে সে ভাবিয়াছে, যে তাহার বাটীতে আর কেহই জীবিত নাই, দুরাত্মা দস্যুগণ সকলকেই হত্যা করিয়াছে। অতএব তুমি বধূমাতাকে সান্ত্বনা কর, তাঁহাকে চিন্তা করিতে বারণ কর, আমি তাহাকে দেশে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।”

এই বলিয়া অনিল বাবু চলিয়া গেলেন। ধাত্রী ধীরে-ধীরে আসিয়া ডাকিলেন,—"বউ-মা!"

কুসুম আস্তে-আস্তে আসিয়া, ধাত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন, মূর্ত্তিখানি যেন কতই বিষাদ-জড়িত, যেন রাহু পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছে।

ধাত্রী কহিলেন,—"বউ-মা! প্রমোদের একপ্রকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, অনুমান সে কাশীতেই আছে। মুখুর্য্যেদের ছোটকর্ত্তা বলিয়া গেলেন,—"তুমি বধূমাতাকে চিন্তা করিতে নিষেধ কর। তোমরা যে জীবিত আছ, তাহা সে জানে না বলিয়া, মনের দুঃখে আর দেশে আসিতেছে না। আমি তাহাকে দেশে আনিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিনায়াসে স্বর্গরাজ্য পাইলেও লোকে এতাদৃশ আনন্দিত হয় না। কুসুম যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। আনন্দে বিভোর হইয়া ধাত্রীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"মা! তিনি কি আজি সন্ধান লইবেন?"

ধাত্রী বলিলেন,—"হাঁ মা! আজিই তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে পত্র লিখিবেন। আরও বলিয়াছেন, যদি পত্র লিখিয়া কোন উত্তর না পান, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইবেন।"

কুসুমের মন পুলকে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি

মনে-মনে শত-সহস্রবার অনিল বাবুকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

ধাত্রী প্রমোদের বার্তা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এখন কুসুমকে আনন্দিতা দেখিয়া, তাঁহার আরও আনন্দ হইল। ধাত্রী সানন্দে বলিলেন,—"মা! এস, আমরা শীঘ্র করিয়া আহার করিয়া লই, আমি এখনি আবার মুখুয্যেদের বাটী যাইব।"

কুসুমকুমারীর কি আর ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে? যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কি তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা বড়? কখনই নহে। স্বামীই স্ত্রীলোকের জীবন। কুসুমকুমারী বলিলেন,—"মা! তুমি এখনি যাও, আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই।" পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—"না মা, তুমি ভাত বাড়।" তিনি জানিতেন, ধাই মা, তাহাকে না খাওয়াইয়া আপনি খাইবেন না। আর ক্রমাগত যাতায়াত করিয়া জীবিতেশ্বরের সন্ধান লইতে হইলে অনাহারেই বা কেমন করিয়া হইতে পারে, দৈহিক বল ত চাই, আহারই যে বল।

ধাত্রী পাকশালায় গমন করিলেন। কুসুম গাত্রধৌত করিতে গেলেন। আজ ছয় মাসের পর, কুসুমের এই প্রথম আনন্দের দিন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরোপকারের ফল

পিতা যাহা করিতে পারিলেন না, কুসুম এই দারুণ বিপদে পিতার দ্বারা যে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন না; প্রতিবাসী একজন অপর ব্যক্তির দ্বারা সে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন, যত অর্থব্যয় ও যত কষ্ট হউক অনিল বাবু তাহার সন্ধানের চেষ্টা করিবেন, শুনিয়া কুসুমের দেহে প্রাণ আসিল; তিনি হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ভগবানের নিকট অনিল বাবুর শারীরিক সুস্থতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

শ্যাম মুখুর্যো নস্করপুরের একজন শাস্ত্রপাঠী পরোপকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, লোকের আপদে-বিপদে তিনি প্রাণ দিয়া উপকার করিতেন, বিনিময়ে কিছু পাইবার আশা করিতেন না; তাঁহার পুত্র অনিলবাবু পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও, শাস্ত্র-ব্যবসা, পৌরহিত্য প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও, প্রাণ তাঁহার পিতার অনুরূপ ভাবেই গঠিত হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে কোন কাজের জন্য ডাকিলে সাধ্যানুসারে তাহা করিতেন, কার্য্য সিদ্ধি না

করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, ইহাতে তাঁহার যত কষ্টই হউক এবং অর্থব্যয়ই হউক।

অনিলকুমারের পিতৃ-সম্পত্তি নিতান্ত মন্দ ছিল না, তখনকার সময়ে বেশ স্বচ্ছন্দে বাবুগিরি করিয়া কাল কাটান চলিত; তাহার উপর অনিলকুমার সময়ে-সময়ে কলিকাতায় সওদাগরী অফিসে পাটের দালালী করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন, এই কাজের জন্য তাঁহাকে নানাস্থানে বঙ্গদেশের অনেক মোকামে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। পুত্রাদি কিছু হয় নাই, উপার্জ্জিত অর্থে তিনি অনেকসময়ে নানা তীর্থপর্য্যটন করিয়া হিন্দুর অতুলনীয় কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন দর্শন করিয়া, প্রাণমন পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি ভিতরে প্রকৃত হিন্দু ছিলেন, হিন্দুভাব তাঁহার শিরায়-শিরায় সংবদ্ধ ছিল, কিন্তু বাহ্যিকভাবে তিনি ধর্ম্মের গোঁড়ামী করিয়া, লোকের মন ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন না। যাহা ভাল এবং ধর্ম্মসঙ্গত, যাহা করিলে হৃদয়ে প্রভূত আনন্দলাভ হইবে বুঝিতেন, অনিল তাহাতেই প্রাণ ঢালিয়া দিতেন।

পরোপকারের মত আনন্দ আর কিছুতে পাওয়া যায় না; হৃদয়ে এমন নির্ম্মল শান্তিলাভ আর কিছুতেই হয় না, পরকে আপনার করিয়া দুঃখ দূর করিতে

পারিলে, সে সুখ, যে সোয়াস্তি পাওয়া যায়, তাহা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। অনিল বৎসরে ছয়মাস কাল এইরূপ নানাপ্রকার আনন্দে কখন তীর্থে, কখন দেবালয়ে, কখন দূরস্থ বন্ধুবান্ধবের বাটীতে যাইয়া, তাহাদের সহিত সুখে-দুঃখে মিলিয়া মিশিয়া, স্বামী-স্ত্রীতে আনন্দে কাল কাটাইতেন।

এবার বহুদিনের পর দেশে আসিয়াছেন। আসিয়া শুনিলেন—তাহার প্রাণের বন্ধু প্রমোদকুমারের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে; ডাকাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে একটী প্রাতঃস্মরণীয় ধার্ম্মিকবংশকে পাষণ্ডগণ ছারখারে দিয়াছে। প্রমোদ তাহার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। দেশে থাকিলে তাহারা একপ্রাণ একআত্মা, কেহ কাহার সঙ্গ ছাড়া হন না। হঠাৎ সেই বন্ধু ও বন্ধু-পরিবারের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া, অনিলের প্রাণ ছট্ফট্ করিতে লাগিল। এই সর্ব্বনাশের ভিতর যে গ্রামবাসীর চক্রান্ত বর্ত্তমান আছে, তাহা বিচক্ষণ যুবক অনিলকুমারের বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কি করিবেন—প্রকাশ ত কিছু নাই; অনুসন্ধান করিয়া সূত্রও ত কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি আসিবার পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি তাঁহার জনৈক পুলীশ-কর্ম্মচারী

বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন; ফিরিবার সময় বসুবাটী হইয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিয়া বাটী আসিলেন। দয়াবতী পতিপরায়ণা সুলতা গৃহ প্রবেশ করিবামাত্রই স্বামীর বিনামা খুলিয়া লইলেন; ছত্রটী লইয়া যথাস্থানে রক্ষা করিয়া ব্যজন করিতে-করিতে বলিলেন, "কোন সন্ধান পাইলে কি?"

সখী কুসুমকুমারীর দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া, সুলতা বাস্তবিক প্রাণে বড় আঘাত পাইয়াছিলেন; তাই স্বামীকে তৎপরদিন উহার আস্কারা করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য অনিল প্রাতঃকাল হইতে নানা চেষ্টা করিয়া এত বেলায় বাটী ফিরিলেন। অনিল স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "সুলতা! অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, এখন ইহার প্রতিকার করা বড়ই কঠিন; তবে রমণীমোহনকে ভাল করিয়া বলিয়া আসিলাম, যদি কোন সন্ধান হয়। কিন্তু যাহাদের জীবন গিয়াছে, বন্ধুর সেই পিতামাতাকে ত আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, আহা! পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধের অপঘাতমৃত্যু যে বড়ই দুঃখের বিষয়।

"তার আর উপায় কি" বলিয়া সুলতা স্বামীর জন্য পাকাদি করিতে গেলেন। তাহাদের অবস্থা ভাল

হইলেও স্বামীর কোনপ্রকার কাজ সুলতা প্রাণ থাকিতে অপরের দ্বারা করাইতেন না; তাহাতে যেন তাহার মনঃপূত হইত না। প্রতিবাসী একঘর দুঃস্থ সদ্গোপ অনিলের বাটীতে দাসত্ব করে। সদ্গোপ রমণী সুলতার আর পুরুষটী অনিলের আজ্ঞাবহ, পুত্র-কন্যা লইয়া তাহারা এই বাটীতেই থাকে; স্ত্রী-পুরুষ মাসিক তিন ও চারি টাকা করিয়া মাহিনা এবং খোরাকপোষাক পাইয়া থাকে। অনিল দেশ ভ্রমণে বাহির হইলে, তাহারাই এই বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া থাকে; আসিলে প্রভু ও প্রভু-পত্নীর আজ্ঞা বহন করে,—যে কয়দিন তাঁহারা এখানে থাকেন। কাজের মধ্যে কিছুই নাই; সুলতা ত পতির কোন কাজ কাহাকেও করিতে দেন না, তবে বাবু বাটী অবস্থান কালীন কোন লোকজন আসিলে দুই-এক কলিকা তামাক সাজিতে হয়। চাষের সময় চাষ-আবাদ দেখিতে হয়—কোন লোক কষ্টে পড়িলে এবং অনিল বাবু গ্রামে থাকিলে, তাঁহার সহিত যাতায়াত করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে হয়। ইহারা অনিলের ঠিক পরিজনের মতই হইয়াছে; মাহিনা ছাড়া ইহাদের সমস্ত দায়-দফা অনিলকেই দেখিতে হয়। এই সেদিন

ইঁহাদের একটী কন্যার বিবাহে অনিল সমস্ত খরচই বহন করিয়াছিলেন।

পৈতৃক কিছু ভূসম্পত্তি আছে; অনিল সময়ে-সময়ে বেশ মোটা উপার্জ্জন করেন, খাইতেও কেহ নাই; কাজেই অনিলবাবু অর্থের কোন মায়া করেন না, পরোপকারার্থে যখন যাহা আবশ্যক হয়, অকাতরে তাহা খরচ করিয়া নিজের আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করেন।

তাহাদের পুত্রাদি না থাকায় একদিনের জন্য কখন বিরস বদন, মনোমালিন্য দেখা যায় নাই। যদি কেহ কখন বলিত,—আহা! অনিল বাবুর মত লোকের একটী পুত্র কি কন্যা হইলে ভাল হইত, ভগবানের কি বিচার কে জানে। অনিল শুনিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিতেন,—তাঁহার বিচারের কি ইয়ত্তা আছে, তোমরা একটা মেয়ে-ছেলে কি বলছো। এই জগতশুদ্ধ যে আমাদের ছেলে-মেয়ে, সেবা কর্ত্তে পারলেই হয়। আজকাল এরূপ মহা-প্রাণতার কথা আর কাহার মুখে শুনা যায় না।

নবম পরিচ্ছেদ

অধিনীর পত্র

ধাত্রী আহারাদির পর অনিল বাবুর বাটী গিয়া তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রী সুলতার কথা গৃহে আসিয়া কুসুমকুমারীকে সমস্ত বলিলেন, এবং অনিল বাবু যে প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করিবেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন।

কুসুম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! সখী সুলতা কি বলিল?"

ধাত্রী। মা! তাঁরা দুইটীতে যেন দেবদেবী, জগতে এমন লোক আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না, তাঁরা দুইজনেই বলিলেন,—সখীকে ভাবতে নিষেধ করো মা, আমরা যেমন কোরে হউক, প্রমোদকে বাহির করিব।

কুসুমকুমারী সুলতা ও অনিল বাবুর অমায়িকতার কথা শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঈশ্বর সমীপে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

ধাত্রী বলিলেন,—বউ-মা! তুমিও ত একবার যাইতে পার? একদিন না হয় তুমি সুলতার কাছে যাওনা? এই দেখ সুলতা তোমাকে একখানি পত্র দিয়াছেন।

কুসুমকুমারী বলিল, মা! তুমি যখন যাও, তখন গ্রামান্তরে আমার আর যাবার দরকার কি? তবে পত্রের জবাব দিব এখন। কুসুম লেখা জানিলেও কখন কাহাকেও পত্র লেখে নাই, তখন এরূপ প্রচলনও ছিল না। কদাচিত রামায়ণ, মহাভারত পাঠই স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। প্রমোদ চরিত্রহীন হইয়াছে, তাঁহারা কাশীতে শুনিয়া আসিয়াছেন, অনিল এ কথা প্রকাশ করেন নাই কিন্তু সখীর মনতৃপ্তির জন্য তাহাকে সান্ত্বনা করিবার আশায় সুলতা তাহা লিখিলেন এবং তাঁহার ঠিকানা দিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। এইজন্য তিনি কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন।

আধুনিক সভ্য-জগতে স্ত্রী-শিক্ষার বড়ই আদর। স্ত্রীলোক পত্রাদি লিখিতে না জানিলে, স্বামী মহাশয় যার পর-নাই দুঃখিত হন। আজকালকার স্ত্রীলোকে একটু না একটু লেখাপড়া প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু সেরূপ স্ত্রী-শিক্ষায় অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই, তাহাতে কুফল বই সুফল ফলে না। স্ত্রীলোককে সামান্য লেখাপড়া শিখাইতে নাই, তাহাতে নিশ্চয়ই হিতে বিপরীত হয়। এখনকার স্ত্রীলোকেরা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, না হয় তৃতীয় ভাগ পাঠ করিয়া লেখা পড়ার ইতি করিয়া দেন; তাঁহাদের

উদ্দেশ্য একটু আধটু নাটক, নভেল ও তামাসা রহস্য শিক্ষা করা ব্যতীত আর কিছু নয়, কাজেই ইহাতে ঘোর অনিষ্ট হয়। যদি স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়াই উচিত হয়, তবে যাহাতে হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে ভাল মন্দ, পাপ পূণ্য বিবেচনা করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাদান করাই সম্পূর্ণরূপে বিধেয়, নতুবা "অম্বল চাকা গোছ" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ণ পরিচয় অবধি শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। শিক্ষা যদি না হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তথাপি সামান্য শিক্ষা ভাল নহে। একে "স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" তাহাতে আবার বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়া নাটক নভেলের রসাস্বাদন করিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, তাহার ফল নিশ্চয়ই বিষময় হইবে। স্ত্রীলোক রীতিমত শিক্ষিতা হইলে, দোষ নাই। স্ত্রীলোকদিগকে সদা-সর্ব্বদা রামায়ণ, মহাভারত, পতিভক্তি মূলক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক অর্থাৎ যাহাতে মনে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, সেইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়াই উচিত। স্ত্রীলোকের গুণেই সংসারে সুখ বৃদ্ধি হয়। যাহাতে স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক সমস্ত বিষয় বিশদরূপে শিখিতে এবং বুঝিতে পারে, আমাদের সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

অভাগিনী

কুসুমকুমারী যদিও পিতার ভবনে কিছু লেখাপড়া শিখেন নাই, কিন্তু শ্বশুরালয়ে আসিয়া ৺দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের সাহায্যে তিনি খুব লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি অনর্গল পড়িতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার লেখার অভ্যাস ছিল না। তিনি অবসরক্রমে বই পড়িতেন বটে, কিন্তু কখন পত্রাদি লেখেন নাই। আজ ধাত্রী দ্বারা অনুরুদ্ধা হইয়া প্রথমতঃ লজ্জিতা হইয়াছিলেন। তারপর ভাবিলেন, ইহাতে আর লজ্জা কি? স্বামীকে পত্র লিখিয়া সখীকে :একবার দেখাইয়া পাঠাইব, তাহাতে আর ক্ষতি কি? আর যাঁহারা আমার জন্য এত করিতেছেন, তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ত অতি তুচ্ছ, চিরবিক্রীত হইয়া থাকিলেও বোধ হয় ইহার প্রতিশোধ দেওয়া যায় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, কাগজ, কলম ও কালী লইয়া আপনার গৃহের ভিতর আসিয়া কুসুম পত্র লিখিতে বসিলেন। প্রমোদের নামীয় পত্রখানি লিখিতে কত কি ভাবিলেন, কত কি কল্পনা করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না। মনে করিলেন, অনিল বাবু ত লিখিয়াছেন, তবে আমার পত্র বেশীর ভাগ, সুলতার কথায় যখন লিখিতেছি, তখন এত ভাবনা কেন? এই বলিয়া পত্র লিখিলেন ;—

অভাগিনী

ঐহিক পারত্রিক নিস্তারকর্ত্তা ভবার্ণব নাবিক

শ্রীল শ্রীযুক্ত————প্রাণেশ্বর পদপল্লবাশ্রয়েষু।

প্রাণাধিক!

আর কি লিখিব, আমি পত্রাদি লিখিতে জানি না। তবে কেবল প্রাণের দায়ে, মর্ম্মান্তিক যাতনায় কাতর হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম। অনিল বাবুর মুখে শুনিলাম— তুমি কাশীধামে আছ, তুমি বোধ হয়, মনে করিয়াছ এ বাটীর কেহই জীবিত নাই। কিন্তু পোড়া বিধি সকলকেই লইয়াছেন, কেবল দুঃখানলে দগ্ধ করিতে, মর্ম্মজ্বালায় ঝালাফালা করিতে, আপনার শ্রীচরণের দাসী এই অভাগিনীকে আর আমাদের প্রতিপালিকা ধাত্রীমাতাকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইহাকে জীবিত থাকা বলে না, ইহা অপেক্ষা মরণই সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। তবে ধাত্রীমাতার যত্নে ও অনিল বাবুর দয়ায় এখন আপনার দাসী শারীরিক কোন কষ্ট অনুভব করে নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা অন্যকে কেমন করিয়া জানাইব—নারী আমি? আর বেশীদিন আপনার সন্ধান বা পাদপদ্ম দর্শন না পাইলে দাসীর আশাও ছাড়িয়া দিবেন। নাথ! সমস্তই আছে পাষণ্ডগণ কিছুই করিতে পারে নাই, তবে কেবল

মানুষ নাই। অতএব এ আঁধার পুরে, এ শ্মশান গৃহে আর একাকিনী থাকা অসম্ভব। আপনি কখনও আমাকে অনাদর করেন নাই, দাসী চিরকালই আপনার অনুগতা। সত্বর পত্রপাঠমাত্র বাটী আসিয়া, আমাদের মৃতপ্রায়দেহে জীবন দান করিবেন। ইতি—

শ্রীচরণ সেবিকা—**শ্রীমতী কুসুমকুমারী।**

স্বামীর পত্র লেখা সমাপ্ত করিয়া, তারপর প্রাণের অসীম কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, সুলতাকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া ভৃত্য রামধনকে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন, বলিয়া দিলেন—তাঁর পত্রখানি সুলতাকে একবার দেখাইয়া ডাকে ফেলিয়া দিও। ভৃত্য চলিয়া গেল।

এদিকে দিনমণি দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া অবসর লইবার জন্য পাটে বসিলেন। কুসুমকুমারী ও ধাত্রী কথঞ্চিৎ প্রফুল্লমনে সন্ধ্যাকালীন দেব-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রয়াগ গমন

প্রাতঃকাল হইয়াছে। পক্ষীরা কুলায় বসিয়া কলরব করিতেছে। দেবদেবীর মন্দিরে প্রভাতী সঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনিতে ভক্তগণের মন-প্রাণ হরণ করিতেছে। কাশীধামের মনোহর শোভা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ! সকলেই ধর্মভাবে বিভোর কিন্তু তাই বলিয়া কি কাশীতে পাপের সংশ্রব নাই, পুণ্যক্ষেত্রে কি পাপের সংমিশ্রণ হয় না? পাঠক! ঐ দেখুন, জনৈক যুবক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ঢুলু-ঢুলু-নেত্রে তামাক টানিতেছেন, দেখিলেই বোধ হয়, গত-নিশায় প্রাণ ভরিয়া পাপপূর্ণ আমোদ-প্রমোদে তাহাকে এতদূর অবসাদগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কলিকালে এ দৃশ্যের অভাব নাই। নয়ন উন্মীলন করিলে প্রায়ই এই দৃশ্য সদা-সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ যে যুবকটী বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, পাঠক! উহাকে চেনেন কি? উনিই আমাদের প্রমোদকুমার। একদিন যাঁহাকে রাজভূষণে দেহ আবৃত করিতে দেখিয়াছেন, আজ তাঁহার পরিধান দেখুন—শতগ্রন্থি জীর্ণবাস। কলিকালে সদ্বংশের

অবনতি প্রায় এইরূপেই হইয়া থাকে। অনেক প্রাতঃস্মরণীয় বংশ এইরূপেই উৎসন্ন যাইতেছে।

প্রমোদ নেশার ঘোরে বিভোর হইয়া, আস্তে-আস্তে তামাক টানিতেছেন এবং গুন্-গুন্স্বরে গীত গাহিতেছেন,—এমন সময় প্রমোদের বন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিকটে বসিয়া বলিল,—"কি প্রমোদ! বড় স্ফূর্ত্তি দেখছি যে, আর যে দেখতে পাওয়া যায় না, বলি ব্যাপারখানা কি?"

প্রমোদ বলিলেন,—"ভাই! আর এখানে থেকে কোথাও যাওয়া-আসা পোষায় না, কষ্টের একশেষ হয়েছে, গৃহ-স্বামিনী যেরূপ কড়া মেজাজের লোক তাহাতে ত আর বাটীর বাহির হওয়া ভার? কেবল বলে, তুমি বিদেশে এসেছ, বিদেশীর মত থাক, এর সঙ্গে তার সঙ্গে বেড়িও না!"

১ম সঙ্গী।—ভাই! আমাদেরও আর পোষাচ্ছে না আমরা এইবার এখান হতে সরিয়া যাইব।

প্রমোদ।—কোথা যাবে?

১ম।—এবার মনে কচ্চি, প্রয়াগে যাব, সকল জায়গায় ত বেড়ান হল, কেবল ঐটেই বাকী।

প্রমোদ।--আচ্ছা ভাই! আমিও যাব, তোমরা কখন যাবে?

১ম সঙ্গী।—আজিই যাব মনে কচ্ছি, কারণ সেখানে এই সময়েই ধুম বেশী, কুম্ভমেলা হয়, এখন যাওয়াই ভাল।

প্রমোদ।—আমিও রাজী আছি, তবে "শুভস্য শীঘ্রং" আর কাল বিলম্ব কেন? চল, আজি যাওয়া যাক্।

১ম সঙ্গী।—যখন তুমি রাজী আছ, তখন একটু অপেক্ষা কর, আমরা চুপে চুপে বাহির হইয়া আসি?

প্রমোদ।—আচ্ছা, আমিও চল্লাম।

সঙ্গীগণ চলিয়া গেল, প্রমোদও বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন,—বিনোদিনী স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "প্রমোদ! বেলা অনেক হয়েছে, স্নান করে এসে, কিছু জল খাও।" তুমি যেরূপ বাড়াবাড়ি করছো তাহাতে আর বেশীদিন বাঁচবে না দেখছি।" প্রমোদও অবসর পাইলেন, স্নান করিবার নাম করিয়া প্রয়াগ-স্নানে বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বন্ধুগণ অপেক্ষা করিতেছে, প্রমোদ আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, তাহাদের সহিত শুভযাত্রা করিলেন। বিনোদিনী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিল না।

বিনোদিনী অস্পর্শীয়া বেশ্যা হইলেও সে এরূপ

অনেক ভদ্রবংশের ছেলেকে নিজের রূপের বাহার দেখাইয়া, অর্থের প্রলোভনে ভুলাইয়া করায়ত্ত করতঃ কুপথ হইতে সুপথে আনিয়াছে—প্রমোদের প্রতিও সে সেইরূপ আশা করিয়া এত যত্ন, এত অর্থব্যয় করিতেছিল, তাঁহার প্রতি তাহার মন-প্রাণ অত্যন্ত নত হইয়াছিল, ভাল করিয়া তাঁহাকে স্বভাবে আনিয়া, দেশে পাঠাইয়া দিবে, অবশিষ্ট জীবন তাঁহার আশ্রয়ে কাটাইবে, কাশীতে আর থাকিবে না—ইহাই ইচ্ছা। কিন্তু মানুষ কি নেমকহারামের জাত! যাহার খায়, তাহারই সহিত চাতুরী করে, কলির এইরূপই নিয়ম? হা অদৃষ্ট! গ্রহদুষ্ট হইলে মানুষ যেমন হয়, প্রমোদেরও সেই অবস্থা,—ইহাতে তাঁহাকে দোষ না দিয়া অদৃষ্টকেই শত-ধিক্কার দেওয়া উচিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিরাশ হৃদয়ে

ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল। বিনোদিনী চিন্তাকুলিত-চিত্তে প্রমোদের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে সেই যে স্নান করিতে গিয়াছে, কই এখনও আসিতেছে

না কেন? তবে কি প্রমোদ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল? আমি ত তাহাকে কখন কোন কটুবাক্য বলি নাই; বরং সে আমাকে কত গালাগালি দিয়াছে, আমি তাহাতেও দ্বিরুক্তি করি নাই। হায়! আমি এতদিন যাহাকে আপনার বলিয়া ভাবিতাম, সে আজ পর হইল। যাহাকে এতদিন অন্ন-বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিলাম, আজ তাহার কি এই ধর্ম্ম হইল? পাঠক! বিনোদিনীর মনের অনুরাগ কত অধিক বুঝিয়াছেন কি? সে প্রমোদকে কত ভালবাসিত, একবার ভাবিয়া দেখুন। আধুনিক বারবণিতাদিগের ন্যায় তাহার অন্তঃকরণ বিষময় নহে। দয়া, মায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাহার হৃদয়ে অদ্যাবধিও বর্ত্তমান আছে। তবে কালধর্ম্মে ও স্ত্রীস্বভাব-সুলভ হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় সে এই পাপ-পথের পথিক হইয়াছে। কিন্তু বেশ্যা-হৃদয়ের যে হলাহল পুরুষদিগকে দগ্ধ করে, লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া যাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। বিনোদিনীর হৃদয়ে সে বস্তু আদৌ নাই, থাকিলে সে প্রমোদকে এতদিন এরূপ নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপালন করিত না। যতদিন যাইতেছে, তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র ততই পুণ্যময় হইয়া পরের উপকারার্থে নিয়োজিত হইতেছে, বিনোদিনী মনে করিয়াছিল, যতই

কষ্ট হউক, বেশ্যা বলিয়া চারিদিকে নাম প্রচার হয় হউক তথাপি লোকের সর্ব্বনাশ করিব না। এই অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া, বিনোদিনী প্রমোদকে স্থান দিয়াছিল এই জন্যই সে প্রমোদকে আপনার বলিয়া ভাবিত কিন্তু "তাহা কি হয়? পর কি কখন আপনার হয় সে আশা বৃথা।

বিনোদিনী এইরূপ নানাচিন্তা করিতেছে, এমন সময় অপর একজন রমণী বিনোদিনীর নিকট উপস্থিত হইল। বিনোদিনীর ন্যায় ইহার প্রণয়াস্পদ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাই সমদুঃখ জানাইতে আসিয়া বলিল, "বিনোদ! তোমার প্রাণ-পাখী আজ উড়ে গেছে, আমারও তাই কতকগুলি বুনোপাখীর সঙ্গে মিশে, সে পোষা-পাখী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। ভাই! জগতে কেউ কারু নয়, তবে বৃথা ভাবনা কচ্ছ কেন?"

বিনোদিনী। ভাই! আমি প্রমোদকে বড় ভাল বাস্‌তুম, তাই বুঝি সে আমার বুকে শেল মেরে গেল। এখনি আস্‌বো বলে গেল, কিন্তু কই, প্রায় সন্ধ্যা হয়, এখনও যে এলো না?

রমণী বলিল, "ভাই! তোমার যেমন কাজ! অত অল্পবয়সী ছোকরাকে কি কখন স্থান দিতে

আছে? ওদের মন কি কখন একস্থানে থাকে? সদাই চঞ্চল, তবে ধরে বেঁধে যতদিন রাখা যায়।

বিনোদিনী বলিল,—"ভাই! মানুষের ভাল করবার জন্য চেষ্টা করিলেই ভাল কর্ত্তে পারা যায় না; অনেক চেষ্টা করিলাম, হইল না—প্রমোদ সঙ্গদোষে পড়িয়াছে, নতুবা তার ভাব দেখে, ভাল বংশের ছেলে বলেই বোধ হয় কিন্তু যে ভাল হবে না—হাজার চেষ্টা করলেও তাহাকে ভাল কর্ত্তে পারা যায় না, আমি যে তাকে এতদিন পুষলাম, তার কি এই ফল? আমি যে তাকে এত ভালবাসতুম, তা কি সে জানে না?

বিনোদিনী আপন মনোদুঃখে রমণীর সহিত প্রমোদের সম্বন্ধে কত ভালমন্দ কথা কহিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "বাড়িতে কে আছ? দুখানা চিঠি আছে।" বিনোদিনী দুঃখাবেগ সম্বরণ করিয়া, পিয়নপ্রদত্ত দুইখানা পত্র গ্রহণ করিল।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! ও কার পত্র?"

বিনোদিনী। কি জানি, দাঁড়াও দেখি! এই বলিয়া পত্র মোচন করিয়া সে পাঠ করিতে লাগিল। পত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া বলিল, "ভাই! প্রমোদ অতি বদলোক, এই দেখ, তাহার বাটী হইতে

পত্র আসিয়াছে, আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া পাষণ্ড দেশ বিদেশে বেড়াচ্ছে! আর আমাকে বলেছিল কি না তাহার কেহ নাই। লম্পট না হলে কি চতুরতা জানে? এখন দেখ্‌ছি সে অতি পাষণ্ড, তবে তাহার জন্য আর চিন্তা করিব না। মনে-মনে করিল এইরূপ পাষণ্ডকে কুপথ হইতে সুপথে আনিয়া, তাহার স্ত্রীর মর্ম্মদুঃখ দূর করিতে পারিলে না জানি, কত পুণ্যই উপার্জ্জন হইত। বিনোদিনী বেশ্যা হইলেও সে তাহার স্ত্রীর মর্ম্মবেদনা কিরূপ দুঃসহ তাহা হৃদয়ে-হৃদয়ে অনুভব করিল, তারপর একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া রমণীর সহিত বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে বাটী হইতে বহির্গত হইল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অন্বেষণে

আশার আশ্বাসে মানুষ কতদিন স্থির থাকিতে পারে,—যদি তাহা পূর্ণ না হয়? চেষ্টা করিয়া যদি তাহার কোন উপায় করিতে না পারা যায়—তবে আশা কুহকিনীর ন্যায় মানব হৃদয়ে একটা ছটফটানির সূত্রপাত করে বই ত নয়?

কুসুমকুমারীর বদন এতদিন একটু প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছিল, মেঘাবরণ উন্মুক্ত হইয়া যেন ক্রমশঃ চন্দ্রের প্রকাশ হইতেছিল। সুলতা যেরূপ আশা দিয়াছিল— তাহাতে নিশ্চয়ই পত্রের উত্তর আসিবে, ভাবিয়া অভাগিনী প্রফুল্লিতা হইয়াছিল। কিন্তু যতদিন যাইতে লাগিল, কুসুমেরর মুখ তত বিষাদিত হইতে লাগিল। কুসুমকুমারী একদিন ধাত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "মা! কই পত্রের উত্তর ত আসিল না, তুমি একবার অনিল বাবুর কাছে যাও, তিনি কবে কাশীযাত্রা করিবেন, জানিয়া আইস।" ধাত্রী বলিলেন, "মা! আমাদের অপেক্ষা প্রমোদের জন্য তাঁহাদের ভাবনা বেশী, তিনি চাকরকে দিয়া, আজ আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে আজ আহারাদির পর যাইতে বলিয়াছেন, তুমি পূজাদি করিয়া, ভাত খাইয়া লও। আমি এখনি তার কাছে যাব।"

কুসুমকুমারী শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং কাপড় কাচিয়া বিশুদ্ধভাবে কায়মনে দেবদেব শঙ্করের পূজা শেষ করতঃ আহারাদি করিয়া লইলেন। ধাত্রী গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া, অনিল বাবুর বাটীতে গেলেন। অনিল বাবু ধাত্রীকে দেখিয়া বলিলেন, "এস, মা, বস।"

ধাত্রী গৃহের ভিতর গমন করিয়া, ভূমে উপবেশন করিয়া ছল-ছলনেত্রে বলিলেন,—"কই বাবা! এখনও প্রমোদের পত্রের জবাব আসিল না? আমরা যে আর স্থির হতে পাচ্ছিনা। বাবা! তোমার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে। এখন যাহাতে প্রমোদকে পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান করিয়া আমাদের বাঁচাও। বৌ-মার মর্ম্মান্তিক যাতনা, তাহার সেই ভার-ভার মুখ ত আর দেখিতে পারি না। তাহাকে একাকী রাখিতে ভয় হয়, পাছে সে মর্ম্মান্তিক দুঃখে একটা কাণ্ড করিয়া ফেলে, অনেকদিন হইল—প্রাণ কি আর সান্ত্বনা মানে?

অনিল অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, "তাই ত আমি ত কিছুই বুঝিতে পাচ্চি না। যাহোক, আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। আমি কল্যই কাশী যাইব। চল তোমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, ইহাতে মনের গতির অনেক পরিবর্ত্তন হইবে, আর চেষ্টা করাও হইবে—স্নলতার সঙ্গে থাকিলে কথায় বার্ত্তায় তিনিও অনেকটা ভাল থাকিবেন। যদি তোমাদের যাওয়া মত হয়, তাহা হইলে প্রস্তুত হওগে, প্রত্যুষেই রওনা হইব।"

ধাত্রী আর বসিলেন না। ত্বরিত গমনে গৃহে গমন করিয়া কুসুমকুমারীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। কুসুম-

কুমারী কোন কথা না কহিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমাদের অমত নাই।" এই বলিয়া সমস্ত উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পরহিতাকাঙ্ক্ষী অনিল বাবুর ঘুম নাই, তিনি অতি প্রত্যুষে আসিয়া ধাত্রীকে আহ্বান করিলেন,—এবং তাহারা যাইতে স্বীকৃত কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধাত্রী বলিলেন, "সমস্তই প্রস্তুত, তোমার অপেক্ষায় রহিয়াছি বাবা!" এই বলিয়া কুসুমকুমারীকে ডাকিতে গেলেন।

অনিল বাবু ইত্যবসরে একখানি গাড়ী আনাইলেন। ভিতরে তিনটী স্ত্রীলোককে বসাইয়া অনিল বাবু গাড়ীর ছাদে উঠিলেন। কাশীতে তাহার নিজের অনেক কাজ ছিল, তাহারও আস্কারা করিবেন, সঙ্গে-সঙ্গে প্রমোদের সন্ধানও চলিবে; কুসুমকুমারী সুলতার সঙ্গে থাকিলে স্বামীর দুঃখও অনেক ভুলিতে পারিবে, এই সাত পাঁচ ভাবিয়া অনিল দুর্গানাম স্মরণ করতঃ শুভযাত্রা করিলেন।

এ জগতে বসুবংশের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে অনিল বাবু ও সুলতা, এরূপ নিঃস্বার্থ বন্ধু এই কলিকালে পাওয়া বড় দায়—যাহার মিলিয়াছে—সে ধন্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরিচয়

কিছুই চিরস্থায়ী নহে। চিন্তাই কি চিরস্থায়ী? তাহা নহে। ইহা কখনই অহরহঃ মানবকে দগ্ধ করিতে পারে না। কালে ইহার উপশম হইবেই হইবে।

বিনোদিনী কয়েকদিন প্রমোদের জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। এখন আর তাহার কিছু নাই, সে প্রমোদের চিন্তা একরূপ বিস্মৃত হইয়াছে। তবে যাহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, তাহাকে একেবারে ভুলিতে পারা যায় না। সময়ে-সময়ে মনে পড়ে, বিনোদিনীও প্রমোদের জন্য সময়ে-সময়ে উন্মনা হইত।

বারবণিতার ভালবাসা কেবল স্বার্থের জন্য—নিজের সুখ-সাচ্ছন্দের জন্যই পরপুরুষের উপর তাহারা মৌখিক ভালবাসা দেখায়—কিন্তু বিনোদিনীর হৃদয় যে তাহা হইতে স্বতন্ত্র, প্রমোদকে চরিত্র-সম্পন্ন করাই যে তাহার উদ্দেশ্য ছিল—দৈহিক সুখের জন্য সে প্রমোদকে গৃহে স্থান দেয় নাই; প্রমোদ হইতে সে একদিন এ সুখের প্রত্যাশা করে নাই; তাহার রূপ, তাহার

কমনীয় স্বভাব দেখিয়া যাহাতে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না পড়ে, বিনোদিনীর এইরূপ সদিচ্ছা ছিল; এইজন্য সে তাহার ভরণপোষণের জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিল, তাহাকে পুনরায় সংসারী করিয়া তাহার সংসারে দাসীবৃত্তি করিয়াও সুখী হইবে—তাহাকে চক্ষের দেখা দেখিয়া শান্তি অনুভব করিবে—এই তাহার আশা; সে তাহার মৃত-স্বামীর অনুরূপ, তাই তাহার প্রতি তাহার প্রাণ এত টানিয়াছিল।

বিনোদিনী একদিন প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারদেশে লাগিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি দ্বারদেশে গমন করিয়া দেখিল, দুইটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ, গাড়ী হইতে নামিল।

বিনোদিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?" আগন্তুক বাবুটী বলিলেন, "আমরা অনেক দূর হইতে আসিতেছি! এই কি বিনোদিনী বেওয়ার বাটী?" বিনোদিনী ততোধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল,—"আজ্ঞা হাঁ, আমারই নাম?"

আগন্তুক বাবুটী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমাকে একটা সত্য কথা কহিতে হইবে, প্রমোদ নামে কি কোন লোক, তোমার বাটীতে আছে ?"

বিনোদিনী বলিল,—"কেন, আবশ্যক কি ?"

বাবুটী বলিলেন,—"আমরা তাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছি, সে সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আপনার স্ত্রী ও জননীস্বরূপা ধাত্রীকে কাঁদাইয়া, আজ প্রায় ছয়মাস হইল এদেশ-সেদেশ করিয়া বেড়াইতেছে। আমরা শুনিয়াছিলাম যে, সে তোমার বাটীতে আছে, তাই এখানে আসিয়াছি। যদি সহজে সন্ধান করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে পুলিসে জানাইতে হইবে।"

বিনোদিনী যার-পর-নাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন সকলই সত্য, তিনি এখানেই থাকিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—আমার কেহই নাই, আমি এইরূপ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। কিন্তু তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া এবং সুন্দর-স্বভাবচরিত্র দেখিয়া—তিনি যে ভদ্রবংশের ছেলে—তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে ক্রমশঃ সৎপথে

আনিবার জন্য আমি অনেক যত্নে এখানে রাখিয়া-
ছিলাম, কিন্তু যে কুগ্রহে পড়িয়াছে, তাহাকে রাখিবে
কে? আজ কতকদিন হইল, তিনি আমাকে না
জানাইয়া, আমার অনেক বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া কোথায়
চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার কোন সন্ধান নাই।"

এইবার আগন্তুক অনিল বাবু কুসুমকুমারীকে
দেখাইয়া বলিলেন, "তাহার সকলি মিথ্যা, এই তাহার
স্ত্রী ও এই স্ত্রীলোকটী তাহার জননীস্বরূপা, এবং আমরা
তাহার প্রতিবাসী, প্রমোদ তোমার বাটীতে আছে,
শুনিয়া আমি ইহাদিগকে লইয়া আসিয়াছি।"

বাস্তবিক কুসুমকুমারীর অবস্থা দেখিয়া, বেশ্যা-হৃদয়েও
দয়া হইল, বিনোদিনী বলিল, "বাপু! যদিও তিনি এত-
দিন আমার নিকটে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এমনি মতিচ্ছন্ন
ধরিয়াছে যে, এত সুখেও তাঁহার মন উঠিল না। শুনি-
তেছি প্রায় আটদিন হইল, কতকগুলি গুণ্ডার সঙ্গে তিনি
প্রয়াগযাত্রা করিয়াছেন।" এই বলিয়া বিনোদিনী প্রমোদের
চরিত্র সংক্রান্ত সমুদয় কথা বলিল।

অনিল বাবু বিনোদিনী-প্রমুখাৎ প্রমোদের চরিত্র
কলঙ্কিত হওয়ার কথা শুনিয়া, হতাশ-বিষাদে, ঘোরতর
মর্ম্ম যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরাও

অবগুণ্ঠনের মধ্যে নেত্রনীর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বিনোদিনী পুনরায় বলিল, "এখন কাঁদিয়া কোন ফল হইবে না, যত শীঘ্র হয় প্রয়াগে তাঁহার সন্ধান করিলে এখনও তাহাকে ধরিতে পারা যায়—তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া আমি তাঁহাকে কোন ভদ্রবংশের ছেলে বলিয়া সন্দেহ করতঃ খুব যত্নে রেখেছিলাম, এখন দেখিতেছি, আমার সন্দেহ অঠিক হয় নাই। তার পর অনিল বাবুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, আর বিলম্ব করিবেন না—স্ত্রীলোক দুইটীকে কোথাও রাখিয়া এখনি আপনি তাঁহার সন্ধানে বাহির হউন।

অনিল বাবু মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বাস্তবিক প্রমোদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্র তাহাকে অন্বেষণ না করিলে, পরে মহা বিভ্রাট ঘটিতে পারে, এরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমার পরামর্শই ঠিক, তোমার বাটীর অনতিদূরেই আমার একজন বন্ধুর বাটী আছে, তাঁহার বাটীতে ইহাদিগকে রাখিয়া আমি স্বয়ং তথায় যাত্রা করিব। আচ্ছা! আমরা যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা কি সে পায় নাই?"

বিনোদিনী। আজ্ঞা না; পত্র আসিবার দুই-তিনদিন

পূর্ব্বে সে চলিয়া গিয়াছে, সে পত্র আমি পাইয়াছি। এই বলিয়া পত্র দুইখানি দেখাইল।

আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়, এই বিবেচনা করিয়া অনিল বাবু দেবানন্দপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালককে টেলিগ্রাফ করিলেন।

অনিল বাবুর জ্যেষ্ঠ শ্যালক সুবোধ বাবু, ভগ্নীপতির টেলিগ্রাফ মত কাশীতে আগমন করিলেন। অনিল বাবু ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ধাই মা! তোমরা সুবোধের সহিত এখানে অবস্থান কর, আমি প্রয়াগে প্রমোদের অনুসন্ধানে চলিলাম। তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আমি প্রাণপণে তাহার অনুসন্ধান করিব। এমন কি, প্রমোদের অনুসন্ধানে যদি আমার জীবন যায়, তাও স্বীকার, তথাপি আমি প্রতিনিবৃত্ত হইব না। এমন কি যদি সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহাও করিব। তোমরা বৃথা শোক করিও না।

ধাত্রী আর কিছু বলিলেন না, তিনি একরূপ নিরাশই হইয়াছিলেন, তথাপি কুসুমকুমারীকে সাহস দিবার নিমিত্ত বলিলেন, "বাবা! তোমার ঋণ আমরা জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। বাবা! তোমারই আশ্বাস

বাক্যে আমরা এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি। দেখো, যেন আমাদের আশা পূর্ণ হয়।"

অনিল বাবু বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, ভগবান আমাদের সহায়। এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বাঙ্গালীটোলার একটা বাটীতে সুবোধ বাবুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আপনি প্রয়াগ গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরিচয়

পঙ্কিল সরোবরেই পদ্মের আবির্ভাব হয়। বিনোদিনীকে দেখিয়া অবধি সুলতার মন যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। বেশ্যার চরিত্র যে এরূপ কমনীয়, এরূপ নম্র হইতে পারে, একজন অজ্ঞাত-কুলশীল পুরুষের জন্য নিজের সমস্ত নষ্ট করিতে পারে—তাহা কি কখন সম্ভব? পর-পুরুষের নিকট হইতে অর্থ-শোষণ করাই ত বেশ্যা-চরিত্রের কাজ, তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া দেওয়াই বারবণিতা চরিত্রের অপূর্ব্ব মহিমা কিন্তু এ চরিত্রে ত তাহার কোন কলঙ্ক সংস্পর্শ নাই। প্রমোদকে সে অজস্র-অর্থ প্রদান করিয়া এতদিন

ভরণ-পোষণ করিয়াছে কিন্তু প্রমোদ এমন অকৃতজ্ঞ যে যাইবার সময় তাহার দুইখানি জড়োয়া গহনা লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তথাপি তাহার জন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া—কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া তাহাকে একটা কটুকথামাত্রও বলিল না—প্রমোদ তাহার কে! বেশ্যা-চরিত্রে কি এ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এরূপ ত্যাগ স্বীকার কখন সম্ভব? আর তাহার যেরূপ লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে—বেশ্যা-চরিত্রে, পর পুরুষের হাতে পড়িয়া ধর্ম্মনষ্ট করিলে এ জ্যোতি কখনই থাকিতে পারে না; অন্তরে ধর্ম্মভাব না থাকিলে—এ সৌন্দর্য্য থাকা একেবারেই অসম্ভব। তাহাকে দেখিয়া অবধি আমার মন কেন এরূপ চঞ্চল হইল—নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে;—তিনি (অনিল) ত এখন এখানে নাই। এইবার সে আসিলে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব—যদি সে কিছু বলে।

বিনোদিনীও সেইদিন হইতে স্ত্রীলোক তিনটীকে দেখিয়া বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিল; বিশেষতঃ সুলতাকে দেখিয়া, তাহার যেন কেমন একটা মনশ্চাঞ্চল্য হইয়াছিল; তাই অনিল বাবু প্রয়াগে যাইবার পর সে প্রত্যহ আহারাদি করিয়া অতি নিভৃতে তাহার দাসীকে সঙ্গে করিয়া

সুলতার সহিত, কুসুম ও দাইমার সহিত দেখা করিতে আসিত, অতি সন্তর্পণে পশ্চাতের দরজা দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া প্রায় সমস্ত দিন থাকিত—তারপর সন্ধ্যার গা ঢাকা অন্ধকারে সে আপন বাটীতে চলিয়া যাইত; বাঙ্গালীটোলায় যেখানে বিনোদিনীর বাটী—সেখান হইতে সুলতাদের বাসা বেশী দূর নহে।

এতদিন আসিতেছে, সুলতা ও কুসুম সকলেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই সে কোন কথা বলে না—পূর্ব্বের কথা স্মরণ হইলে, তাহার চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়—বাক্য রোধ হইয়া আসে, আর কথা কহিবার শক্তি থাকে না—কেবল হাতের ইঙ্গিত করিয়া বলে, "ভাই! সে সকল কথা আর তুলো না; আমার কোন পরিচয় আর জিজ্ঞাসা করো না; তাহা হইলে আর আমি আসিব না। তোমাদের দেখিলে প্রাণে যেন কেমন একটা ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, তাই দেখিতে আসি—আমার রূপ দেখাইব, রূপের কোন গুমার করিব—তোমাদের সহিত কোন বাগাড়ম্বর করিব বলিয়া আসি না।"

তোমাদের দুইটীর ধর্ম্মজ্যোতি এবং আন্তরিক পতি-ভক্তি দেখিয়া, তোমাদের কমণীয় সরল স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া

সদাই আমার তোমাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয়, এইজন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে আসি। সেজন্য তোমরা কি রাগ কর! অজ্ঞাত-কুলশীল বেশ্যা মনে করিয়া কি আমার উপর তোমাদের ঘৃণা হয়?

কুসুম ও ধাত্রী নিজেদের অবস্থা ভাবিয়াই মরমে মরিয়া আছেন—কাহার সহিত বড় বেশী কথা কন না। সুলতা সখীর অবস্থা ভাবিয়া তাহাকে বেশী বিরক্ত করেন না; কেবল সময়ে-সময়ে সাহস দিয়া বলেন, "ভাই! অত ভাবিলে কি হইবে; ধর্ম্মকে যখন ধরিয়া আছ, তখন অবশ্যই বিপদে কুল পাইবে; অবলা নারীজাতির প্রতি অনাথনাথ কখনই নির্দ্দয় হবেন না।" এই বলিয়া সুলতা তাহাকে প্রফুল্লিতা করিবার জন্য, হাসিয়া দুইটা কথা কহিবার জন্য কত চেষ্টা করেন। পতিব্রতা সুলতা এমন ধর্ম্মরসে রসিকা, পবিত্র রসভাবে এমন পরিপক্কা যে তাহার কথা শুনিলে মরা মানুষের মুখে হাসি ফুটে, প্রাণের অবসাদ টুটে, মূক হইলেও মুখ ফুটে। কুসুম বলিল, "ভাই! তোমরা যাহা করিতেছ—তাহার তুলনা নাই; ভগবান যেন সখার আশা পূর্ণ করেন।" এই কথা বলিতে-বলিতে তিনি একবার কাছে আসিয়া বসিলেন।

বিনোদিনী ইত্যবসরে ঐ কথা বলিয়া উঠিয়া যাইতে-ছিল—সুলতা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! ঘৃণা করিব কেন; মানুষকে যে মানুষ ঘৃণা করে, সে মানুষ নয়—তুমি বোস! এখনও বেলা যায় নাই!"

বিনোদিনী বসিল—তারপর নানাপ্রকার সতী-কাহিনীর বিষয় সুলতা গল্প করিতে লাগিল, লক্ষহীরার গল্প, তাহার সহিত নির্ম্মলা ও কৌশিকের গল্প শুনিয়া বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল—পূর্ব্বকাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সে আর হৃদয়ভাব গোপন করিতে না পারিয়া "হা নাথ! আমিও যে তোমাকে বুকে করিয়া রাখিতাম; এখন তুমি কোথায়!" বলিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল। সুলতা কিছু বুঝিতে পারিল না—মনে-মনে বলিল—এ কে, একি বেশ্যা! বেশ্যা-হৃদয় কি এত কোমল হয়! সুলতা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "ভাই! তোমার প্রতি আমার সন্দেহ হইতেছে—তুমি বেশ্যা নহ; কেবল ভাণ করিয়া বেশ্যা বলিয়া পরিচয় দাও। বেশ্যার কি এমন রূপজ্যোতি থাকে, রূপ থাকিলেও তাহাতে এমন একটা কলঙ্কের ভাব জড়িত থাকে যে, চাহিলে ঘৃণার উদ্রেক হয় কিন্তু তোমাকে দেখিলে ঘৃণা ত পরের

কথা, পায়ের ধূলা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে ইচ্ছা করে—পরিচয় দিতে দোষ কি ভাই—বলো না! আমরা ত আর কাহার কাছে প্রকাশ করিব না?”

সুলতার সহিত প্রাণে-প্রাণে বিনোদিনীর বড়ই মিলিয়াছিল—সতী-প্রতিমা সুলতায় যে রূপ বর্ত্তমান—তাহা যেন আর কোথাও নাই।

প্রাণ আজ বড়ই খারাপ হইয়াছে—সমস্ত কথা না বলিলে—তাহার প্রাণ কিছুতেই স্থির হইবে না—সুলতাও হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইবে, কাজেই সে আত্মগোপন না করিয়া বলিতে লাগিল:—

হুগলীর নিকট দেবানন্দপুরে 'আমার শ্বশুর বাটী, আমি বিধবার কন্যা বলিয়া শ্বশুর মহাশয় অযাচিতভাবে তাঁহার পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন; আমি চিরদিনই শ্বশুর বাটী থাকিতাম, মা আমাকে লইয়া যাইতেন না—তাঁহার লইয়া যাইবার ক্ষমতাও ছিল না; শ্বশুর আমার অতি দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহার একটা তেজস্বীতা, একটা নির্ভীকতা ছিল—কাহার নিকট মাথা হেঁট কর্ত্তেন না। আমার স্বামী অত্যন্ত সুরূপ ও সচ্চরিত্র ছিলেন। আমার শ্বাশুড়ীর ঐ ছেলেটী ব্যতীত আর ছেলে হয়

নাই, শেষকালে তিনি একটী কন্যা প্রসব করিয়া মারা যান। শ্বশুর সেই শোকে হঠাৎ মারা যাইলে স্বামীও আমার হাঁপানীর পীড়ায় কাতর হইয়া পড়িলেন; সংসার আর কোনরূপে চলে না। আমি বহুকষ্টে কন্যাসমা ননদিনীকে ও স্বামীকে লইয়া কালযাপন করিতে লাগিলাম।

স্ত্রীলোকের রূপই কাল; আমার অবস্থা এবং রূপ দেখিয়া পাড়ার কতকগুলা পাষণ্ড আমায় লোভ দেখাইতে লাগিল। আমি তাহাদের দুরভিসন্ধির কথা বুঝিতে পারিয়া একদিন তাহাদের প্রতি পা তুলিয়া বলিলাম, "তোদের মুখে লাথি মারি।"

এই কথায় তাহারা অপমানিত হইয়া আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন আমার স্বামীর হাঁপানী বাড়িয়াছিল, গরম তৈল মর্দ্দন করিবার জন্য বাটীতে তৈল না থাকায় পাশের বাটী হইতে একটু তৈল ভিক্ষা করিয়া আনিতেছি, তখন রাত্রি অনেক, ঘোর অন্ধকার, পাষণ্ডগণ আমাকে বাটীর ধারে রাস্তায় পাইয়া এমন করিয়া মুখে কাপড় বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিল—যে কেহ কিছু জানিতে পারিল না, আমি কোনরূপ চীৎকারও করিতে পারিলাম না। মনে-মনে কেবল অনাথনাথকে স্মরণ

করিতে লাগিলাম। তারপর পাষণ্ডগণ আমাকে রেলে তুলিয়া কাশী লইয়া আইসে। কাশীতে মন্দ লোকও যেমন, ভাল লোকও তেমনি আছে। মদন তেওয়ারীর বাটীতে তাহারা রাত্রে আমাকে লইয়া রাখে, মদন অতি ভাল লোক, এবং খুব পয়সাওয়ালা ছিলেন,—তিনি সমস্ত জানিতে পারিয়া, আমার উদ্ধার সাধন করেন এবং কন্যার মত প্রতিপালন করেন, শেষে মৃত্যু সময়ে ঐ গৃহখানি ও পাঁচ হাজার টাকা আমার নামে লিখিয়া দিয়া, বাকী বিপুলসম্পত্তি তাঁহার পুত্র-কন্যাগণকে দিয়া যান, তাঁহার পুত্র ছেদীলাল আমাকে এখনও ভগ্নীর মত মান্য করেন। আমার চরিত্র সম্বন্ধে ভগবান সাক্ষ্য—কোনরূপ কলঙ্কিত হয় নাই; তবে সে বিষয় কেহ বিশ্বাস করুক, আর না করুক, আমার তাহাতে যায় আসে কি? প্রতি-পালক আমার যেরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাহাতে আমার নিকট আসে কার সাধ্য, তবে পতি-পুত্রবিহীন—বেশ্যাপাড়ায় থাকি বলিয়া, আমার ঐরূপ নাম প্রচার হইয়াছে। তেওয়ারী বাবার মৃত্যুর পর ছেদীলাল আমার স্বামীর অনেক সন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বা ননদিনীটীর কোন সন্ধান পায় নাই। তাঁর যেরূপ সাংঘাতিক পীড়া ছিল—তাহাতে

আমার নিরুদ্দেশ সংবাদে যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন—তাহাতে আর সন্দেহ করিতে পারিলাম না। এই বলিয়া বিনোদিনী আর দাঁড়াইল না, চক্ষের জল মুছিতে-মুছিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে দাসীর সহিত সে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুলতা স্তম্ভিত, মর্ম্মাহত, বিস্ময়-বিষাদিত হইয়া কুসুমকে বলিল—সখী! কি বুঝিলে, সন্দেহ হয় না কি?

কুসুম বলিল, "সমস্তই শুনিয়াছি, তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে খুব সন্দেহ হয়। আমার ত বোধ হয়, হারানিধি বুঝি বিধি মিলাইলেন—নতুবা বেশ্যা কি এরূপ উদার প্রকৃতি, ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে? আশে-পাশে কয়েকঘর বেশ্যার বাস—তা কি করিবে, নিজের বাটী ত ছাড়িতে পারে না। আর হিন্দুস্থানী ছেদীলাল তাহাকে যেরূপ রাখিয়াছে, তাহাতে উহার উপর অত্যাচার করে—কার সাধ্য।"

সুলতার বাল্যস্মৃতি খুব কম মনে পড়ে, তবে স্বামীর মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহার সহিত সমস্ত মিলিতেছে—তাঁহার বড় দাদা সুবোধ এখনও হাঁপানী রোগ ভোগ করিতেছেন, তজ্জন্য অনিলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও আর বিবাহ করেন নাই। আর যার এমন স্ত্রী গিয়াছে, সে কি আবার বিবাহ করিতে পারে? সুবোধের সহপাঠী

বলিয়া অনিল দয়া করিয়া সুলতাকে বিবাহ করিয়া তাহার দুর্ব্বিসহ মনোকষ্টের লাঘব করিয়াছিলেন। তাই সে রাজরাণী হইয়াছে, বাল্যকালের অনাথিনী আজ রাজার ঘরণী; পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতাকে তিনি দেবানন্দপুরে বাটী করিয়া দিয়াছেন; দাসদাসী রাঁধুনী রাখিয়া দিয়াছেন, পিতার বাস্তু কোন প্রকারে হস্তান্তর হইতে দেন নাই, বরং তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। দাদা বিবাহ করিলে, এতদিন অনিলের সহিত তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু দাদা ত রাজী নহেন?

সুলতার প্রাণে আনন্দের লহরীলীলা খেলিতে লাগিল—মনে-মনে বলিলেন, "ভগবান! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো, এই বিনোদিনী যেন আমার বৌ-দিদি হন। সুলতা বহির্ব্বাটী হইতে দাদাকে ডাকিয়া যেন কথা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। কুসুম তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন,—এখন নয়, অনিল বাবু আসুন, আমরা স্ত্রীলোক, এত বড় একটা বিষম সামাজিক কাজে হাত দেওয়া বা তাহা প্রকাশ করা, কখন যুক্তিসঙ্গত নহে।"

"খুব পাকা কথা" সুলতা আর কিছু প্রকাশ করিলেন না, তবে প্রত্যহ বিনোদিনীকে না দেখিলে তিনি থাকিতে

পারিতেন না। একদিন না আসিলে, ধাইমা যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতেন।

সুবোধ বাবু কাশীতে আসিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন, স্থান পরিবর্ত্তনে দেহের গ্লানী অনেক কম হইয়াছে। এখন তিনি দিবাভাগে ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া, গঙ্গার হাওয়া খাইয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছেন। প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া ধর্ম্মভাবে হৃদয় বেশ পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর সংসর্গ করিয়া, প্রাণে যে তৃপ্তি হইতে লাগিল—যে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন; বাটীতে বসিয়া থাকিলে, ইহার তিলার্দ্ধও লাভ হইত না। ভগবান তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলে সাধু-সজ্জনের কৃপায় এ অসাধ্য ব্যাধির ও প্রতিকার হইতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মতি পরিবর্ত্তন

বহুদিবস হইল আমরা প্রমোদের কোন অনুসন্ধান লই নাই; পাঠক! আসুন—একবার তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

প্রমোদ প্রয়াগে আসিয়াছেন। এবার তাঁহাকে যার-পর-নাই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিয়া তিনি নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন; অথবা "শঠে শাঠং সমাচরেৎ" যে একজন পরম বিশ্বাসী লোককে ফাঁকি দিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারে—ভগবান! তাহাকে এইরূপেই কাঁদান, এইরূপেই তাহাকে পথের ভিখারী করেন। প্রমোদ বিনোদিনীর জড়োয়া গহনা লইয়া যাহাদের সহিত প্রয়াগে আসিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া, তাহার সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এখন প্রমোদের পরিধানের বস্ত্র নাই, হাতে এমন পয়সা নাই যে আপনার পেট চালাইতে পারেন। কাজে-কাজেই এইবার প্রমোদ সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন, এইবার তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। এইবার কৃতপাপের জন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! কেন আমি বাটী হইতে চলিয়া আসিলাম, আমার বাটীর অবস্থা কিরূপ তাহা ত কিছুই জানি না; না জানিয়া, না শুনিয়া কেন আমি দেশ ভ্রমণ করিতেছি? হায়! এমন মতিভ্রম আমার কেন হইল? যদি আসিয়াছিলাম, কাশীতে রহিলাম না

কেন ? বিনোদিনী ত আমাকে অনাদর করে নাই, তবে তাহাকে প্রতারণা করিয়া, তাহাকে ফাঁকি দিয়া কেন এখানে আসিলাম ? তাহাকে ফাঁকি দিতে যাইয়া, নিজে ফাঁকি পড়িলাম। বিনোদিনী রমণীকুলের অলঙ্কার, কে বলিল—সে বেশ্যা ; আমি ত তাহার বাটীতে এতদিন ছিলাম, কিন্তু কই একদিনও ত তাহার চরিত্রে কোন সন্দেহ হয় নাই। সে ত অহরহঃ পূজা-আহ্নিক লইয়াই থাকিত ; আমাকে নেশা করিতে দেখিয়া সে কত নিষেধ করিত ; আমি তাহার কত অর্থ অপব্যয় করিয়াছি, ধনীর কন্যা বিনোদিনী একদিনের জন্যও আমার প্রতি রুষ্ট হয় নাই। সর্ব্বদাই তাহার হাসি-হাসিমুখ আমাকে সকল অপরাধ হইতে মার্জ্জনা করিত। এ হেন সতীরমণীকে লোকে বেশ্যা বলে কেন ; অথবা বেশ্যা-বাটীর নিকট ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা বিধবা থাকে বলিয়াই বুঝি লোকে তাহাকে এইরূপ অপবাদ দেয়—তাহার ভ্রাতৃসম ছেদীলালকে ত দেখিয়াছি ; সেও ত ততোধিক মধুর-প্রকৃতি, চরিত্র অতি নির্ম্মল। তবে বিনোদিনী তাহার কে, আর সে আমারই বা কে—যে এত আবদার, এত অত্যাচার, আমার অম্লান-বদনে সহ্য করিত—সে কি তবে শাপভ্রষ্টা দেবী ; হায় !

তাহাকে ফাঁকি দিয়া, তাহার আশ্রয়চ্যুত হইয়া এই সকল পাষণ্ডদের সঙ্গে না আসিলে, আমার এই দুর্গতি হইত না—পাপের ফলভোগ, এড়াইবার উপায় নাই। এইবার আমার বুঝি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। হায়! আমি কি করি, কোথায় যাই? হা ভগবান! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? অথবা তোমারই বা দোষ কি? আমি ত নিজের দোষেই এই দুর্ঘটনায় পড়িয়াছি। হা পিতঃ, হা মাতঃ! তোমাদের অভাবে, তোমাদের আদরের সন্তান প্রমোদের দুরাবস্থা একবার দেখিয়া যাও। হায়, হায়! আর কি আমি এ জনমে তোমাদের পাদপদ্ম দেখিতে পাইব না? হা প্রাণাধিকে কুসুম-কুমারী! তুমি জীবিত কি মৃত বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাণেশ্বরী! এ অধমও আজ তোমা বিহনে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, একবার দেখিয়া যাও। আর ধাই মা! তুমি আমাকে বাল্যকাল হইতে আপন শোণিত দিয়া বাঁচাইয়া ছিলে, কিন্তু কই মা! আমি ত সে ঋণ তিলমাত্র পরিশোধ করিতে পারিলাম না? উঃ! হৃদয় বিদীর্ণ হও, আর আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। হায়, হায়! না বুঝিয়া কত পাপই করিয়াছি, আজ সেই পাপজনিত যাতনানলে আমাকে এতদূর দগ্ধ

করিতেছে। উঃ! উঃ! আর সহ্য করিতে পারি না। আমি কি করিলাম, কেন মজিলাম, কেন মজাইলাম।

প্রমোদের চিত্ত এখন বেশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, এখন তাঁহার শনির দৃষ্টি কাটিয়াছে, এখন তাঁহার বিকৃতমস্তিষ্ক আবার পূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছে। এখন প্রমোদের মতি, পুনরায় ধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইতেছে। প্রমোদ উদ্ধবাহু হইয়া, আপনার ইষ্টদেবীকে স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—

"মা দুর্গে দুর্গতি হর কর পরিত্রাণ,
ভবের তুফান দেখে আকুলিত প্রাণ।
ডুবিল তনুর তরি এ ভব-সাগরে,
তরি বিনা মরি আমি যেতে নারি পারে।
পদতরি বিনা তরি নাই হেথা আর,
দয়া করি দাও যদি হই ভবে পার।
আমি অতি কুসন্তান তোমার, জননী!
নারিনু সাধিতে পদ মরিনু আপনি।
দয়াময়ী দয়া কর সন্তানে তোমার,
এমন দুষ্কর্ম্ম মাতঃ করিব না আর।

অবোধ সন্তানে তুমি কর এবে মাপ,
পুনর্ব্বার আর আমি না করিব পাপ।
প্রসন্নময়ী! প্রসন্না হও একবার।
সন্তানে অভয় দান করো গো তোমার॥
তবে ত সান্ত্বনা হবে সন্তান জননী,
নতুবা কাঁদিবে সদা আমার পরাণী।
নমি মা চরণে তব দেহি পদছায়া,
দারুণ পাপের তাপে দগ্ধ হয় কায়া।
ওহো! কি ভীষণ তাপ বাড়িছে হেথায়,
মরি, মা অধমে এবে দেহ পদাশ্রয়।"

প্রমোদ স্তব পাঠ করিতে-করিতে যেন কি একপ্রকার হইয়া গেলেন। দারুণ অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, কিছুতেই মনের চাঞ্চল্য দূর হইল না। কৃতপাপের বিভীষিকায়, তাঁহার প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল। লোক যখন বুঝিতে পারে যে, আমি অত্যন্ত পাপী, তখন তাহার চৈতন্য হয়, হৃদয়ে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে থাকে। প্রমোদের চৈতন্য হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, দারুণ পাপানলে তাঁহার হৃদয় পুড়িতেছে, আর কিছুতেই মন নাই, কেবল বলিতেছেন, মৃত্যু হয় তো বাঁচি, এ মুখ আর দেখাইব না। কিন্তু মরিব

কি প্রকারে? আমি পরকালের কি কাজ করিয়াছি। সমস্তই যে পাপসঞ্চয় করিয়াছি, এ পাপে আমাকে নিশ্চয়ই অনন্ত-নরকে যাইতে হইবে। উঃ! আর সহ্য হয় না—যাই, প্রমোদ কিয়ৎক্ষণ অচৈতন্য ভাবে বসিয়া রহিলেন।

পরে তাঁহার বন্ধুগণের চরিত্রের বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় একটী লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি বড় পরিত্রাণ পাইয়াছেন, যাহাদের সহিত মিশিয়াছিলেন, উহারা ডাকাত! কতস্থানে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া এইবার তীর্থস্থানের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে, আপনার প্রাণের হানি না করিয়া, টাকা লইয়া সে ক্ষান্ত হইয়াছে, এই মঙ্গল। উহারা বহুদিন আপনার পশ্চাতে লাগিয়াছিল, এইবার সরিয়াছে, আর আসিবে না। প্রমোদ বলিলেন, মহাশয়! আমার ন্যায় পাপাত্মাকে প্রাণে মারিলেই ভাল হইত; আমার জীবনে ধিক! এক্ষণে বেলা প্রায় শেষ হয়, কোথায় আশ্রয় লই বলিতে পারেন? আগন্তুক বলিল, অনেক সাধু আসিয়াছেন, চেষ্টা করুন ভগবান আশ্রয়দাতা; নিশ্চয়ই আশ্রয়স্থান মিলাইয়া দিবেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইতে লাগিল। প্রমোদ নিরুপায়,

কোথায় যাইবেন, তাহার স্থিরতা নাই। বহুজনের আশ্রয়দাতা প্রমোদ আজ নিরাশ্রয়, এ বিশ্বে বুঝি তাঁহার স্থান নাই? সত্য কি তাই, তাহা নহে। পাপী, তাপী, সকলেরই জন্য ভগবান তাঁহার এই সুবিস্তীর্ণ বিশ্বপান্থশালায় যাত্রীর জন্য শত-শত স্থান রাখিয়াছেন। যে যেমন, তাহার—সেইরূপ স্থান হইবেই হইবে। জীব কখনই নিরাশ্রয় অবস্থায় অনাহারে মারা যাইবে না, ভগবানের এমনি সুবন্দোবস্ত। ঐ দেখুন, প্রমোদ নিকটবর্ত্তী একজন সাধুর বাটীতে সেই রাত্রের মত অতিথি হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা।

কুগ্রহে পড়িলে সেইসময়ের জন্য মানুষের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়—তখন সে আত্মহারা হইয়া ভাল-মন্দ বিচারশূন্য হইয়া পড়ে, গ্রহের ফেরে পড়িয়া ভাল মানুষও মন্দ হয়—তখন সে কি করে, কি বলে—তাহার স্থিরতা থাকে না। মহাপ্রাজ্ঞ নল রাজাও যখন বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন অন্য ত পরের কথা।

প্রমোদ এতদিন কুগ্রহ-চক্রের চক্রান্তে একপ্রকার দিশাহারা হইয়া আত্মসম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছিলেন—নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র কলুষিত করিয়া, পাপের অতলস্পর্শে পঙ্কিল হাবুডুবু খাইতেছিলেন, এক্ষণে ভগবান সদয় হইয়াছেন—তাঁহার গ্রহের ফের কাটাইয়া দিয়াছেন—তাই প্রমোদ বুঝিতে পারিয়াছেন—তিনি কি ছিলেন—কি হইয়াছেন—কি করিবার উপযুক্ত হইয়া কি করিতেছেন। মানুষের সৌভাগ্য-ভাগ্যের পুনর্গঠন করিতে হইলে ভাগ্যদেব ভগবান ভিন্ন কাহার সাধ্য!

আজ তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—সদয় হইয়াছেন—তাই প্রমোদ পাপাত্মাগণের সঙ্গ ছাড়িয়া আজ প্রয়াগে সাধুর আবাসে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। প্রথম দর্শনেই সাধু মহারাজ তাঁহাকে পুনরূপে দেখিয়া, তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। ভগবান যেন প্রমোদকে মনুষ্যত্বের পথে আনিবার জন্য সাধুকে আদেশ করিলেন, সাধু প্রমোদকুমারকে কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহার অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে লাগিলেন। পুত্র নির্বিশেষে তাহাকে সৎ-উপদেশ প্রদান করিয়া ধন্য করিতে লাগিলেন।

বহুদিন হইতে প্রমোদের কলুষ-কালিমাময় হৃদয়ক্ষেত্র

অনুতাপ-অশ্রুজলে বিধৌত হইয়া বেশ নির্ম্মল-পরিচ্ছন্ন হইয়াছিল; সাধু উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলেন—তান্ত্রিক দীক্ষা প্রদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। বীজ উর্ব্বরক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভক্তি-সলিলে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কয়েক সপ্তাহমধ্যেই প্রমোদের হৃদয়ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া, তাহাকে সাধনার পথে অগ্রসর করিতে লাগিল।

সাধু কোন্ দূরদেশে অবস্থান করেন—তাহা কেহ জানে না, তবে সম্প্রতি প্রয়াগে মেলা উপলক্ষে এখানে সশিষ্য আগমন করিয়াছেন, সাধু মহারাজের শিষ্য অনেক; তাহার উপর প্রমোদ আর একজন হইলেন, সাধু প্রমোদকে পাইয়া বড়ই পুলকিত হই-লেন। সকল শিষ্য অপেক্ষা তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপাদৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাই প্রমোদ অতি সামান্যদিনের মধ্যে সাধনমার্গে এত উন্নতি করিয়াছেন, এত একাগ্র হইয়া জপে সময়ক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন। যে প্রমোদ এতদিন কুসংসর্গে পড়িয়া অধঃপাতে যাইতেছিল, নেশা—ভাঙ্গ যাহার অঙ্গের আভরণ হইয়াছিল, অনুক্ষণ যে নেশায় ডুবিয়া থাকিয়া আপনার স্মৃতি, বিস্মৃতি-সাগরে ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা

করিতেছিল, আজ সেই প্রমোদ সমস্ত ত্যাগ করিয়া ইষ্টজপে সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যগ্র। ভগবান কৃপা না করিলে, তিনি মুখ তুলিয়া না চাহিলে কি, নষ্ট-চরিত্র ব্যক্তি এত শীঘ্র সাধন-পন্থায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে? ভগবান গুরুরূপে মানুষের প্রতি সদয় না হইলে এ সকল অতি অসম্ভব, এই জন্য "গুরু কৃপা হি কেবলম্।" গুরুকে যে মানুষ ভাবে না, তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

প্রমোদ এখন অনেকক্ষণ ইষ্টজপে বসিয়া মনোনিবেশ করিতে পারেন, তবে শেষ হইলেই তাঁহার মন যেন কেমন চঞ্চল হইয়া পড়ে, এতদিন তিনি কি কুকর্ম্ম করিয়া পাপসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার জন্য ভাবিয়া আকুল হন, তখন আর তাঁহার মন স্থির হয় না, তাঁহার ঘরের কথা, তারপর গ্রহচক্রে পড়িয়া পাপ সঞ্চয়ের কথা মনে পড়িয়াই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বড়ই অসাবধান করিয়া ফেলে, তখন তাঁহার দেশত্যাগের জন্য কত অনুশোচনা মনকে অস্থির করিয়া দেয়। তখন প্রতিকার্য্যে তাঁহার ভুলভ্রান্তি হইতে থাকে, গুরু ইহার জন্য তাঁহাকে কত শিক্ষা দেন, কত ধমকাইয়া উঠেন—বলেন, যখন যে কাজ করিবে—

তখন তাহাতে তোমার সমস্ত মন সংযোগ করিবে, এটা ওটা চিন্তা করিলে একটা কাজও ভাল করিয়া করিতে পারিবে না। প্রমোদ তুমি সাবধান হও। গুরুর বাক্য শুনিয়া প্রমোদ করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। প্রমোদের এতৎকালীন নম্রতায় গুরুর প্রাণ স্নেহে আর্দ্র হইয়া যাইত—আর কোন প্রকার তিরস্কার করিতে পারিতেন না।

সাধু প্রয়াগে আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছেন, সম্মুখে কুম্ভমেলা না দেখিয়া আর যাইবেন না। সকলে বলে ইনি সংসার ত্যাগী, কিন্তু তাঁহার আচার ব্যবহার, চাল-চলন দেখিলে বোধ হয়, তিনি একজন প্রকৃত সংসারী, ঘোর বিলাসী না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না; তাঁহাকে আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—বাবা! সংসার-আশ্রম সকলের সার, আমাদের সকল ঋষিরাই আশ্রমী ছিলেন, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সকলেই সংসার করিতেন, সন্ন্যাস কেহই গ্রহণ করেন নাই। আর লোকালয়ে আসিয়া লোকের সংসর্গ করিতে হইলে অতিবড় সন্ন্যাসীকেও সংসারীর মত থাকিতে হয়—সংসারের শ্রীবৃদ্ধি জন্য উপদেশ দিতে হয়। সংসারাশ্রম সকলের শ্রেষ্ঠ কিন্তু অনেকেরই মনে সংসারে ভগবানকে পাওয়া

যায় না, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে বনে যাওয়াই শ্রেয়। যাঁহারা এরূপ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের বিষয় কিছুই ধারণা করিতে পারেন নাই। ভগবান গৃহী কি সন্ন্যাসী তাহা দেখিবেন না, তিনি মনের ধন, মনটাকে লাভ করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। আর সংসার ছাড়া না ছাড়া সম্বন্ধে তোমার হাত কি? তিনিই যে সকলের কর্ত্তা, যদি সংসার ছাড়া তোমার পক্ষে দরকার হয়, তিনি তাহা করিবেন, এ সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তুমি নিজের হাতে লও কেন; তাহা হইলে তোমার তাঁহাতে বিশ্বাস বা নির্ভরতা আসিয়াছে কই? সেই জন্য তিনি যেরূপে রাখিয়াছেন—তাহাতেই নির্ভরশীল হইয়া কাজ কর, সকল দিক বজায় হইবে।" প্রমোদকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলাই সাধুর উদ্দেশ্য, কারণ প্রমোদ অনবরতই সন্ন্যাসাশ্রমের সুখ্যাতি ও সংসারাশ্রমের নিন্দা করিতেন।

গুরু বলিলেন—প্রমোদ! তোমাকে যেরূপ ভাবে উপদেশ দিতেছি, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই কর, কিন্তু মেলা শেষ হইলে তুমি দেশে যাইও, দেশে তোমার আত্মীয়-স্বজন এখনও বর্ত্তমান আছেন। প্রমোদ গুরুবাক্য আর লঙ্ঘন করিবে না বলিয়া সম্মতি প্রদান

করিলেন, এবং এই কয়দিন তান্ত্রিক ক্রিয়ার নিয়মপ্রণালী সকল বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কুম্ভমেলা।

প্রয়াগে আজ কুম্ভমেলা। প্রতি-চতুর্থ-বৎসরে এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে এই মহা মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, দেশ বিদেশ হইতে কত সাধু, সন্ন্যাসী, দণ্ডী, অবধুত এখানে সমবেত হন, দেশান্তর হইতে গৃহীগণও এইসময় এখায় আগমন করিয়া সাধুসঙ্গ করে, ভগবৎ বিষয়ের কত প্রাণ-মাতান উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। সূর্য্যদেব মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে প্রবেশ করিলে এই মেলার সূত্রপাত হয় বলিয়া ইহার নাম কুম্ভমেলা।

পুণ্যতোয়া নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থল—প্রয়াগ আজ লোকে লোকারণ্য। কতস্থানে কতপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। ধনীগণ মুক্তহস্ত হইয়া কত দীন-দরিদ্রের অভাব মোচন করিতেছেন। যেখানে যেখানে সাধুসন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছেন—নানাপ্রকার উপদেশ

দিতেছেন, সেইখানে অসংখ্যলোক সমাগম, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু চিরদিন এ সকল শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাই এ সকল ক্ষেত্রে লোকের অভাব হয় না।

সাধু মহারাজও এইদিন আশ্রম ছাড়িয়া এখানে উপস্থিত, সজ্জন-সাধুসমাজে—ইহার নাম খুব বেশী, এইজন্য ইহার নিকট লোক আর ধরে না। অনিলবাবুও এখানে আসিয়া জুটিয়াছেন, কারণ পূর্ব্ব হইতেই তিনি এই সাধুর সহিত পরিচিত; হরিদ্বারে বাবাজীর সহিত বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনিলকে তিনি খুব সমাদর করিলেন। সাধু-মহারাজ অনিলের ধর্ম্মনিষ্ঠায় বড়ই মুগ্ধ হইয়াছেন। অনিল মুখে কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেন না বটে, কিন্তু কাজে তিনি যাহা দেখান, যে ত্যাগধর্ম্মের আচরণ করেন—তাহা অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরও অনুকরণীয়।

সন্ন্যাসীর নাম শ্রীজীব স্বামীজি মহারাজ; যাবতীয় ধনী লোক প্রায় সকলেই ইহার শিষ্য; বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকলেই ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। সাধারণ লোকে গুরুমহারাজ নামে ইহার প্রচার করিতেন। সাধু ত্যাগধর্ম্মে অগ্রণী এবং ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সংসারের কোনপ্রকার সম্বন্ধে থাকিতেন

না। লোকালয়ে তাঁহাকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না, প্রতি-দ্বাদশবৎসরান্তে হয় প্রয়াগে, না হয় হরিদ্বারে তাঁহার সহিত সাধারণের সাক্ষাৎ হইত, সেইসময় সকলেই তাঁহার নিকট—মন্ত্র লইবার জন্য ব্যস্ত হইত কিন্তু শ্রীজীব কাহাকেও মন্ত্রশিষ্য করেন নাই, উপদেশ প্রভৃতি প্রদান করিয়াই সন্তুষ্ট করিতেন, তিনি সংসার আশ্রমের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; ইহার সারবত্তা তিনি নানাপ্রকার উপদেশ দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। অথচ তিনি আজীবন সন্ন্যাসী, চিরকুমার।

আজ গুরুমহারাজের নিকট এত লোক সমাগম হইয়াছে যে দারুণ মাঘের শীতেও প্রভূর গন্ডদেশ হইতেছে, তথাপি ধর্ম্ম-উপদেশ দানে তাঁহার তিলমাত্র বিরাম নাই। অনিলকুমার সমস্ত কাজকর্ম্ম ভুলিয়া, যে কাজের জন্য আসিয়াছেন, সেই বন্ধুর অন্বেষণ তিনি ভুলিয়া স্থির নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। সংসারভাব এখন আর তাহাতে নাই. সমস্ত ভুলিয়া তন্ময়ভাবে মুক্তপুরুষ শ্রীজীবের ধর্ম্ম-উপদেশ শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া গিয়াছেন। আজকাল যেরূপ লোকের সমাগম হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্র প্রমোদকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব; অথচ কাশীতে কুসুম-

কুমারী, সুলতা প্রভৃতি সকলেই তাঁহার আসার আশায় উদগ্রীব হইয়া থাকিবেন। তাঁহার মন স্থির হইবে না, মন চঞ্চল হইলে মহাত্মার সন্নিধানে তৃপ্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ শুভ-সংযোগ জীবনে কখন হইবে কি না সন্দেহ। এইজন্য তিনি কাশীতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, এ জনতার মধ্যে প্রমোদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যাইবে না; অথচ আমি এবার আর তাহাকে না লইয়া ফিরিব না, তোমার আর কাশীর মত বিপদজনক স্থানে বেশীদিন না থাকিয়া বাটী গমন কর। সুবোধ সংবাদ পাইবামাত্র দুই-একদিনের মধ্যে তাহাদের লইয়া কাশীপরিত্যাগ করিলেন। কুসুমকুমারীর হৃদয়ে বিষাদ হইল, যে আশায় তিনি এতদিন আশান্বিত হইয়াছিলেন; তাহার মূলোচ্ছেদ হইল দেখিয়া মনমরা হইয়া কাজে-কাজেই বাটী গমন করিলেন। অবলা-সরলা স্বামী-বিরহ আর কতদিন সহ্য করিতে পারে? এ সকল সান্ত্বনাবাক্য এখন তাঁহার স্তোকবাক্য বলিয়াই মনে হইল, জীবন দুর্বিসহ হইল; এই দুবহ জীবন-ভার বহন করিয়া তিনি পুনরায় নন্দপুরের বাটীতে সেই অন্ধকারময়—নির্বান্ধব পুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা

হিন্দু যতই ধর্ম্মহীন হউক না কেন, এখন তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে অন্য সকল জাতি অপেক্ষা অনেক উচ্চে এখনও ধর্ম্মকথা যেখানে হয়, যেখানে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হয়—সেখানেও হিন্দুর গতিবিধি অন্য জাতি অপেক্ষা খুব বেশী, এ অভ্যাস ভাল কি মন্দ—তাহা বিচারের স্থল ইহা নহে। তবে যেখানে যথার্থ ধর্ম্ম-কথা, সৎ-উপদেশ দান করা হয়—সেস্থানে যে এ জাতি প্রাণ ঢালিয়া দিবে। তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীজীব বনবাসী সন্ন্যাসী—মুক্তপুরুষ, তাঁহার দর্শন-লাভ ভাগ্যে ঘটা মহা পুণ্যবল না হইলে হয় না, তাই অনেক যাত্রী আজ তাঁহারই আখরায় উপস্থিত. আর তাঁহার সৌভাগ্যবান ধনীশিষ্যসকল এই সমাগত লোকসকলের সৎকার করিতেছিলেন—কাহার কোন কষ্ট না হয় তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। একটী বিস্তৃতস্থানে সুবৃহৎ সামিয়ানা খাটাইয়া সুবৃহৎ সভা

মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে—লোকের এত সমাগম যে, ততবড়-মণ্ডপেও স্থান হইতেছে না। অনিল সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রত্যহই সভায় আসিতেছেন। তৃতীয়দিন সভায় আসিয়া বসিয়া আছেন; বক্তৃতা শুনিতেছেন, এমন সময় একটী যুবা ব্যক্তি পাখা হাতে প্রভুর পাদদিকে বাতাস করিতে লাগিল। অনিল এ-দুইদিন যুবককে দেখেন নাই; অথবা জনতা হেতু দেখাও অসম্ভব হইয়াছিল। দেখা গেল যুবক স্বামীজীর বড়ই স্নেহপাত্র, তাঁহাকে শুনাইয়া-শুনাইয়া অনেক কথাই বলিতেছেন। যুবক সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়াছেন বলিয়া—তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই অনেক কথা বলিলেন। অনিল যুবককে দেখিতে পাইলেন; তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, যুবক কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনিল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—এ কি! প্রমোদ, প্রভুর এত প্রিয়পাত্র হইয়াছে, কে বলিল, তবে সে নষ্ট-চরিত্র হইয়াছে? এখন দেখিতেছি—প্রমোদের ভাগ্যচক্র সুপ্রসন্ন—নতুবা এমন মহাপুরুষকে কি এত প্রসন্ন করিতে পারে?

অনিলকুমার এস্থানে আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না, বা তাহার সহিত দেখা করিলেন না,—কেবল

তাহার গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।
সন্ন্যাসী বলিতেছেন—স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ-সম্ভূতা; হিন্দুগৃহে এই দেবী-প্রতিমার সম্মান—আদর এখনও আছে বলিয়াই হিন্দুর সংসার ধর্ম্মের সংসার; এ-রত্ন প্রাণের করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়—শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও আছে—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই মহারত্ন দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করিতে পারা যায়—এরূপ সহধর্ম্মিণীর সহিত ধর্ম করিতে পারিলে গৃহী সন্ন্যাসী অপেক্ষা সহজে ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারে। বনে ভগবান নাই—তিনি মনে, মনের ধন তিনি—যত মনকে বশীভূত করিতে পারিবে, সংসারে নানা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, যত মনকে আয়ত্ত করিতে শিখিবে—ততই উন্নতি; আর একান্ত যদি না পার, তাহা হইলেও পতনের বা অধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তুমি সন্ন্যাসী হইয়া, সংসার ছাড়িয়া যদি পাপাচরণ না করিয়া, ভুলে উহাকে মনের মধ্যে স্থান দাও, তাহা হইলেও তুমি পতিত হইবে, অতএব সংসারের ন্যায় সহজ-সাধ্য-ধর্ম্ম সাধনের স্থান কি আর আছে?

যে-যুবকটি প্রভুকে বাতাস করিতেছিল, কথা শুনিয়া

হৃদয়ের চিত্তচাঞ্চল্য হইল—হঠাৎ পাখাখানি প্রভুর গাত্র স্পর্শ করিল। শ্রীজীব তৎক্ষণাৎ বলিলেন—তুমি বড় অসাবধান—তোমার এখনও চিত্ত স্থির হয় নাই, তুমি আজ হইতে সাতদিন উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত পবিত্র জাহ্নবী-সলিলে দাঁড়াইয়া গায়ত্রী জপ করগে—তাহাতে তোমার ঐরূপ অবশ চিত্ত সবশ হইবে। প্রাণ ধারণের মত অতি অল্প আহার করিবে, অকস্মাৎ আহার করিয়া ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিও না। শিষ্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল এবং গুরুদেবের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল।

অনিল যাহা মনে করিয়া প্রয়াগে আসিয়াছিলেন—অমৃতবস্তুর অন্বেষণে, পরোপকারের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, আজ বিনায়াসে ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাহা মিলাইয়া দিলেন। রজনীযোগে যখন সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীজীব মহারাজ সমস্তদিনের পর যখন আশ্রমে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। অনিল তাঁহার সঙ্গে কিয়দ্দূর গমন করতঃ যুবকসম্বন্ধে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। শ্রীজীব বলিলেন—আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি; আমার নিকট সে আরও কয়েক দিন অবস্থান করুক, তাহার পর আমি এ স্থান ত্যাগ

করিলে—তাহাকে সংসারের উপযুক্ত করিয়া, তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিয়া, এলাহাবাদে আমার প্রিয় শিষ্য রামজীবন গোস্বামীর বাটীতে রাখিয়া যাইব। তুমি তথায় তাহার সাক্ষাৎ পাইবে। আমার কর্ম্ম শেষ হইয়াছে; কাল হইতে আর সভা বসিবে না। তুমি এখন তোমার বৈষয়িক কার্য্যে গমন করিতে পার।

অনিল প্রভুর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনিল এতদিন সকল কাজ-কর্ম্ম সমাধা করিবার মনস্থ করিয়াও সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। অতএব তাহার জন্য অনিল এলাহাবাদের কার্য্য সমাধা করিয়া অন্য স্থানে পাটের দাদন দিতে প্রস্থান করিলেন। প্রয়াগের কুম্ভমেলা দেখিবার সাধ তাঁহার বহুদিন হইতে মনে ছিল। এক্ষণে সে আশা নিবৃত্তি হইল, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত, পরোপকার ব্রতের একটী চিরস্থায়ী দৃষ্টান্ত জীবনপথে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া অনিল স্থানান্তরে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধু-সনে।

হিন্দু-সংসারে স্ত্রীজাতির ধর্ম্মভাব বিশেষ প্রবল। কোন প্রকার ব্যাঘাত-বিপত্তি হইলে—তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন; দেব-দেবীর নিকট মানসীক করিয়া সেই বিপদের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া থাকেন; ইহাতে সময়ে-সময়ে এমন আশ্চর্য্য-ভাবে বিপদুদ্ধার হইয়া থাকে, যাহা স্বপ্নে কখনও চিন্তা করা যায় না।

ধাত্রী কাশী যাইবার পূর্ব্বে মানসীক করিয়াছিলেন—প্রমোদ আমার ঘরে আসুক, আমি সয়াশতটাকার সত্যনারায়ণ দেবের সির্ণি দিব; সুবচনীর ব্রত আরম্ভ করিয়া, হিন্দুমহিলার পদধূলী লইব। ভগবান সত্যদেব তাহার প্রার্থনা এতদিনে পূর্ণ করিয়া, প্রমোদকে গৃহে আনিয়া দিয়াছেন। প্রমোদ বন্ধুবর অনিলবাবুর সহিত গৃহে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে পিতামাতার পারত্রিক কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে সমাগত অধ্যাপকগণের বিদায়;

দরিদ্র ব্রাহ্মণগণের নিমিত্তে সেবা, তাহাদের আশাতীত দক্ষিণা দান করিয়া, শ্রাদ্ধকার্য্যের পবিত্রতা রক্ষা করা হইয়াছে। বসুবাটীর আত্মীয়-স্বজন সকলেই এই দুঃখের মহা সম্মিলনে যোগদান করিয়া, প্রমোদকে কৃতার্থ করিয়াছেন; কয়েকদিন হইল আদ্যকৃত্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহাদের কেহ কেহ এখনও প্রমোদের সঙ্গ-সুখ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহারা তাঁহার আলয়েই অবস্থান করিতেছেন। অনিল ও সুলতা এখন প্রমোদকুমারের কেবলমাত্র বন্ধু নহেন, অভিভাবকরূপে আবদ্ধ, তাই কুসুম সুলতাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। আর প্রমোদও অনিলের সহিত চিরদিন হৃদয়ে-হৃদয়ে আবদ্ধ—তাহাদের দেশে পাঠাইয়া দিতে প্রাণ যেন চায় না—মন তাহাতে বিষম-বিষাদ অনুভব করিতেছে। অনিল ও সুলতা বহুদিন দেশ ছাড়া, কাজ-কর্ম্ম ও ভাল দেখা হইতেছে না, তবে সময়ে-সময়ে মোক্তারে দুই-একখানি পত্র লিখিয়া সংবাদাদি আনা হয় মাত্র। এই কারণে তাঁহারা দেশে যাইতে চাহিলে, প্রমোদ ও কুসুমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ে—তাহারা বলেন ভাই! এখানে থাকিয়া কাজ-কর্ম্ম করিলে কি আর চলে না; তুমিত আর জলে পড় নাই?

অনিল সকল কথা শুনিয়া বলেন—প্রমোদ! এ কথা ত এত দিন ভাব নাই. ফাঁকি দিয়া কত দিন কাকে-কাকে কাটাইয়াছ; তখন কি হয়েছিল?

প্রমোদ অনিলের নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের কথা মনে করিয়া বলিতেন—আমি দেশত্যাগী না হইলে কি অনিল, তোমার দেব চরিত্র এত প্রকাশ হইত; তুমি অনেক অমানুষিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়াছ কিন্তু এত গোপনে যে এক ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতে দাও নাই, কিন্তু আমি তোমাকে এত জড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম যে প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারিলে না, তুমি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র কিন্তু হৃদয়ে এরূপভাবে জড়িত হইয়াছি যে, এক আহার ও বিবাহ ছাড়া আর কিছুতেই যেন পার্থক্য নাই। আমাদের গৃহের ভিতরেও সুলতা ও কুসুম যেন দুইটী নয়, ভিন্ন মূর্ত্তিতেও একপ্রাণ, এক আত্মা। দেব-দেবীর পবিত্র চরিত্র এত গোপনভাবে লুক্কায়িত রাখিলে, সাধারণে তাহার অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইবে কেমন করিয়া ভাই?

অনিল কর্ত্তব্য-কর্ম্মের পরিসমাপ্তি, তাহার সফলতা সিদ্ধি করিয়া কখন লোকের নিকট যশোভাজন হইতে চেষ্টা করিতেন না, তাহার জন্য কেহ সুখ্যাতি করিলে

তিনি বরং সুখী না হইয়া অত্যন্ত রাগিয়া যাইতেন; স্থলতার কাছে কেহ তাঁহার উদারতার, সরলতার কথা বলিয়া প্রশংসা করিলে স্বাভাবিক চপলতা বশতঃ তিনি তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিতেন—পোড়ার মুখী! এতে আবার নূতনত্ব কি, এ সকল ত মানুষেরই করবার কাজ, না করিলে সে ত পশু—ইহার জন্য তোর এত আপ্যায়িত করা কেন?

নস্করপুরে শ্যাম মুকুয্যের বংশ এইরূপ ভাবে পবিত্র করিয়া, তদীয় পুত্র ও পুত্রবধু দিন-দিন ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। কুসুমকুমারীরও আনন্দের সীমা নাই, সেই বিমলীন চন্দ্রমা আবার রাহুগ্রাস মুক্ত হইয়া বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে; সোহাগের হাসি হাসিয়া, আত্মীয়-স্বজন বিশেষতঃ মাতৃসমা ধাত্রীর প্রাণে সুধাবর্ষণ করিতেছেন। এ সুখোদয় যে পুনর্ব্বার হইবে ধাত্রী তাহা মনের মধ্যে স্থান দান করেন নাই, কেবল শ্রীসত্যদেব কৃপা করিয়াছেন—আর অনিলও স্থলতা তাহাতে যোগদান করিয়া তাহার সুখের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—দেবতা কৃপা করিলে কি না হয়? এইজন্য তিনি তাহার পূর্ব্বের মানসিক কথা একদিন প্রমোদের নিকট প্রকাশ করিলেন। প্রমোদ বলিলেন—মা! এতদিন ইহা

প্রকাশ কর নাই কেন? এত অতি শুভ কাজ বাকী রহিয়াছে, আচ্ছা, পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া কালই ইহার ব্যবস্থা লইব। ৺দুর্গাদাস বাবু সামান্য অছিলা করিয়া কত লোকের পায়ের ধূলা লইতেন, তাহার মৃত্যুর পর এতদিন তাহা এক প্রকার বন্ধ ছিল—এখন প্রমোদ দেশে আসিয়াছেন, তাঁহার অনিলের ন্যায় একজন মহাধাম্মিক বন্ধুর সহিত মহাসম্মিলন হইয়াছে; কুঁসুম ও সুলতা ধাত্রীর সহিত অন্তঃপুরে ইহার আঁটা আঁটি করিতেছেন, কাজেই বাহিরে কি অঘটন ঘটিতে পারে। একদিন পুরোহিত আসিয়া দিন স্থির করিলে সত্যনারায়ণের ব্রত খুব ভাল করিয়া সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা হইল।

সুলতা কুসুমের সৌভাগ্যোদয় ঠিক নিজের মত ভাবিয়া খুব হাসি-খেলায় দিন কাটাইতেছেন কিন্তু কাশীর বিনোদিনী কথা তাঁহার অন্তরে সতত জাগিয়া রহিয়াছে, তিনি একদিনের জন্য তাহার সেই মধুর কথা, তাহার সেই ধর্ম্মজ্যোতি পূর্ণ মূর্ত্তি স্মৃতিপথ হইতে সরাইতে পারেন নাই। স্বামীকে একদিন গোপনে এ কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু সুবোধ বাবু দেশে গিয়াছেন,—দুই-একদিনের মধ্যে আসিলে প্রকারান্তরে তাহার সহিত সবিশেষ সন্ধান লইয়া কাশী যাইবেন—ছেদীলাল তেওয়ারীর

সহিত কথা কহিবেন। বহুদিন কাশীবাস করিয়া ছেদীলাল অনিলের বিশেষ অপরিচিত নহেন; সেই ধনবান হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকে তিনি বিশেষরূপে জানেন—কাশীতে তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপের বিষয়ও অনিলের অবিদিত নাই। এ বিনোদিনী যদি সেই হয়, আর তাহার পিতা বা সে যদি এতদিন তাহাকে স্থান দিয়া থাকে—তাহা হইলে কাহার সাধ্য যে বিনোদিনীকে নষ্ট করে। অনিল মনে-মনে বলিলেন—আমিও সেদিন তাহার যেরূপ ব্যবহার দেখিয়াছি—তাহাতে তাহার মধ্যে কুলকলঙ্কিনী বারবণিতার ভাব ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যে নম্রতা, যে পবিত্রতা তাহার বদনে দেখিয়াছি; গৃহের মধ্যে চির আবদ্ধা সতী রমণীর মুখমণ্ডলেও যে উহা দুর্লভ। যাহা হউক, সুবোধ না আসিলে ত আর তাহার উপায় হইবে না! সে যে অনেক দিনের কথা; আমারও তত কিছুই মনে নাই—তাহার স্ত্রী, সে যত কিছু বলিতে পারিবে—তত আর কেহ পারিবে না, ভগবান! সুবোধ দাদা অতি দুঃখী, এই জন্যই বোধ হয় সে মনোকষ্টে আজীবন রোগ ভোগ করিতেছে, কিছুতেই সারিতে পারিতেছে না—ঠাকুর! তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও; সেই স্বর্ণ-প্রতিমাই যেন দাদার হৃদয়-প্রতিমা হয়—আমরা কায়মনে তোমার

পূজা দিব। এই বলিয়া ভক্তি গদ-গদচিত্তে স্বামী স্ত্রীতে একবার ঊর্দ্ধে চাহিলেন—তাহাদের এই প্রাণের কাতর আবেদন বুঝি দেবতার নিকট পৌঁছিল—তাহার পরদিন প্রাতঃকালের ষ্টিমারে সুবোধচন্দ্র দেবানন্দপুর হইতে শঙ্করপুরে উপস্থিত হইলেন—বসুবাটীতে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের ও সুবচনী পূজার মহাধূম পড়িয়া গেল। আগামী বিনোদ-পূর্ণিমায় মহা জাক-জমকের সহিত সত্যদেবের পূজা হইবে। পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ হইয়া গেল।

সকলেই বলিতে লাগিল—প্রমোদ পিতার সকল কার্য্যের অনুকরণ করিতেছে, ইহাকেই বলে বাপের বেটা, আহা! প্রমোদের জয় হউক।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্থির নিশ্চয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে ছেদীলাল হঠাৎ বিনোদিনীর দাসী যোগীয়ার সহিত বিনোদিনীর বাটীতে আসিল। তাহার বদন যেন আজ কিছু ভাব ভার; যেন কি একটা বিষম চিন্তা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছে।

ছেদীলাল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ হইলেও বহুদিন কাশীতে আসিয়া বাঙ্গালীগণের সহিত মিলিয়া তাহার ধরণ ধারণ বাঙ্গালীর মত হইয়া গিয়াছে। সে বিনোদিনীকে ঠিক জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত মান্য করিত, তাহার উপদেশ মত সে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে প্রাণে খুব আনন্দ পাইত। একত্রে কথাবার্ত্তা কহিলে সকলে ইহাদের ভাই-ভগ্নী ভিন্ন অন্য অনুমান কিছুতেই করিতে পারিত না, সে সম্মিলনে এমন একটি ধর্ম্মের সূক্ষ্মভাব জড়িত ছিল।

ছেদীকে তদবস্থ দেখিয়া বিনোদিনী বলিলেন,—হারে ছেদী! আজ অত মন ভার-ভার কেন, খোকা-খুকী, কি বউয়ের, কি দিদিমার কোন অসুখ করে নাই ত?

ছেদী কৃত্রিম রাগতস্বরে বলিল—তোমার যেমন কাজ, যোগীয়া যে সন্ধানটী আজ আমাকে বল্‌লে, কই, তারা থাকৃতে-থাক্‌তে ত তুমি আমাকে কোন কথাই বলো নাই।

বিনোদিনী বুঝিল—সুলতার সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে যে-যে কথা হইয়াছিল। যোগীয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—ইহাতেই বোধ হয় ভ্রাতার রাগ হইয়া

এত সুখ ভার ভার। সুলতা যে তাহার নিরুদ্দিষ্টা ভ্রাতৃজায়ার অনুরূপ এই বিনোদিনী, তাহা একদিন যোগীয়ার নিকট প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়াছিল— বিনোদিনী তাহা জানিত না। তাহারা চলিয়া যাইবার পর যোগীয়া আজ ছেদীলালের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছে। তাহা সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য ছেদী তাড়াতাড়ি বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

বিনোদিনী আশ্চর্য্য অথচ ভীত হইয়া বলিল— ছেদী! তুই কি বলছিস্, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ছেদী বলিল—যোগীয়া বলছে, সেই সেদিন পূর্ব্ব-বাঙ্গালা থেকে সপরিবারে একজন ভদ্রলোক এসে তোমার বাটীর কাছে বাসা করেছিল, তাদের বাটী যেতে।

যোগীয়ার একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে—ইহাতে বোধ হয় ছেদী কিছু অপমানিত হইয়াছে। বিনোদিনী এইজন্য কিছু ভয়-চকিতস্বরে বলিল—ওঃ হাঁ হাঁ— তা তারা এসেছিল—তাদের মেয়ে দুইটী খুব ভদ্র, তাই দুই-একদিন তাহাদের বাটী গিয়াছিলাম। পোড়ার মুখী যোগীয়া বুঝি তোমার নিকট বলে

দিয়েছে; ও পোড়ার মুখীর পেটে কোন কথাই থাকে না।

ছেদী। তা বলুক না গো, তারা নাকি তোমার শ্বশুরবাটীর কেউ হয়—বোগীয়া বলছে?

বিনোদিনী। তা আমি কিছু বুঝতে পারি নাই তবে তাদের দুইজনের মধ্যে একটীকে ঠিক আমার ছোট ননদের মত দেখ্‌তে, তবে ঠিক বল্‌তে পারি না, আমি যখন তাদের ছেড়ে এসেছি, তখন তাদের বিয়ে হয় নাই—আর এখন সে ছেলের মার মত একটা মাগী হয়েছে। তবে বাল্যকালের চেহারায় কতকটা মালুম হয়, বলে আমার তার উপর বড় মন পড়েছিল, তাই এক-একদিন দেখ্‌তে যেতাম, আহা! মেয়েটী খুব ভাল, যেন লক্ষ্মী প্রতিমে!

ছেদী। আহা দিদি! তোমার মনে যখন সন্দেহ হয়েছিল, কই, তুমিত একদিনও আমার কাছে তা বলো নি?

বিনোদিনী। সে আর কি বলবো ভাই! তুমি ত আমার জন্য দেখ্‌তে কম করোনি; তাঁরা যদি কেউ বেঁচে থাক্‌তেন, তাহা হইলে তোমার অমন সন্ধানে নিশ্চয়ই সন্ধান হতো, আমার পোড়া বরাত কি

তেমনি, বলিয়া বিনোদিনীর চক্ষু ছল-ছল করিয়া আসিল।

ছেদী। ছি দিদি! তুমি সব মাটী করলে—হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে, গোঁসাইয়ার কথা শুনে আমি এখানে অনুসন্ধান করে দেখলুম, অনিলবাবু নামে একটী বন্ধু সপরিবারে এসেছিলেন—অনিল, আমার খুব পরিচিত, কাশীতে অনেকদিন পাতালেশ্বর তলায় ছিল, সে দেবানন্দপুরে বিবাহ করে।

বিনোদিনী চক্ষুজল মুছিয়া বলিল—তা ত আমি জানিনা ভাই! পাছে তুমি কিছু মনে কর বলে কিছু বলি নাই; বাড়ী থেকে বাহির হওয়া তোমার বারণ কি না?

ছেদী। যাই হউক, তারা এখন কোথায় গেলো বল্‌তে পার?

বিনো। তারা এখন পূর্ব্ববঙ্গের নস্করপুরে তার বন্ধুর বাটী গিয়েছে। তার সঙ্গে যে অপর একটী ভদ্রলোক ছিল—তাহারা কায়স্থ তাহার স্বামী বিবাগী, আমার বাটীতে কিছুদিন ছিল, তাহার কোন প্রকার সন্ধান পেয়ে এসেছিল। কিন্তু সে লোকটী তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার কিছু গহনা-পত্র চুরি করে পালায়—

শুনেছিলাম সে প্রয়াগে চলে গেছে। আমার কাছে শুনে বাবুটী তাহার শ্যালককে এনে বাঙ্গালীটোলায় তাহাদের রেখে প্রমোদের সন্ধানে যায় কিন্তু কোন সন্ধান না পাওয়ায় তাহাদের বাটী যেতে টেলিগ্রাম করে। পত্র পেয়ে তারা চলে গেল, যাবার সময় শুনিয়াছিলাম—তারা পূর্ব্ববঙ্গের নস্করপুরেই যাইবে।

ছেদী। দিদি! তোমার কথা শুনিয়া ও যোগীরার কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, এইখানে তোমার শ্বশুরবাটীর সন্ধান পাওয়া যাবে।

বিনোদিনী মুখ ফুটিয়া আর কোন কথা ভ্রাতার নিকট বলিতে পারিল না, মনে-মনে অভীষ্টফলদাতা ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

ছেদীলাল বলিল "দিদি! অনেকদিন হলো আর দেরি করা ভাল নয়। আমিও পূর্ব্ববঙ্গে একজন যজমানের বাটী যাইব, সঙ্গে কাশীর দুই-চারিজন পণ্ডিতও যাইবে চল, তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই—দেখি বাবা, শঙ্কর, যদি মুখ তুলে চান—বাড়ুয্যে মশায়ের যদি সন্ধান মিলে যায়।"

বিনোদিনীর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ ছুটীতে লাগিল, কিন্তু ভ্রাতার নিকট তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

বলিলেন—তুমি উপযুক্ত ভাই! যা ভাল বুঝিবে তাই করিবে—আমার আর তাতে কথা কি?

অনেক রাত্রি হইয়াছিল—ছেদী আর বসিল না, বলিল—তুমি তবে সব ঠিক কর, যোগীয়া বাটীতে থাকিবে, আর একজন চৌকী দিবার জন্য দ্বারবান রাখিয়া যাইব। আমার যাইতে কয়েকদিন বিলম্ব হইবে, তুমি যাইবার মত সব বন্দোবস্ত করে নাও, কল্যই রাত্রির গাড়ীতে যাইতে হইবে। আমি এখন চলিলাম। ছেদী চলিয়া গেল।

বিনোদিনী "অভীষ্টদেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো ঠাকুর" বলিয়া বহির্ব্বাটী অর্গলাবদ্ধ করতঃ বিদেশ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আশা-ত্যাগ

অনিল বাবুর জ্যেষ্ঠ শ্যালক সুবোধ বাবুর সহিত কুসুমকুমারী, ধাত্রী প্রভৃতি কুমারপুরে আসিয়াছেন। সুবোধ বাবু, অনিল বাবুর ন্যায় প্রত্যহই কুসুমকুমারী

ও ধাত্রীর তত্ত্ব লইতেছেন। তাহাদের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সুবোধ বাবুও ভগ্নীপতির ন্যায় সে-বিষয়ে যত্নবান রহিয়াছেন।

প্রায় দুই-তিন-সপ্তাহ অতীত হইল, প্রমোদ ও অনিল বাবুর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। কুসুমকুমারী আর সহ্য করিতে পারেন না। সকলেই দেখিতেছে, কুসুমকুমারীর দেহ ভাবিয়া-ভাবিয়া যার-পর-নাই দুর্ব্বল হইতেছে। শীঘ্র প্রমোদের সংবাদ না পাইলে, বোধ হয়, এই সুন্দর প্রস্ফুটিত কুসুমটীকে কাল-কীটে কাটিয়া ফেলিবে?

যতদিন যাইতেছে, ধাত্রীরও তত ভাবনা হইতেছে, তাহার ভাবনা হইতেছে, কেমন করিয়া বধূমাতাকে জীবিত রাখিবেন।

সংসারে মানুষ কিছুই করিতে পারে না। তাহারা কেবল কলের পুতুলের ন্যায় অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনে অহরহঃ ঘুরিতেছে। তবে ক্ষমতা নাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে, চেষ্টা কর, অবশ্যই তাহার ফল একসময় না একসময় ফলিবেই ফলিবে।

ধাত্রী কুসুমকুমারীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আর কাছ ছাড়া হন না, সদা-সর্ব্বদাই তাহার নিকটই

থাকিয়া কত প্রকারে সান্ত্বনা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কুসুম যেন উৎসাহ ও উদ্যমবিহীনা, বিরহ-অনলে দগ্ধীভূতা। আর কেমন করিয়াই বা উৎসাহিতা হইবেন? যাহার উৎসাহে উৎসাহ, যাঁহার আশায় আশা, যাহাকে দেখিয়া কুসুমের প্রাণে প্রীতির সঞ্চার হয়, যাঁহাকে দেখিলে কুসুমের হৃদয় আনন্দের লহরী তুলিয়া নাচিতে থাকে—সে কোথা? কুসুমের সে প্রাণের প্রাণ এতদিন কোথায় আছেন, তাঁহার অন্বেষণ নাই, তবে কুসুম এ-সংসারে আর কাহাকে দেখিয়া জীবিত থাকিবেন। অসময়ে শ্বশুর গেল, শাশুড়ী গেল, একমাত্র তিনিও আবার নিরুদ্দেশ। তবে আর অভাগিনী কাহার মুখপানে তাকাইয়া জীবিত থাকিবে? এরূপ অবস্থায় পতিগত-প্রাণা রমণী কি জীবিত থাকিতে পারে?

একদিন কুসুমকুমারী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। এমনসময় ধাত্রী নিকটে আসিয়া বলিল, "মা! বৃথা ভাবছো কেন? অনিল বাবু যখন গিয়াছেন, তখন কোন চিন্তা নাই। তবে কোন কার্য্যগতিকে বোধ হয়, বিলম্ব হইতেছে।

কুসুম। মা! আর আমার কিছুতে ইচ্ছা নাই। এ জীবনে বুঝি ভগবান আর মুখ তুলিয়া চাহিবেন না।

তবে অনিল বাবু নাকি আমাদের জন্য প্রাণপণ চেষ্ট করিতেছেন, এইজন্য আমি কোন কথাই বলি নাই মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু আর কতদিন এমন করিয়া থাকিব?

ধাত্রী বলিলেন—"মা! অনিল প্রত্যাগত না হইলে ত কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে না। পাষণ্ডগণ এখন বোধ হয়, তাহার জীবননাশের চেষ্টায় ক্ষান্ত হয় নাই। এখানেও ত সমস্ত হত্যা করিল, তবে আমাদের দুইজনকে রাখিয়া, যে তাহাদের কি লাভ হইয়াছে—বলিতে পারি না, সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের জীবন লইলে, পাষণ্ডগণ যে কত উপকার করিত—তাহা বলিতে পারি না, এরূপভাবে জীবন্মৃত হয়ে ত আর থাকিতে পারা যায় না।"

কুসুম দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া নির্জ্জন স্থানে গিয়া কেবল সেই প্রাণেশ্বরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধাত্রীও একপ্রকার হতাশ হইয়াছিলেন; তবে তিনি প্রাণের কথা কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন না, পাছে বধুমাতা শুনিয়া কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটাইয়া বসে। নিরাশ প্রাণের ত কোন মায়া-মমতা নাই? এখন কুসুমের ভাবগতিক দেখিলে বোধ হয়—সে কখন আছে, কখন

নাই। এইজন্য ধাত্রী আর কোথাও যান না বা—তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করেন না।

সুবোধচন্দ্র প্রতিদিন আসিয়া তাহাদের তত্ত্ব গ্রহণ করেন। সুলতা নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্য কুসুমকে শ্রবণ করান এবং বলেন—যদি এখানে একাকী থাকিতে অসহ্য বোধ হয়, তাহা হইলে তথায় চল। কুসুমের কিন্তু আর কোনপ্রকার আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে না। আশাভঙ্গ জীবন যে যাতনার আগার; তাহা কি স্তোকবাক্যে সুখলাভ করিতে পারে? কুসুম বাটী ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। ভৃত্য রামধন' ও ধাত্রী সদা-সর্ব্বদাই কুসুমের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল!

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রমোদের সন্ধান

ভাল লোক হইলে সকলেই তাহাকে ভালবাসে। নিরীহ লোকের শত্রু নাই। প্রমোদ এখন ভাল হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র এখন পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল

হইয়াছে। সৎপ্রকৃতির লোক ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে। প্রমোদ এখন ঈশ্বরানুগ্রহে আশ্রয় পাইয়াছেন।

প্রমোদ লেখাপড়া জানিতেন। সম্প্রতি এলাহাবাদে রামজীবন গোস্বামীর আশ্রয়ে তাঁহার একটী কর্ম্ম হইয়াছে। যাঁহার অধীনে একসময়ে অগণ্য দাস-দাসী কর্ম্ম করিত, আজ বিধির বিপাকে তাঁহাকেই পরের দাসত্ব করিতে হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়—সুখ-দুঃখ কখন সমভাবে থাকে না।

স্বদেশ দর্শনে প্রমোদের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তজ্জনাই তিনি এত লাঘব স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। নতুবা এ-বিদেশে তাঁহাকে কে অর্থ দান করিয়া দেশে পাঠাইবে?

প্রমোদ একদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে স্নান করিতে গেলেন। স্নান করিয়া শিবপূজা ইত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক যেমন গমনোন্মুখ হইবেন, পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "প্রমোদ!"

প্রমোদ চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে স্তম্ভিত হইল, প্রমোদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আগন্তুক

বলিলেন, "প্রমোদ! এই কি তোমার কাজ, তোমার ন্যায় সচ্চরিত্র লোকের কি এই ধর্ম্ম, এই কি আচার-ব্যবহার?"

প্রমোদ আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি ধরাশনে উপবেশন করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। অল্পবয়সে পিতা মাতাকে হারাইলাম, তারপর এই বিদেশে আসিয়া পরের দাসত্ব করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

অনিল বাবু বাল্যসুহৃদ প্রমোদকে দেখিতে পাইয়া যে কতদূর আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। তিনি যে প্রয়াগে ফিরিয়া আসিয়াই প্রমোদের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর; বিধাতা বুঝি তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রত-পালনে সন্তুষ্ট হইয়া বিনা চেষ্টাতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত ধন মিলাইয়া দিলেন। অনিল বাবু প্রমোদের হস্তধারণ পূর্ব্বক ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কেন বিদেশে আসিয়াছ? দেশে তোমার স্ত্রী ও ধাত্রী এখনও জীবিত।

পিতামাতা কাহারও চিরকাল থাকে না। তবে অপ-ঘাত মৃত্যু—তা কি করিবে ভাই? বিধাতার লীলা খেলা কে বুঝিবে বল? এখন চল, দেশে গিয়া তোমার সমস্ত বিষয়-বৈভব রক্ষা করিবে।” এই বলিয়া অনিল বাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিলেন। প্রমোদও বন্ধুর নিকট কোন বিষয় গোপন না করিয়া যথাযর্থ সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। বহুদিনের পর বন্ধুর সহিত বন্ধুর মিলন হইল।

অনিল বাবু কহিলেন, “ভাই! আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। তোমার স্ত্রীর যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে মনে বড় সন্দেহ হয়। চল ভাই, শীঘ্র চল। শ্রীজীবের নিকট থাকিয়া তুমি ত ধর্ম্মকর্ম্মে বেশ উন্নতি করিয়াছ, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; তিনি সংসার করিতেই তোমাকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।”

প্রমোদ আর কোন কথা না কহিয়া মনিবের বাটী গমন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বন্ধুর সহিত স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভ্রাট

কুসুমকুমারী কাশী হইতে আসিয়া একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছেন। কুসুম পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিত না, আজ মনের আবেগে সুলতাকে একখানি ও প্রয়াগে অনিলকে একখানি পত্র দিলেন—কতদিনে তিনি বাটী আসিবেন, যে-কার্য্যে গিয়াছেন—তাহার কোন কিনারা হইল কি না, জানিতে চাহিলেন। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মানুষ যেরূপ করে, কুসুম তাহাই করিলেন। যাহার সাক্ষাতে তিনি কখন হৃদয়ের কথা প্রকাশ করেন নাই, আজ তাহাই করিলেন। এবার কোন সন্ধান না পাইলে বিষ-ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবেন। এ-কথাও তাহাতে লেখা ছিল। পত্রও যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তথায় পত্রের অধিকারীকে না পাওয়ায় পত্র পুনরায় কুমারপুরের ডাকঘরে ফেরৎ আসিল।

পোষ্টমাষ্টার পত্র মোচন করিয়া প্রেরকের ঠিকানা দেখিলেন এবং পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যার-

পর-নাই ভীত হইলেন। দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক পতির অদর্শনে বিষপানে আত্মহত্যা করিবে বলিয়া লিখিয়াছে, অতএব এ-বিষয় পুলিশে না জানাইলে, ইহার কোন প্রতিবিধান হইবে না। পোষ্টমাষ্টার কুসুমকুমারীর পত্রখানি একখানি খামের মধ্যে পুরিয়া পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে পত্র পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের হাতে পড়িল। ইন্‌স্পেক্টার হরিশ্চন্দ্র সামন্ত পত্রপাঠে স্তম্ভিত হইয়া একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় সহসা ভদ্রলোকের স্ত্রীলোককে অপমান করা উচিত বোধ করিলেন না।

পতির অদর্শনে সতীর এইরূপ অন্তর্দাহই হইয়া থাকে। একে সে, পতির অদর্শন-জনিত দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাতে আবার এ-সংবাদ পাইলে, এরূপ অপমান সহ্য করিতে হইলে, নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি গোয়েন্দাকে বলিয়া দিলেন যে, যেন কুসুমকুমারী নাম্নী স্ত্রীলোকের বেইজ্জৎ না করা হয়, অর্থাৎ যাহাতে সে বিষপান বা অন্য কোন প্রকারে আত্মহত্যা করিতে না পারে, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে।

হরিশ বাবু পত্রখানি গোপন করিয়া রাখিলেন এবং যাহাতে স্ত্রীলোকটী আত্মহত্যা করিতে না পারে, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গোয়েন্দা প্রত্যহ কুমারপুরে বসুজা মহাশয়ের বাটীর নিকট গুপ্তভাবে থাকে, কেহই তাহাকে পুলিশের লোক বলিয়া জানিতে পারে নাই।

শুনা যায়, পুলিশের অত্যাচার চিরপ্রসিদ্ধ, ইহারা ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে, পুলিশ কর্ম্মচারীদের হৃদয় পাষাণে গঠিত, হৃদয়ে দয়া-মায়ার লেশমাত্র নাই, এই সকল চির-প্রচলিত বচন কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, তাহার প্রমাণ এই হরিশ বাবু দেখুন, হরিশ বাবু ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ কুসুমকুমারীকে ধরিয়া আনিয়া আদালতে দাঁড় করাইতে পারিতেন। আদালতে আনিলে, কুসুমের নিশ্চয়ই দণ্ড হইত, কিন্তু তিনি দয়া পরবশ হইয়া তাহা করিলেন না। একটী সুদক্ষ গোয়েন্দার উপর এই বিষয়ের ভারার্পণ করিলেন।

অনিল এই পুলিশ কর্ম্মচারীকে প্রমোদের বাটীর ডাকাতীর তত্ত্বাবধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কতক সন্ধানও

হইয়াছে, তবে দস্যুগণ জীবিত প্রমোদের সন্ধানে আজও অনুসরণ করিতেছে, পাঠক! কাশীতে যে সকল গুণ্ডা বিনোদিনীর বাটীতে প্রমোদের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল এবং তাহাকে প্রয়াগের পথে লইয়া গিয়া প্রাণে মারিবার চেষ্ট করিয়াছিল—তাহারাই এই গুণ্ডার দল। হরিশবাবু তাহাদের পশ্চাৎ লোক লাগাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আজ কুসুমের গুপ্ত-আত্মহত্যার-কাহিনী তাহার নিকট প্রকাশ পাইয়াছে; তিনি কি এই ভদ্রবংশের মান ইজ্জত কখন নষ্ট করিতে পারেন? অতি সাবধানে এবং গুপ্তভাবেই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মহত্যার উপক্রম

ভগবান! তোমার সৃজিত মানুষ আর কত সহ্য করিতে পারে? সুখ ও দুঃখ দিয়া তুমি মানুষকে পরীক্ষা কর তাহা জানি। কিন্তু দেব! যে ধর্ম্মপথগামী, তাহাকে উপর্য্যুপরি এইরূপ জ্বালাতন করিলে, সে

আর কত সহ্য করিবে? কুসুমকুমারী তোমাকে এত ডাকিতেছে, কৈ তোমার ত দয়া হইল না, অন্ততঃ তাহার স্বামীর সন্ধান পর্য্যন্ত হইল না। যে ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করে, তাহাকেই বুঝি তুমি তত জ্বালাতন করিতে পটু?

প্রায় দুইসপ্তাহ অতীত হইল, কুসুমকুমারী প্রমোদের কিম্বা অনিলবাবুর নিকট হইতে কোন সংবাদ পাইলেন না। তিনি আর কাহার আশায় জীবন ধারণ করিবেন? কাহার জন্য সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইবেন? কুসুমকুমারী স্থির করিলেন, আজ রজনীযোগে ধাত্রীর কৌটা হইতে আফিম খাইয়া এ-যন্ত্রণাময় প্রাণ বাহির করিবেন।

কুসুমকুমারী সেদিন ছলনা করিয়া বলিলেন,—"ধাই মা! আজ আমি কিছু খাইব না, আমার শরীর বড় মেজ-মেজ করিতেছে।"

ধাত্রী বলিলেন, "মা! ও কিছু নয়, নানাপ্রকার ভাবনায় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, তাই দেহ খারাপ হইয়াছে। কিছু না খাইলে আরও কষ্ট হইবে, তবে ভাত না খাও, আমি খই আনিয়া দিতেছি, আর দুধ আছে, তাই দিয়ে কিছু লঘু আহার কর, তাহলে আর অসুখ করিবে না। কিছু না খেলে কি

চলে মা? এত বড় রাতটা কি অমনি থাকতে আছে?”

ধাত্রী জানেন না যে আজ কুসুমকুমারী ইহসংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই আজ তাহার আহারাদিতে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এমন যে ভগবানের অনন্ত-আনন্দ-পরিপূর্ণ বিশ্ব-সংসার, আজ তাহার নয়নে যেন কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানে যেন সুখের লেশমাত্র নাই। অনন্ত দুঃখে জগৎ দুঃখময় হইয়াছে। তবে এ-দুঃখময় সংসারে কে বাস করিত ইচ্ছা করে?

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, ধাত্রী দুগ্ধ গরম করিয়া কুসুমকুমারীকে খাওয়াইলেন। আপনিও যৎসামান্য কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিতে গেলেন। ধাত্রী জানেন না যে, কুসুম আজ জগতের মায়া কাটাইয়াছেন। তিনি অন্যান্য দিনের মত নিশ্চিন্তমনে শয়ন করিলেন।

কুসুমকুমারীর ঘুম নাই, তিনি ধাত্রীর প্রতীক্ষা করিতেছেন, ক্রমে ধাত্রী নিদ্রিতা হইলে কুসুম আস্তে-আস্তে তাহার শিরোদেশ হইতে আফিমের কৌটা লইয়া যতটুকু আফিম ছিল, সমস্তই গলাধঃকরণ করিলেন এবং

পুনরায় কৌটাটী যথাস্থানে রাখিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে-ক্রমে কুসুমের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। কুসুম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

ধাত্রী অপর কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। হঠাৎ কুসুমের ঘর হইতে ছটফটানি শব্দ শুনিতে পাইয়া শীঘ্র কুসুমের কক্ষে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির, কুসুমকুমারী আলু-থালুবেশে ধূলায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। তাহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কুসুমকুমারী সর্ব্বনাশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ অতিশয় কোমল। ধাত্রী কুসুমকুমারীর অবস্থা দেখিয়া "বউ-মাগো" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। গভীর রাত্রে হঠাৎ ক্রন্দনধ্বনী শুনিয়া প্রতিবাসী সকলেই জাগিয়া উঠিল। সকলেই ৺দুর্গাদাস বসুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুবোধবাবু ধাত্রীর ক্রন্দনধ্বনী শুনিয়া তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া দুই-তিনজন ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তার-সকল অতিশয় যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে-ক্রমে পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে

আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রোগীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সুবোধবাবু বলিলেন, "আচ্ছা! আরও কিয়ৎক্ষণ দেখা যাক, আমিও ভাল-ভাল ডাক্তার আনিতে প্রস্তুত আছি। যদি এইস্থানেই আরোগ্য হয়, তবে বৃথা ভদ্রলোকের স্ত্রীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? পরে একান্ত যদি কোনরূপ উপকার না হয়, তখন আমরা স্বয়ংই হাঁসপাতালে লইয়া যাইব।"

কুমারপুরের মধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা একজন বর্দ্ধিষ্ট ও গণ্য-মান্য লোক। ইন্‌স্পেক্টার সুবোধবাবুর কথা অমান্য করিল না। রোগীকে তথায় রাখিয়া চিকিৎসা করিতে অনুমতি দিলেন।

সুবোধ বাবু ডাক্তারগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এখন কিরূপ অবস্থা দেখিতেছেন? আর কাহাকেও আনিতে হইবে কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "মহাশয়! আফিম বেশী উদরস্থ হয় নাই, তবে বহুক্ষণ ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন বলিয়া এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আর এখানে অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে না, হাঁসপাতালে লইয়া গেলে বড়-ভাল হইত, তবে হাঁসপাতালে রোগী

আরোগ্য হইলে, শেষে গোলোযোগ হইতে পারে, এই ভয়।”

সুবোধ বাবু—আমিও সেইভয় করিতেছি, শেষে কি ভাল করিতে মন্দ করিয়া ফেলিব ?

ডাক্তারগণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে বলিলেন,—“তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই, ৺দুর্গাদাস বসু মহাশয়কে এবং আপনাদের সকলে যথেষ্ট মান্য করে। পুলিশ কখনই আপনাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আপনি হাঁসপাতালে গমন করিয়া স্বতন্ত্র একটী ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া আসুন, তাহার পর রোগীকে লইয়া যাওয়া হইবে। রোগী যে এ যাত্রা বাঁচিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সুবোধ বাবু ডাক্তারগণের পরামর্শানুসারে হাসপাতালে গেলেন এবং অধ্যক্ষকে বলিয়া একটী সুপ্রশস্ত ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। অতি প্রত্যুষে কুসুমকুমারীর মৃতপ্রায় দেহ হাঁসপাতালে আনীত হইলে সুবোধ বাবু অন্যান্য আরও ভাল-ভাল ডাক্তারের পরামর্শ লইতে লাগিলেন। কুসুমকুমারীর রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য যে ধাত্রীও সেবা-শুশ্রূষার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। সুবোধ প্রাণপণে কুসুমকুমারীর প্রাণ-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি জানেন, কুসুম জীবিতা হইলেই স্বর্গীয় বসুজা মহাশয়ের নাম ও বংশ বজায় থাকিবে, তাই তিনি ও প্রতিবাসী সকলেই ভগবানের নিকট কুসুমকুমারীর আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছেন। ভাল মানুষ হইলে, সকলেরই প্রাণ তাহার জন্য কাঁদিয়া উঠে, এ-জগতে ভালমানুষের শত্রু নাই, অথবা শত্রুতাচরণ করিলেও কিছুতেই তাহার অনিষ্ট করিতে পারা যায় না। এইজন্য কথায় বলে, "আপ্ ভাল ত জগৎ ভাল।"

আজ কুসুমকুমারীর জন্য কুমারপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একান্ত কাতর। ধাত্রী অনবরত অশ্রুনীরে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন। আর সুবোধ, তাহার আহার-নিদ্রা নাই, অর্থকে অর্থ জ্ঞান করিতেছেন না, কেবল বলিতেছেন,—হে ভগবান! সদ্বংশের এরূপ করিয়া নিগ্রহ করিলে আর কে তোমায় ডাকিবে ঠাকুর? কুসুমকে শীঘ্র করিয়া আরোগ্য করিয়া দাও!

প্রতিবাসী সকলেই হাঁসপাতালে যাতায়াত করিতেছে, গৃহে কাহারও মন স্থির হইতেছে না।

বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কিরণে চারিদিক দগ্ধ হইতেছে। এমন সময় দুইটী যুবক কুমারপুরে ৺উমাদাস বসুজা মহাশয়ের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একজন কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ, অপর জন ন্যূন বয়স্ক। বয়োজ্যেষ্ঠ বলিলেন,—"ভাই! ইহারা বোধ হয়—অপর কাহার বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছেন, অতএব আইস, অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, আর দাঁড়াইতে পারা যায় না, আমাদের বাড়ীতে বিশ্রাম করিবে।" এই বলিয়া দুজনে উঠিয়া যাইবেন, এমন সময় ধাত্রী কুসুম-কুমারীকে সুবোধের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বাটীতে দুগ্ধ লইতে আসিতেছিলেন। ধাত্রী যুবকদ্বয়কে চিনিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে—"বাবারে আমার কি হইল, বউ-মা বুঝি এ-যাত্রা বাঁচিল না" এই বলিয়া ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠক! আপনারা কি যুবকদ্বয়কে চিনিতে পারিয়াছেন। উহারা আমাদের প্রয়াগ-প্রত্যাগত প্রমোদ ও অনিলবাবু।

অনিলবাবু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধাই-মা! কি হয়েছে, আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

ধাত্রী ততোধিক মর্ম্মভেদীস্বরে বলিলেন, "বাবা! কাল-রাত্রে বউ-মা আফিম খাইয়াছে। তাহাকে হাঁস পাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করান হইতেছে।"

প্রমোদ শুনিয়া অবাক্, স্থির নিশ্চল! বৃক্ষে বজ্রাঘাত হইলে বৃক্ষ যেমন স্থির থাকে, অথচ ফল-পত্রাদি ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ প্রমোদ এই বজ্রসম বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেলেন। তাঁহার আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, আর দাড়াইতে পারিলেন না, মস্তক ঘুর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি সেইখানেই ধরাসনে বসিয়া পড়িলেন।

অনিলবাবু বলিলেন,—"ভাই প্রমোদ! আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল, এখন শীঘ্র চল, দেখি যদি কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি।"

প্রমোদের উঠিবার শক্তি ছিল না। তিনি বলিলেন, "ভাই! তুমিই সুসময়ে ও অসময়ে আমার একমাত্র বন্ধু। তুমি যাও, আমার যাইবার শক্তি নাই, একটু সুস্থ হইলে যাইতেছি। অর্থের কোন চিন্তা করিও না। আমি যখন আসিয়াছি, তখন যত অর্থ লাগে, দিতে স্বীকৃত আছি।"

অনিল বাবু বলিলেন,—"সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হইবে না। সুবোধ সেখানে আছে, সে এ সকল বিষয়ে অতি বিচক্ষণ।" এই বলিয়া অনিল ধাত্রী সহ দুগ্ধ লইয়া চলিয়া গেলেন এবং হাঁসপাতালে গমন করিয়া ডাক্তারগণকে রোগীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলে সমস্বরে বলিলেন,—"মহাশয়! আর কিছু ভয় নাই, বমি হইয়া আফিম উঠিয়া গিয়াছে, এখনও নেশা কাটে নাই। তবে এখন অবস্থা যে সম্পূর্ণ আশাজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

ক্রমে ক্রমে কুসুমকুমারীর চৈতন্য হইল। চারিদিকে জনতা দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। ধাত্রী বলিলেন,—"বউমা! একটু আরাম হয়েছো কি? দেহ কি একটু সুস্থ হয়েছে? মা! প্রমোদ এসেছে। আর একদিন অপেক্ষা করতে পারিলে না?"

প্রমোদ আসিয়াছে, শুনিয়া কুসুমকুমারীর দেহ বেশ নব-বলে বলীয়ান হইল।". তিনি ক্রমে ক্রমে উঠিয়া বসিলেন এবং ধাত্রীর কাণে কাণে বলিলেন, "মা! তুমি সুবোধকে বল, আমাকে হাঁসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে; এখানে থাকিতে বড় লজ্জা হচ্ছে।" ধাত্রী সুবোধবাবুকে কুসুমকুমারীর অন্তরের কথা বলিলেন।

সুবোধ বলিলেন, "আচ্ছা! তাহাতে আর ক্ষতি কি?" অনন্তর সুবোধ ও অনিল বাবু জামিন হইয়া কুসুম কুমারীকে গৃহে লইয়া গেলেন। কুসুমকুমারীকে দেখিয়া প্রমোদের দেহে যেন প্রাণ-সঞ্চার হইল। কিন্তু শেষ কি হইবে, আরোগ্য হইলে পুলিসের হাতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবেন, এই চিন্তাই কেবল এখন বলবতী হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অব্যাহতি

জগতে অর্থের দ্বারা কি না হয়। অর্থ থাকিলে এই জগতে অসাধ্য সাধন হইতে পারে, এ জগতে অর্থ দ্বারা সাধিত হয় না, এমন কার্য্য নাই। কলিযুগে অর্থই যখন সকলের মূলাধার, তখন কুসুমকুমারী অব্যাহতি পাইবে না কেন?

কুসুমকুমারী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইলে অনিলবাবু প্রমোদ ও সুবোধ সকলে তাঁহার উদ্ধারের উপায় করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবাসী সকলেই প্রাণপণে

চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে কুসুমের কোন অনিষ্ট না হয়।

কুমারপুরে ৺দুর্গাদাস বাবুকে কে না জানিত, কে না তাঁহাকে মান্য করিত, কে না তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়াছে? ৺দুর্গাদাস বসু যখন জীবিত ছিলেন, তখন পুলিস তাঁহার সদ্‌গুণে বাধ্য ছিল। অনেক সময় তাঁহার সাহায্যে পুলিস কত অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। এখন তিনি জীবিত নাই বলিয়া কি পুলিস সে উপকার বিস্মৃত হইবেন? তাঁহার বালিকা বধূ না হয়, 'একটা দোষই করিয়াছে, তজ্জন্য কি তাহার ক্ষমা হইতে পারে না? অবশ্যই হইতে পারে? পুলিশের সর্ব্ব প্রধান ইনেস্পেক্টার হরিশ বাবু বলিলেন, "বসুজা মহাশয়ের অপঘাত মৃত্যু ও এতাবৎকাল পতির অদর্শনে স্ত্রীলোকের এরূপ মতিভ্রম ও ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে।" এই বিবেচনা করিয়া তিনি কুসুমকুমারীকে অব্যাহতি দিলেন। এবং প্রমোদকে হাসিতে হাসিতে তামাসাচ্ছলে বলিলেন,—"এ সকল কেবল তোমারই দোষে হইয়াছে, এজন্য তোমাকে কিছু দণ্ড দেওয়া উচিত।"

প্রমোদ কৃতজ্ঞতা স্বীকারচ্ছলে বলিলেন,—"মহাশয়!

আপনারা না থাকিলে আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইতাম না। একেত আমার সমস্তই গিয়াছে, আবার আমার মান সম্ভ্রম সকলই যাইত, কেবল আপনাদের দয়ায় তাহা রক্ষা হইল। আমি আপনাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।

হরিশ বাবু বলিলেন,—"প্রমোদ! তুমি বহুদিন দেশ ছাড়া হইয়াছিলে। পিতা মাতার কোন কার্য্যই কর নাই, যাহাতে পিতা-মাতার শ্রাদ্ধাদি হয়, সৎকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহার চেষ্টা কর। আমি বহুপূর্ব্বে অনিলবাবুর কথায় দুইজন অতি বিচক্ষণ গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছি। যাহাতে তোমার পিতৃহন্তা পাষণ্ডগণ শীঘ্র ধরা পড়ে, তাহার বিহিত চেষ্টা পাইব। ইহার কোন সন্ধান না হইলে নিশ্চয়ই তাহারা প্রশ্রয় পাইবে।" এই বলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনিল প্রমোদ ও সুবোধ বাবু, হরিশ বাবুর সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কুসুমকুমারী অব্যাহতি পাইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

সৎকার্য্য

প্রমোদ এখন অনিলবাবুকেই প্রকৃত বন্ধু পাইয়াছেন। বাস্তবিক অনিলবাবুর পরোপকার ব্রত অতি প্রশংসনীয়।

অনিলবাবু একদিন প্রমোদকে বলিলেন,—ভাই! এইবার বসুজা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ কার্য্যটা সম্পন্ন কর, আর দেরী করা ভাল দেখায় না।" প্রমোদ বলিলেন, "ভাই! এজগতে তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু, তুমি কিরূপ করিতে আদেশ কর, বল, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।"

অনিল বাবু বলিলেন,—ভাই! বসুজা মহাশয় মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিষয়-আশয় সমস্তই রহিয়াছে। অতএব তাঁহার শ্রাদ্ধ চুপে চুপে হওয়া ভাল দেখায় না। অর্থের ত অসদ্ভাব নাই, ভাল করিয়াই কার্য্য করা উচিত, এ খরচ কিছু অসৎ পাত্রে পড়িবে না।"

প্রমোদ বলিলেন,—"যেরূপ করিলে ভাল হয়, তুমি তাই কর, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

অনিলবাবু বলিলেন,—"তবে আগামী কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তিথিতেই উক্ত কার্য্য সমাধা হইবে। তুমি এদিককার সমস্ত আয়োজন কর, আমি দেশ-বিদেশে অধ্যাপকদিগকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করি।"

প্রমোদবাবু পুরোহিত মহাশয়ের সাহায্যে সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। পবিত্র বসুবংশে আবার আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইয়া গগনমার্গ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কুসুমকুমারী আবার যেন নবজীবন পাইয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য পূর্ব্বের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছে, কুসুমকুমারী পুনরায় নব-বিকসিতা মল্লিকার মত সৌরভ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ধাত্রীর আর আনন্দের সীমা নাই। এমন দিন যে আবার হইবে, তাহা ধাত্রীর মনে ছিল না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আজ তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। সুসময়ে লোকের অভাব হয় না, আপনি আসিয়া জুটে। তুমি একটী উৎসব কর, দলে দলে, তোমার বাটীতে লোকের আমদানী হইবে, আপনারাই আসিয়া কাজ-কর্ম্ম করিবে, কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না। কিন্তু যখন তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, যখন তোমার

অসময় হইবে, তখন কেহ ফিরিয়াও দেখিবে না। যে সকল লোক এক সময়ে তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল, তোমার অসময়ে তাহারা আসিবেই না, কথা কহা ত পরের কথা। তুমি যদি তাহাদের বাটী গিয়া জানাও যে, ভাই! আমার পিতার কাল হইয়াছে, লোকাভাবে তাঁহার সৎকার হইতেছে না, তোমরা একবার আইস। তাহারা বলিবে, অসুখ হইয়াছে, কি প্রকারে যাইব; মাপ কর। নতুবা স্ত্রীর গর্ত্ত হইয়াছে, বলিয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিবে, স্বার্থপর মানবের ইহাই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। কিন্তু অসময়ে যিনি সুসময়ের মত ব্যবহার করেন, অথবা সুসময় অপেক্ষা যিনি বিপদ সময়ে সাহায্য করেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু এবং এইরূপ বন্ধুই সর্ব্বদা প্রার্থনীয়, অনিল বাবুই তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

ক্রমে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তিথি উপস্থিত হইল। আজ প্রমোদের পিতৃশ্রাদ্ধ। প্রমোদ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনিল বাবুর নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে লইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

৺দুর্গাদাস বাবু যেরূপ ধরণে কাজ কর্ম্ম করিতেন, পিতৃপথানুবর্ত্তী প্রমোদ বাবু সেইরূপ ধরণে কার্য্য করিলেন, কিছুরই ত্রুটী হইল না।

এই কার্য্যোপলক্ষে কুসুমকুমারীর পিতৃভবনেও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইয়াছিল, রজনীকান্তও সমস্ত শুনিয়াছিলেন, কিন্তু আসিতে পারিলেন না। কোন্ লজ্জায় আর কন্যা ও জামাতার নিকট মুখ দেখাইবেন?

সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। কুটুম্বগণ যে যাহার ভবনে চলিয়া গেল। প্রমোদ প্রতিবেশী-মণ্ডলে সুখ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে প্রমোদ অনিল বাবুর সাহায্যে আপনার জমীদারী কার্য্য পুনরায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বসুবাটী আবার পূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া হাসিতে লাগিল।

যখন জমীদারীর সমস্ত বন্দোবস্ত আবার ঠিক হইয়া গেল, যখন চারিদিকে আবার বসুবাটীর সুনাম প্রচার হইয়া সুখের উৎস খুলিয়া দিল, তখন ধাত্রী আপনার মানসীকের কথা, বিপদের সময় যে সত্যনারায়ণ ও সুবচনীর কথা দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন—তাহা সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিলেন।

সুলতা ও অনিলবাবু ধাত্রীর কথা অমান্য করিতে পারিলেন না; ধাত্রী যে প্রমোদের গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষাও পূজনীয়; এ বিপদের সময় তিনি যেরূপ ভাবে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, অনেক গর্ভ-

ধারিণী যে তাহা স্বীকার করিতে পারে না। অনিল-বাবু প্রমোদকে ধাত্রীর মনোগত ইচ্ছা জানাইলেন। ধার্ম্মিকের বংশধর ধর্ম্মকার্য্যে কখন বিমুখ হয় না। প্রমোদ শুনিবামাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

বহুদিন পবিত্র বসুবাটী একপ্রকার নীরব ছিল, কোন কাজকর্ম্ম হয় নাই। যখন দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়া আবার সুখ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে,—যখন বসু-বাটীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, প্রমোদ যখন আবার মনের আনন্দে জমীদারীর কায কর্ম্ম সকল সুশৃঙ্খলায় চালাইতেছেন, তখন আর ভাবনা কিসের? কথামত কার্য্য হইতে লাগিল, অনিলবাবু শুধু সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজনরূপ মোক্ষ কার্য্যেরও ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানসিক ক্রিয়া

এখন ধর্ম্ম বিশ্বাসটা আমাদের অনেক শিথিল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কিন্তু প্রত্যেক কাযেই বাটীর বৃদ্ধা গৃহিণীগণ দেবতার মানত করিতেন, তৎপরে সেই অনুসারে কার্য্য সমাধা করিয়া দেব-দ্বিজের অনুগ্রহ লাভ করিতেন। এখনও আমাদের স্ত্রীজাতির মধ্যে কতক পরিমান তাহা বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পুরুষ সকলের মধ্যে একেবারেই হিরণ্যকশিপুর ভাব। দেবতার মানত করিয়া কার্য্যসিদ্ধি হইল—এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চান না। কাজেই মানসীকের ক্রিয়াও অনেকস্থলে ভুল হইয়া যায়, স্ত্রীলোকে উত্তেজিত করিলেও বিকৃতমস্তিক পুরুষগণ হাসিয়া উড়াইয়া দেন, বলেন—"মানসীক করে হলো" এ আবার কি কথা; পরিশ্রম না করলে কি কোন কাজ হয়—দেবতা কি ঘরে বসিয়ে কাজ করে দিবেন। আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস দেখিয়া তাহারাও হতাশ হইয়া ভিন্ন ভাব ধারণ

করেন। অনেক সংসার আজকাল এরূপ শিক্ষার দোষেই ত বিগড়াইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে এ ভাব হিন্দু নরনারী মজ্জাগত ছিল, ধর্ম্ম বিশ্বাসে হৃদয় ভরপুর ছিল। তাই ধাত্রী মানসিক কার্য্যে পরিণত হইয়া মহাসমারোহ হইতেছে, শুধু সত্য নারায়ণ বা সুবাচনীর ব্রতকথা নহে। প্রমোদ ধাত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য রজনাযোগে বিবিধ প্রকারে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার মহতী ঘটাও হইতেছে। ক্রমে রাত্রি হইলে ভোজনান্তে বিপ্রগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে গৃহে গমন করিয়াছেন, স্বজাতিবর্গের ভোজন ব্যাপার এইমাত্র সমাধা হইয়া গেল। এইবার কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আগত-অভ্যাগত সকলে ভোজন করিলেই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এমন সময় দুইখানি গাড়ী আসিয়া বসুবাটীর সিংহদ্বারে লাগিল। প্রমোদ বাহিরেই ছিলেন, গাড়ী আসিতে দেখিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইলেন—একটী বাবু নামিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল মশায়! প্রমোদকুমার বসুর বাটী কি এই।

প্রমোদ বলিলেন—আজ্ঞা হাঁ! আমারই নাম, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?

আগন্তুক। কাশী হইতে।

প্রমোদ। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আবশ্যক কি বলুন?

আগন্তুক। আপনি আপনার বন্ধু অনিলবাবুর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন কি?

প্রমোদ। কেন, আবশ্যক কি? তিনি আমাদের বাটীতেই আছেন, অদ্য কোন দৈবকার্য্য ছিল; এই মাত্র তাহা সমাধা হইতেছে, বোধ হয়, তিনি ভিতরে আহার করিতে বসিয়াছেন।

আগন্তুক। ভাল! আমি অপেক্ষা করিতেছি—ভোজন সমাধা হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে একবার পাঠাইয়া দিন, বিশেষ কাজ আছে।

প্রমোদ আগন্তুককে অনিলের কোন বিশিষ্ট বন্ধু অনুমান করিয়া তাহাকে যথেষ্ট সাদর সম্ভাষণ করিলেন এবং বসিতে আসন দিলেন। অশ্বযান ফটকের বাহিরেই দণ্ডায়মান রহিল, তাহার মধ্যে আরও কতকগুলি লোক আছে—প্রমোদ তাহাদের আনিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আগন্তুক বলিল—মহাশয়! আমরা অনিলবাবুর, নিকট যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি, দেখি,—সে কার্য্য সমাধা হয় কি না, তারপর বিশ্রাম করিব—নতুবা কেবল মাত্র এখানে বিশ্রাম

প্রমোদ বলিলেন, "উহারা আমায় অত্যন্ত ভালবাসে, তাই উহাদের সহিত বেড়াইতে যাই। তুমি যখন বারণ করিতেছ, তখন আর যাইব না।"

বিনোদিনী বলিল,—"আচ্ছা প্রমোদ! তুমি কাশীতে কতদিন আছ এবং এখানে কি করিতে আসিয়াছিলে? তুমি কি ঐরূপ গুণ্ডামী করিয়া দেশ ছাড়িয়াছ? প্রমোদ! আমি পাপিষ্ঠা বেশ্যা বটে—বেশ্যাগিরি করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে। তাই যাহাকে পাপ করিতে দেখি—ভদ্রবংশের লোক হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে, আমার স্বতঃই ইচ্ছা হয়। এইজন্য তোমাকে ভদ্রবংশ ভাবিয়া, কতবার তোমার পরিচয় চাহিয়াছি—কিন্তু কই তুমি ত কোন কথাই কও না?"

জ্বলন্ত-অগ্নিতে ঘৃত অর্পণ করিলে, অগ্নি যেমন জ্বলিয়া উঠে, অথবা মস্তকে সর্পদংশন করিলে যেমন যন্ত্রণা হয়, প্রমোদ বিনোদিনীর কথায় সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে জাগরিত হইয়া উঠিল, প্রমোদের হৃৎপিণ্ড, যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জ্বালা নিবারণের জন্য প্রাণ ভরিয়া সুরা পান করিলেন।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"কই প্রমোদ! কথা কহিতেছ না যে?"

প্রমোদ বলিলেন, "বিনোদিনী! ও সকল পূর্ব্ব-কাহিনী আর তুলিয়া ফল কি? দেশে আমার কেহই নাই, ছয়মাস হইল আমার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, আমি দেশত্যাগী হইয়াছি।"

উত্তর বেশ মনে লাগিল না, তবে যখন পরিচয় দিতে প্রমোদ রাজি হইতেছে না, তখন একদিনে এত বাড়া-বাড়ি করা ভাল নয়, ভাবিয়া—বিনোদিনী আর কিছু বলিল না, ক্রমে-ক্রমে কার্য্যসিদ্ধি করিবে ভাবিয়া উভয়ে নীরবে সেদিনকার মত নিদ্রা যাইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিরাশায় আশা

কুসুমকুমারী পিত্রালয় হইতে চলিয়া আসিয়া, ধাত্রী সহ এখন নস্করপুরে নিজগৃহেই বাস করিতেছেন। কিন্তু এতাবৎকাল, পতির কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই বলিয়া সতী যেন বিবশা; দেহের সে

করিয়া ফল কি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার তাহাকে সংবাদ দিন।

প্রমোদ আর কাল বিলম্ব না করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া অনিলকে সমস্ত কথা বলিলেন। এত রাত্রিতে কাশী হইতে আমার কোন বন্ধু এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার এত কি আবশ্যকীয় কার্য্য থাকিতে পারে? অনিলবাবু কিছু বুঝিতে পারিলেন না—তথাপি আহারান্তে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আহা এ কি! ছেদীবাবু যে, এতরাত্রে কাশী হইতে এখানে কেন, আর কোথাও নিজের কোন দরকার আছে বুঝি!

ছেদী। কেন, আপনার বাটীতে এতরাত্রে অতিথি হইয়াছি বলিয়া ভয় পাইতেছেন না কি!

অনিল হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভাই! ভয়ও নাই, ভরসাও নাই; কাশীর লোককে সহজে বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক—বহুদিন পরে আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল, আমি ইতিমধ্যে সপরিবারে কাশীতে গিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম—একবার আপনার সহিত দেখা করিব কিন্তু যে কার্য্য লইয়া

গিয়াছিলাম—তাহাতে তিলমাত্র সময় পাই নাই, এমন কি আমার এক শ্যালকের নিকট পরিবারবর্গকে রাখিয়া ডুই-তিনদিনের মধ্যে প্রয়াগ ছুটীতে হইয়াছিল, সেইখানে অসম্ভব বিলম্ব হইয়া গেল, পরিবার-বর্গও আর তথায় থাকিতে না পারিয়া, আমার শ্যালকের সহিত চলিয়া আসিল। আমি আজ কয়েক দিন হইল প্রয়াগ হইতে আসিয়া এই বন্ধুর বাটীতে অবস্থান করিতেছি, ইঁহার বাটীতে একটী কাজ ছিল—তাহাই সম্পন্ন করিতে এখনও এখানে রহিয়াছি,—বোধ হয় আরও ডুই-চারিদিন পরে স্বগৃহে গমন করিব।"

ছেদীলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার শ্যালকের নাম কি?"

অনিলবাবু ছেদীলালের হঠাৎ এরূপ প্রশ্নের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—তবে কি সুবোধ কাশীতে অবস্থান কালীন কোনও অনিষ্ট করিয়া আসিয়াছ এবং সেইজন্য ছেদী প্রতিশোধ লইবার জন্য এতদূর আসিয়াছে, ছেদী যে কাশীর গুণ্ডা, সে পারে না এমন কার্য্যই নাই। কিন্তু বিদেশে সে এমন কি অনিষ্ট করিতে পারে, এত আর তাহার কাশীর

একাধিপত্য নয়—এ যে আমাদের স্বদেশ, বেশী গোল-মাল করিলে গুণ্ডামী বাহির হইয়া যাইবে। অনিল কিয়ৎক্ষণ পরে সাহসে ভর করিয়া বলিল—"সুবোধকে কেন, তাহাকে তোমার আবশ্যক কি?"

ছেদীলাল সকলের সাক্ষাতে আর কোন কথা না কহিয়া, অনিলবাবুকে বাটীর বাহির করিয়া আনিল এবং গাড়ীর নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। প্রমোদ ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কথঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া মনে মনে বলিলেন—"তবে আমার সংক্রান্ত কোনও চক্রান্ত না কি, আমিত কাশীতে অনেক কাণ্ড করিয়াছি। এ কি তবে বিনোদিনীর কোন কাণ্ড?"

প্রমোদ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বন্ধুর আশায় জাগিয়া বসিয়া রহিলেন—তিনিও মনে করিতে লাগি-লেন—যদি কোন কু-মতলবই থাকে, তাহা হইলে এখানে কি করিবার ক্ষমতা তাহার আছে?, যাহা হউক, দেখি ভগবান কি করেন, বলিয়া অনিলের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন, অন্দরে তখন স্ত্রীলোকেদিগের আহারাদি হইতেছিল।

বাহিরে গাড়ার নিকট আসিয়া অনিল ও ছেদীলাল নানাকথা কহিতে লাগিল এবং ক্ষণে-ক্ষণে গাড়ীর

মধ্য হইতে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোকের মৃদু কথা-বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া গেল। অনিল আরও ভীত হইলেন।

ছেদী বলিল—"তোমার পরিবারবর্গ কাশীতে থাকার সময়ে তথাকার কোন স্ত্রীলোকের সহিত, তোমার স্ত্রীর আলাপ হইয়াছিল কি?"

অনিল। একটী স্ত্রীলোক, লোকে বলে সে বেশ্যা কিন্তু আমার স্ত্রী বলেন—সে স্বর্গের দেবী, তেমন স্ত্রীলোক যে বেশ্যা হয়—তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত আমার স্ত্রীর আলাপ হইয়াছিল।

ছেদী। তোমার শ্যালক সুবোধচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল কি!

অনিল। হাঁ হইয়াছিল।

ছেদী। সে স্ত্রী কোথায়, তাহা জানেন কি?

অনিল। সে অনেক কথা ভাই! সে পুরাতন কাহিনী তুলিয়া আর আবশ্যক কি, আর তাহাতে তোমার ইষ্টানিষ্ট কি—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

ছেদী। দস্যুকবলে কবলিত হইয়াছিল নয়। সুবোধের পীড়ার সময় সে প্রতিবাসীর বাটী হইতে

রাত্রে তৈল আনিতে গিয়া দস্যুগণ কর্ত্তৃক হৃত ও নিরুদ্দিষ্টা হয়, ইহা কি সত্য ?

অনিল। হাঁ, এ সব সত্য, তুমি আমাদের সম্বন্ধে এত তথ্য কিরূপে সংগ্রহ করিলে, আর এ সকল কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ—তাহাতে তোমার কি লাভালাভ হইবে ?

ছেদী। সেই নিরুদ্দিষ্টা রমণীকে যদি তোমরা পাও, তাহা হইলে গ্রহণ করিবে কি ?

অনিল। যদি সে পতিতা না হইয়া থাকে, তাহার সম্যক প্রমাণ পাই—তাহা হইলে গ্রহণ করিতে আপত্তি কি ; সেই পত্নীর মুখ চাহিয়া সুবোধ এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই।

ছেদী ডাকিল—দিদি ! বাহিরে আসুন ! গাড়ীর মধ্য হইতে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী বাহির হইলেন। ছেদী বলিলেন—এই সেই নিরুদ্দিষ্টা রমণী, তোমার শ্যালক পত্নী—ইহার চরিত্র সম্বন্ধে কাশীর অন্নপূর্ণা-মন্দিরের পুরোহিতদ্বয় সাক্ষ্য দিবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারাও তখন নামিয়া আসিলেন, অনিল এই পুরোহিতদ্বয়কে জানিতেন, তাঁহারা মহা ধার্ম্মিক ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ; অনিলকে বলিলেন—বিনোদিনী ! সাক্ষাৎ সতী ; তবে

বহুদিন অতিকষ্টে সে বেশ্যা-পল্লীতে থাকায়, সকলে তাহাকে বেশ্যা বলিত। ইহার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা ত সাক্ষ্য দিবই, তোমার প্রাণের বন্ধু প্রমোদও ইহার বাটীতে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিল, এবং ইহার অন্নে জীবন ধারণ করিয়াছিল, বিশ্বাস না হয়—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার!

অনিলবাবু বিস্মিত, স্তম্ভিত, আনন্দে আত্মহারা—কোথাকার ঘটনা, কতদিন পরে কোথায় আসিয়া মিশিতেছে দেখিয়া, তাঁহার প্রাণ একেবারে ভগবানের মহিমায় বিমোহিত হইয়া পড়িল। রমণী সদুঃখে কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"অনিল! তুমি আমাকে চিনিতে না পার, আমি তোমায় চিনিয়াছি; অবিশ্বাস করিও না—ভগবান সাক্ষ্য!"

বহুদিনের পরিচিত কণ্ঠস্বর—কথঞ্চিৎ গম্ভীর হইলেও অনিল বুঝিতে পারিলেন, বাল্যে ইহার কত আদর ভালবাসা পাইয়াছেন; ইনি ত সম্পর্কে জ্যেষ্ঠা ভগিনী! অনিল আনন্দে গদ-গদ হইয়া বলিলেন—বৌদিদি! অপেক্ষা কর, আমি সকলকে ডাকিয়া আনিতেছি।

অনিল আনন্দে উঠিপড়ি করিয়া প্রমোদের অন্তঃপুরে গমন করিলেন। বন্ধুকে আনন্দ মনে দৌড়াইতে দেখিয়া

প্রমোদও কোন শুভ সংযোগ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া অন্দরে গেলেন। অনিল সুলতাকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন—সুলতা কুসুমকুমারীকে বলিলেন, তার পর ধাত্রীসহ তাঁহারা ঘটনাস্থলে আসিয়া বিনোদিনীকে দিদি, দিদি বলিয়া বাহুপাশে বেষ্টন করিলেন।

সুবোধ তখন ভাণ্ডার গৃহে ছিলেন—তিনি যাইতে পারেন নাই। প্রমোদ আসিয়াছিলেন, তিনি বিনোদিনীকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন—অকৃতজ্ঞ প্রমোদ অসহায় অবস্থায় তাঁহার অন্নে জীবন ধারণ করিয়া তাঁহারই অলঙ্কার চুরি করিয়া পলাইয়াছিল। এখন সেই পবিত্রা রমণীর নিকট তিনি কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

প্রমোদকে পুরোহিতগণ বিনোদিনীর চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে বলিলে তিনি অতি আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "বিনোদিনীর চরিত্র ভাগিরথী সলিল অপেক্ষাও পবিত্র, প্রতিদিন স্বামীপূজা, শিবপূজা না করিয়া, জল গ্রহণ করিতেন না।"

এমন দিন নাই, যেদিন তিনি স্বামীর জন্য নিভৃতে কাঁদিয়া বুকের রক্ত জল করিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস—তাহার স্বামীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে

শুশ্রূষা অভাবে তিনি এতদিন মারা গিয়াছেন—ছেদী সন্ধান করিয়া, সেই সংবাদই আনিয়া দিয়াছিল; সেই অবধি তিনি উদ্দেশে স্বামীর পূজা করিয়া, নিভৃতে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেন, জীবন-ধারণের জন্য কিছু না খাইলে নয়—তাই একবারমাত্র চারিটী হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। বেশ্যা-পল্লীতে অবস্থানের জন্য সকলে তাঁহাকে বেশ্যা বলিত; তিনি কাহার সহিত কথা কহিতেন না—তাহার প্রতিবাদ করিতেন না, যখন স্বামীকে পাওয়া গেল না—তখন লোকে তাহাকে বেশ্যা বলিলেই কি আর সতী বলিলেই বা কি ফল হইবে। আমি যতদিন তাঁহার আশ্রয়ে ছিলাম, তাহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া বুঝিয়াছি; আমি তাঁহাকে তামাসার স্থলে সময়ে-সময়ে অনেক কথা বলিয়াছি—আশ্রিতকে দণ্ড দেওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি আমাকে কোনও কথা বলিতেন না, সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেন। আমার তখনকার অবস্থা একপ্রকার পাগলের মত; কাজেই "পাগলে কি না বলে, আর আকালে কি না খায়" এইরূপ বুঝিয়া তিনি আমায় ক্ষমা করিতেন।

এখন সম্পূর্ণ পরিচয় সুবোধের হস্তে, তিনি তাহাকে যতদূর চিনিতে পারিবেন—এমন আর কেহ পারিবে

না। সুবোধের কাণে এ-কথা উঠিল—সুবোধ প্রথমতঃ পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তার পর যখন অনিলবাবু আসিয়া ডাকিলেন—সুবোধ বাবু! একবার আসুন ত; বোধ হয় কোন শুভ সংঘটনে বৌদিদিকে আবার পাওয়া যাইবে—আমার জনৈক বন্ধু কাশী হইতে ঠিক সেইরূপ একটী স্ত্রীলোক আনিয়াছেন, আমি গলার আওয়াজে কতকটা অনুমান করিয়াছি, এক্ষণে আপনার দ্বারা সনাক্ত হইলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হয়।

কথা শুনিয়া সুবোধচন্দ্রের প্রাণের মধ্যে হঠাৎ একটা বৈদ্যুতিক শক্তি খেলা করিতে লাগিল। স্মৃতি হতাশ-আশ্বাসে বিস্মৃতি-সলিলে ডুবিয়া গিয়াছিল, পুনরায় যেন নবীভূত হইয়া, প্রাণের প্রত্যেক পরতে-পরতে বিরাজ করিতে লাগিল। হায়! আবার কি আমার হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বরী সেই প্রাণ তুল্যা জীবন-সঙ্গিনীকে পাইয়া জীবন জুড়াইতে পারিব? বিবাহ হইয়া অবধি অভাগিনী আমার ন্যায় পীড়িত স্বামীকে লইয়া ঘোর দুঃখে জীবন কাটাইয়াও একদিনের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই, চিরদিন কায়ার ছায়ার মত; বেহুলার মত মৃতপ্রায় স্বামীকে বুকে করিয়া, জীবন

অভিবাহিত করিতেছিল—ইহাতে নিজেকে মহা সৌভাগ্য-শালিনী মনে করিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিত,তাহার দুঃখ দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইত, কিন্তু তাহাতে সে দুঃখিতা না হইয়া বরং আনন্দের হাসি হাসিয়া কতদিন আমাকে বলিয়াছে—প্রাণেশ! আমার জন্য তুমি বিষাদ অনুভব করিও না, আমার কিছুমাত্র কষ্ট নাই—আমি তোমার সেবা করিয়া খুব সুখে আছি, এক্ষণে ভগবান তোমাকে এই দুর্বিসহ কষ্টকর ব্যাধি হইতে নির্মুক্ত করিয়া দিন—আমি বুক চিরিয়া রক্তদানে তাঁহার পূজা দিব। সতীর সেই প্রাণের ঐকান্তিক প্রার্থনায় আমি এখন সেই ঘোর হাঁপিনী রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সুস্থ শরীরে বিচরণ করিতেছি, আর অভাগিনী আমার জন্য প্রতিবাসীর বাটী হইতে তৈল সংগ্রহ করিতে গিয়া, দস্যু করে নির্য্যাতিত হইয়া এখনও জীবিত কি মৃত বলিতে পারি না। আমার জন্য সে যে প্রাণান্তকর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে—সতী হইতে হইলে স্বামীর জন্য সেইরূপই করিতে হয়, বিনোদ আমার যে সকল গুণের আধার ছিল; সে হারানিধি কি আবার পাইব—তাহাকে না পাইলে আর জীবনে বিবাহ করিব না বলিয়া যে প্রতীজ্ঞা-ব্রত ধারণ করিয়াছিলাম—

অন্তর্য্যামী ভগবান কি এতদিনে আমার সে ব্রত উদযা-পনের শুভদিন আনয়ন করিয়া দিলেন। তখন সুবোধচন্দ্রের মনে কত শত সুখের কল্পনা উঠিতেছিল—আবার মনের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছিল। অনিল ডাকিয়া আসিয়াছেন, সুবোধ একবার পা বাড়াইতেছিলেন—আবার মনে কি ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া যাইব কি না ভাবিতেছিলেন। এতদিন কি আমার সে হৃদয়-রঞ্জিনী দুঃখ-সন্তাপে মরণের কোলে লয় না হইয়া জীবিত আছে; ইহা কি সম্ভব—এ সৌভাগ্য পোড়া অদৃষ্টে আবার কি হইবে? সুবোধচন্দ্র যন্ত্রচালিতের ন্যায় আশা নিরাশার ভাবে বিভোর হইয়া, প্রমোদের কাছারী গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বাটীর স্ত্রী-লোকেরা, অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়ার কয়েকজন লোকও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—কাজেই সদর রাস্তার উপর আর কোনও কথা হওয়া উচিত নয় ভাবিয়া, প্রমোদের কাছারী বাটীতেই সকলে অব-স্থান করিতেছিলেন; স্ত্রীলোকেরা বিনোদিনীসহ একটী কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। সুবোধ আসিয়া উপস্থিত হইলে বিনোদিনীকে তাহার সহ একাকী একটী গৃহে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; তথায় আর কেহ রহিল না—

কেবল কনিষ্ঠা ভগ্নী সুলতা বৌদিদির কাছে-কাছে রহিল; বিনোদিনীও সুলতাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, সে যে তাহার জননী অপেক্ষাও বড়—আজ তাঁহাকে পাইয়া সুলতার যে কি প্রকার আনন্দ হইয়াছে, তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সুবোধ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বিনোদিনী গলায় বস্ত্র দিয়া তাঁহার পদধূলী লইলেন। সুবোধ বিচলিত না হইয়া তাহার আপাদমস্তক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন—তাহার পর সুলতার কাণে কাণে কি কথা বলিয়া সুবোধ বিস্তৃত কক্ষের একধারে চলিয়া গেলেন। সুলতা তাহার বাম উরুর উপর একটী তিলের চিহ্ন আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দাদাকে বলিলেন—"হাঁ দাদা! ঠিক; সে চিহ্ন এখনও ঠিক সমভাবেই আছে।" বিনোদিনীর চেহারা দেখিয়া সুবোধচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাস হইয়াছিল যে ইনিই তাহার নিরুদিষ্টা জীবনতোষিণী "বিনোদিনী" তথাপি ব্রাহ্মণের গৃহে এতদিন অবস্থানের পর যাঁহাকে লইতে হইবে—তাহার প্রতি বিশিষ্ট পরীক্ষা করাও ত চাই, এইজন্য ভগ্নীর দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া সন্তোষলাভ করিলে—তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—আমার নিরুদিষ্টা পত্নী বিনোদিনী ইনিই বটে, তবে

এতদিন জীবিত থাকিয়া তিনি যে সৎপথে ছিলেন—তাহার প্রমাণ কি ?

তখন ছেদীলাল উঠিয়া সুবোধচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—বাড়ুয্যে মশায় ! আমি একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, আমার পিতার দ্বারা ইনি দস্যু কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, এতদিন তাঁহার নিকট কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। কাশীতে আমাদের নাম জানে না, এমন লোক নাই—অনিল বাবুও আমার বিশেষ পরিচিত ; পিতা তাঁহার নিজ পুত্র-কন্যা অপেক্ষাও বিনোদ দিদিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি আজ কয়েক বৎসর হইল স্বর্গগত হইয়াছেন—মৃত্যু সময়ে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি প্রায় তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। দিদির আমার জীবিকা নির্ব্বাহের কখন কোন কষ্ট হইবে না, বিষয়ের উপসত্ত্ব হইতে তিনি আজীবন খুব বড়লোকের মত সুখে জীবন কাটাইতে পারিবেন কিন্তু অর্থই ত স্ত্রীজাতির জীবনের প্রধান সুখ নয় ? বাবার মৃত্যুর পর আমি নানাস্থানে আপনার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু সকলেই বলিয়াছিল যে সে হাঁপানী রোগে মারা গিয়াছে, কাজেই আমি হতাশ হইয়া দিদিকে

সমস্ত কথা প্রকাশ করি—দিদি! কত প্রকারে প্রাণ-ত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের নজরে পড়িয়া তাহা করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম তিনি সমস্ত দিন-রাত কিছুই খাইতেন না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেন, তার পর আমার পিতা মাতার আন্তরিক যত্নে ক্রমে ক্রমে তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীর ধ্যান-ধারণা ও শিবপূজা করিয়া রাত্রে একবার মাত্র স্বপাকে চারিটী হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন, ইহার চরিত্র গঙ্গাজল অপেক্ষাও নির্ম্মল, তাহার সাক্ষ্য এই কাশীর দিকবিজয়ী ব্রাহ্মণগণ, আর সাক্ষ্য তোমার প্রমোদ বাবু, ইনি বহুদিন দিদির আশ্রয়ে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা উহাকে পাগল বলিতাম, তারপর মহাপুরুষ শ্রীজীয়ের কৃপায় ইনি আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছেন। তোমাদের কাশী অবস্থান কালে দিদির সহিত তোমার ভগ্নী প্রভৃতির আলাপ হয়, তার পর তোমরা চলিয়া আসিলে, আমি কতক কতক সন্দেহ করিয়া, এখন ভগবানের কৃপায় মিলনের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, ভাই! যাহা বলিলাম—সকলেই তাহা এক বাক্যে অনুমোদন করিবে—ইহা অপেক্ষা আর বেশী প্রমাণ কি চাও।

সুবোধচন্দ্র এতক্ষণ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন; অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে স্বভক্তি কৃতজ্ঞতার একটী জ্বলন্ত উৎস যেন আনন্দে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সুবোধ আর তাহা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একেবারে ছেদীর পদতলে পড়িয়া আর্ত্ত-স্বরে বলিলেন—ব্রাহ্মণ! তোমার ঋণ আমি ইহ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। যখন তুমি এবং কাশীর বিপ্রমণ্ডলী ও প্রমোদ বাবু বলিতেছেন, তখন আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি প্রাণের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়া সুখী হইলাম। কক্ষমধ্যে রমণীমহলে এতক্ষণ "কি হয়, কি হয়" ভাব হইতেছিল, সুবোধ বড়ই গোঁড়া হিন্দু; কি করিবে ভাবিয়া একটা ভয়-জড়িত গভীর নিস্তব্ধতা তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছিল, এক্ষণে সুবোধের প্রাণের ইচ্ছা পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইলে কক্ষমধ্যে একটা আনন্দসূচক কোলা-হলধ্বনি সমুত্থিত হইল। ভগবান সত্যনারায়ণ আজ সুখের উপর প্রবল আনন্দের জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সরলা ও অনিলের বদন প্রসন্ন করিয়া দিলেন। দাদাকে কেমন করিয়া পুনরায় গৃহী করিয়া পিতৃবংশ বজায় রাখিব, পিতার নাম ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া না যায়,—

তাহাদের এই আশা কেমন করিয়া ফলবতী হইবে, ভাবিয়া এই আনন্দ—দম্পতী সময়ে সময়ে মনমরা হইয়া থাকিতেন. বিবাহের কথা বলিলে দাদা ত মুখ বাঁকাইয়া কোনমতেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। তবে কি পিতার নাম একান্তলোপ হইবে, পবিত্র বংশের জলগণ্ডুষ পর্য্যন্ত লোপ হওয়া কি ভগবানের অভিপ্রেত ইত্যাদি ভাবিয়া সুলতার প্রাণ বড়ই খারাপ হইয়া যাইত, আজ অভাবনীয় ঘটনায়, ভগবানের কৃপায় সেই মাতৃ সমা বৌদিদিকে পাইয়া সুলতার হৃদয় আনন্দে তোলপাড় করিতে লাগিল।

সে রাত্রি গভীর আনন্দে অতিবাহিত হইল, পথশ্রান্ত আগন্তুকগণের ভোজন ব্যাপারের আনন্দ কোলাহলে, নূতন আত্মীয়গণের আদর—আপ্যায়নে সে সুখের নিশি কেহ চক্ষু মুদিয়া কাটাইলেন না; প্রাণে-প্রাণে, হৃদয়ে-হৃদয়ে, চক্ষে-চক্ষে, হস্তে-পদে সে আনন্দের নর্ত্তনকুর্দ্দন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে পুনরায় প্রমোদের বাটীতেই ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হইল, নস্করপুর হইতে ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ হইল,—অদ্য বিনোদিনী এ ভোজের রন্ধনকার্য্যে ব্রতী হইলেন। কাশীর ব্রাহ্মণগণ সমক্ষে

তাহাদের কথায় সকলে বিনোদিনীর হস্তের পাকাদি ভোজন করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। বিনোদিনী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত একাকিনী প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণের অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিলেন; সকলে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। রন্ধনাদির পারিপাট্য বেশ সুন্দর হইয়াছিল। ভোজনে সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া বলিল,—"এখনকার মেয়েরা একাকিনী এতলোকের রন্ধন, এমন পরিপাটী করিয়া তৈয়ারী করিতে পারে না—সুবোধ সস্ত্রীক এইবার সুখী হউক—আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। বহুদিন নিরুদ্দেশের পর সমাজে কোন প্রকার গোলমাল হইল না দেখিয়া সুবোধচন্দ্র ভগবানের চরণে বার-বার প্রণিপাত করিলেন।

উপসংহার।

সুবোধ এইবার আত্মীয়স্বজনসহ স্বদেশে আসিলেন। প্রমোদও সপরিবারে আসিয়াছিলেন। ছেদীলাল তথায় আসিয়া ভগ্নীর বাটী নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। প্রভূত অর্থব্যয়ে সামান্য দিনের মধ্যে বাসোপযোগী অট্টালিকা প্রস্তুত হইল,—গৃহপ্রবেশের দিন দীন-দরিদ্র সকলেই প্রাণের সহিত ভোজন করিয়া ধার্ম্মিক দম্পতীর যশোগান করিতে-করিতে, তাহাদের পবিত্রবংশ আরও উজ্জ্বল শ্রী-ধারণ করুক ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ করিতে-করিতে বাটী প্রস্থান করিল। ছেদীলাল স্বজন-গণসহ বহুদিন গৃহছাড়া হইয়াছেন, কাজেই আর দেশে না যাইলে নয়—তিনি দিদির নিকট বিদায় চাহিলেন, বিনোদিনী বলিলেন—ভাই! এখন কেবল-মাত্র বাটীতে বসিয়া থাকিলে হইবে না, আমি তোমাদের ছাড়িয়া, কোন সংবাদ না পাইয়া, একাকিনী থাকিতে যে ঘোর-কষ্ট পাইব—ইহার একটা সু-ব্যবস্থা

কর, ছেদী বলিল—"দিদি! আমরাই কি তোমাকে ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারিব। এখন হইতে আমি বা আমার লোকজন প্রায়ই এখানে যাতায়াত করিবে, আর যখন ইচ্ছা হইবে বাড়ুয্যে মহাশয়ের সহিত তুমি তথায় যাইবে, আমার ঘর-বাড়ী কি তোমার পরের বাড়ী! সুবোধচন্দ্র কিন্তু ছেদীকে ছাড়িতে চাহে না তিনি বলেন,—"ভাই! আরও কিছুদিন থাকিয়া যাও।" অনিলও সুলতা বলিলেন,—"আমরা কালীঘাটে যাইবার মানসিক করিয়াছি, চল কালীবাড়ীতে দেবী দর্শন করিয়া বাটী যাইবে কিন্তু বেশীদিন থাকিতে পারিবে না, এখন সময়ে-সময়ে এখানে পায়ের ধূলা দিতে হইবে।" ছেদী জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিল,—"অনিলবাবু! বল কি, বন্ধুত্ব নয় আছে, কিন্তু বয়সে বড়, তুমি অমন কথা বলিও না, আমিও আসিব, তোমরাও যাইবে—এখন হইতে এইরূপই চলিবে।"

প্রমোদ বলিল,—"আমিত এইবার হইতে প্রায় বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শনে যাইয়া তোমাকে অহরহঃ জ্বালাতন করিব।" ছেদী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এত আমার সৌভাগ্য।"

কালীঘাট হইতে যাওয়া স্থির হইল একদিন শুভ

দিনে সকলেই কালীঘাটে কালীমায়ের দর্শনে নয়ন সার্থক করিতে আসিলেন। সে দিন কালীঘাটে একটা বিশেষ উৎসব হইয়াছিল, যে কয়টী পরিবার আজ আনন্দময়ীর আনন্দধামে আসিয়াছিল, অর্থে তাহারা কেহই কম নহেন, মায়ের কৃপা তাহাদের সকলের প্রতিই সমধিক, তাই দীন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, পাণ্ডা সকলেই বিশিষ্টরূপ প্রাপ্তির আশায় তাহাদের উমেদারী করিয়াছিল।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা আমারা কালীঘাটের একটী যাত্রীগৃহে বসিয়া শুনিয়াছিলাম, আমাদের অনেক আত্মীয় পরিবারও সেদিন ঐ-সকল আনন্দোৎসবামোদী পরিবারের কথা পার্শ্বের গৃহে বসিয়া শুনিয়াছিল সেদিন তাহারাও বিশ্বজননী ভগবতী কালিকার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, আমাদের এই আখ্যায়িকা তাহাদেরই কথানুসারে লিখিত, কেবল নাম ও স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তারপর বৎসরান্তে বিনোদিনীর গর্ভে সুবোধের একটী পুত্র-সন্তান হইয়াছিল, পিতৃবংশ রক্ষা হইল বলিয়া সুলতা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে অনেক অর্থব্যয় করিয়া দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রমোদ ও কুসুমকুমারী তাহাদের একটী ক্ষুদ্র আত্মীয় সম্পত্তী

এই শিশুর আটকৌড়ের নিমন্ত্রণে যৌতুক দিয়াছিলেন। আর ছেদীলাল ভাগিনেয়ের অন্নপ্রাসন সৎকার্য্যে অর্থের যে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহার তুলনা নাই। গোবিন্দপুর গ্রামে সেরূপ সমারোহ কেহ কখন দেখে নাই।

পাঠক! ছেদীলালের মত এমন ত্যাগী পরদুঃখ-কাতর মহাপুরুষ কি আপনারা কখন নয়নগোচর করিয়াছেন, আমরা বলি—বাঁধান সম্পর্ক লইয়া এমন ত্যাগ স্বীকার করিতে আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই। ছেদী হিন্দুকুলের অলঙ্কার—আদর্শ সৎব্রাহ্মণ! আসুন, আজ আমরা ভগবানের নিকট এইরূপ ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজে পুনঃ আবির্ভাবের প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার মত বিদায় হই।

সমাপ্ত।